জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

প্রফুল্ল রায় প্রয়াত

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক প্রফুল্ল রায় (৯০) প্রয়াত। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। ভর্তি ছিলেন বেসরকারি হাসপাতালে। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া সাহিত্যজগতে

উত্তরে ধস

বর্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিম্নচাপ। শুরু হয়েছে রাজ্য জুড়ে টানা বৃষ্টিতে ধস পাহাড়ে। আর বিপর্যস্ত কালিম্পং-সিকিম যোগাযোগ ব্যবস্থা। রবিবার থেকে ফের অতি-ভারী বৃষ্টি

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার পদ গেল গোয়ার মন্ত্রীর

ইংরেজি যাঁরা বলেন, এবার তাঁরা লজ্জা পাবেন! বলেন কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

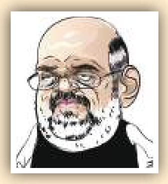

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২৭ • ২০ জুন, ২০২৫ • ৫ আষাঢ় ১৪৩২ • শুক্রবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 21, Issue - 27 • JAGO BANGLA • FRIDAY • 20 JUNE, 2025 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

দেশের সেরা শিক্ষা ব্যবস্থা তবু বাংলাকে নিয়ে রাজনীতি

এবার দুই পরীক্ষার বোর্ড তুলে দেওয়ার চক্রান্ত করছে কেন্দ্র

প্রতিবেদন : করোনা ছাড়া বাংলায় বাংলায় গত দেড় দশকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হার কোনও ভাবেই কমেনি। অতএব পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে পাশের হার কম বলে মিথ্যাচার করে যেভাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে চাইছে কেন্দ্র তা যে সম্পূর্ণ তাদের কূটনৈতিক চাল সে বিষয়টি জলের মতো স্পষ্ট।

ফের রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় কেন্দ্রের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপের ফন্দি। বাংলার শিক্ষার্থীরা সর্বভারতীয় জয়েন্ট পরীক্ষায় যেখানে প্রথম স্থান অধিকার করছে

তেমন নিটেও সফল। তা সত্ত্বেও কেন্দ্রের ধারণা রাজ্যে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণিতে ফেলের হার বেশি। আসলে কেন্দ্র নিজেদের শিক্ষানীতিকে রাজ্যের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছে। রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে অধিগ্রহণ করতে চাইছে। সেই কারণেই দশম ও দ্বাদশ শ্রেণিকে তারা একই বোর্ডের আওতাধীন করতে চাইছে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, বিষয়টা এখনও আমাদের দফতরে আসেনি। তবে সংবাদ মাধ্যম থেকে যা শুনছি, তাতে আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে এই তথ্য খাটে না। কারণ–করোনা অতিমারির সময় ছাড়া বাংলায় গত দেড় দশকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হার কমেনি।

যেখানে রাজ্য শিক্ষার দিক থেকে ক্রমেই এগিয়ে চলেছে সেখানে নিজেদের শিক্ষাব্যবস্থাকে চাপিয়ে দিয়ে রাজ্যগুলির নিজস্বতাকেই (এরপর ১২ পাতায়)

১০০ দিনের টাকা দেননি, এখন কেন নাটক

বজবজ। বৃহস্পতিবার। মা-বোনেরা ঘিরে ধরেছেন বিজেপি সভাপতিকে।

মা-বোনেদের হাতে ঘেরাও মন্ত্রী সুকান্ত

প্রতিবেদন : একেই বোধহয় বলে 'ডেসটিনি'। বাংলায় তৃণমূলের কাছে গোহারা হেরে গরিব মানুষের, মা-বোনেদের হকের টাকা বন্ধ করেছিল বিজেপি। এবার সেই মা-বোনেরাই রাস্তায় দাঁড় করিয়ে বিজেপি সভাপতির কাছে কৈফিয়ত চাইল। তাদের স্পষ্ট কথা, আমরা একশো দিনের কাজ করেছি। চার বছর ধরে টাকা দেয়নি। আমাদের সেই টাকা দিয়েছেন 'দিদি'। মুখ্যমন্ত্রী। আবাসের ঘরের টাকা দেয়নি। দিয়েছে রাজ্য সরকার। সব দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এরা কেন এসেছে? এত গাড়ি, বন্দুকওয়ালা সিকিউরিটি নিয়ে কী করতে এসেছে। আগে উত্তর দিক আমাদের হকের টাকা কেন দেয়নি বিজেপি। কিছুই দেবে না, শুধু মুখে বড় বড় কথা বলবে আর অশান্তি করতে আসবে! এদের চাই না। এখুনি চলে যাক এলাকা থেকে। আমাদেরটা আমরা বুঝে নেব। এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলেন রাজ্য বিজেপির ট্রেনি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে দেখে। কিছুতেই বঞ্চনার রাগ সামলাতে পারছেন না মা-বোনেরা। (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ধন্যা

তোমার পৃথিবী তোমার মতো
আমার পৃথিবী আমার
তোমার কর্ম তোমার ধর্ম
আমি বুঝি আমার মর্ম।

তোমার প্রতীক্ষা, তোমার অপেক্ষা
আমি মুক্ত পৃথিবীর দীক্ষা।
তোমার জীবনে কত স্বপ্ন?
আমার জীবন কাজে মগ্ন।

তোমার হৃদয়ে বিলাসী বাতাস
আমার নিঃশ্বাসে মুক্ত আকাশ।

তোমার প্রভাত স্বর্ণ পরশে
আমি আমার নিজ বিশ্বাসে
তোমার ধরণীতে তুমি বসন্ত বন্যা
আর আমি আমার মাটিতে ধন্যা।

উৎসবের মেজাজে ভোট হল কালীগঞ্জে

প্রতিবেদন : সকাল থেকে অঝোর-বৃষ্টি। তার মধ্যেই উৎসবের মেজাজে

ভোটগ্রহণ নদিয়ার কালীগঞ্জে। বৃহস্পতিবার দিনভর কালীগঞ্জের বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের লম্বা লাইন। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোটদান হয়েছে ৬৯.৮৫ শতাংশ। এদিন সকাল সকাল ভোট দিয়ে প্রথামাফিক হাসিমুখে ভোটদানের কালি দেখান তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আলিফা আহমেদ। বাবার মতোই কালীগঞ্জের মানুষের আশীর্বাদে উপনির্বাচনে আলিফার জয় কেবলই সময়ের অপেক্ষা!

তবে এদিন বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু অবশ্যই বিজেপির প্রার্থী আশিস ঘোষ। ভোটদানের পরই তাঁর অশালীন (এরপর ১২ পাতায়)

মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা

লন্ডনের সেই 'অভব্য' ডাক্তারকে চিঠি দিল মেডিক্যাল কাউন্সিল

প্রতিবেদন : লন্ডনের অক্সফোর্ডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কুৎসা করতে মাঠে নামা হার্মাদ ডাক্তার এবার নিজেই বিপাকে। বিলেতে ডাক্তারির তথ্য-সহ আরও একাধিক গুরুতর তথ্য গোপন করে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের নিয়ম ভেঙেছেন এই হার্মাদ ডাক্তার রজতশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অ্যানাস্থেশিস্ট রজতশুভ্র বর্তমানে ইংল্যান্ডে চুটিয়ে প্র্যাকটিস করছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিকল্পিত গন্ডগোল পাকাতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই রজতশুভ্র-সহ তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের প্রায় ঘাড় ধরে অডিটোরিয়ামের বাইরে বের করে দেয়। এই কুকর্মের পান্ডা রজতশুভ্রকে চিঠি দিল ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিল। (এরপর ১০ পাতায়)

তৃণমূলের স্পষ্ট কথা, প্রাপ্য চাওয়ায় অন্যায় কোথায়

প্রতিবেদন : বাংলার মানুষ তাঁর হকের টাকা চাইবেন এতে অন্যায় কিছু নেই। সাফ কথা তৃণমূলের। ভোটে হেরে বিজেপি বাংলার গরিব মানুষের পেটে লাথি মেরেছে। টাকা মিটিয়েছেন মা-মাটি-মানুষের নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যারা পেটে লাথি মেরেছে তাদের কাছে কৈফিয়ত চেয়েছেন। এতে অন্যায় কোথায়? তৃণমূলের বক্তব্য, বাংলার মা-বোনেদের প্রশ্নের মুখে বিজেপি নেতাদের পড়তেই হবে। সেই রাস্তা তাঁরাই তৈরি করেছেন। এই তো সবে শুরু। এরপর বাংলার প্রতিটি প্রান্তে যেখানেই বিজেপির নেতা-বিধায়করা যাবেন সেখানেই মা-বোনেরা তাঁদের প্রশ্ন করবেন টাকা দেননি কেন?

ছিঃ সুকান্ত ছিঃ

বৃহস্পতিবার বজবজে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়ে কাণ্ডজ্ঞান হারান কেন্দ্রের মন্ত্রী, রাজ্য বিজেপির সভাপতি অধ্যাপক সুকান্ত মজুমদার। যাঁরা চোর চোর বলছিলেন তাঁদের বললেন, তোর বাবা চোর। সব জাহাঙ্গীরের অবৈধ সন্তান। ছিঃ সুকান্ত ছিঃ।

২
২০ জুন
২০২৫
শুক্রবার

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

20 June, 2025 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

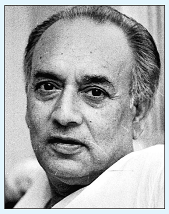

২০০০ **বসন্ত চৌধুরী** (১৯২৮-২০০০) এদিন প্রয়াত হন। অভিনেতা, সংগ্রাহক, প্রাচীন ইতিহাসপ্রেমী। জীবন ও সিনেমার সম্পূর্ণ দু'টি ভিন্ন সরণিতে হেঁটে গিয়েছেন দু'টি ভিন্ন সাফল্যের লক্ষ্যে। তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য, কণ্ঠমাধুর্য আর পৌরুষ নিয়ে এক অনন্য অভিনেতার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিলেন আজীবন। সারা জীবনে প্রায় শতাধিক ছবিতে অভিনয় করলেও আশ্চর্য এই যে, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র তথ্যভাণ্ডার মাত্র ৭৪টি ছবির সন্ধান দিতে পেরেছে, যার মধ্যে ৭টি হিন্দি। এর মধ্যে 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য', 'আঁধারে আলো', 'রাজা রামমোহন', 'যদুভট্ট', 'দীপ জ্বেলে যাই', 'শুভরাত্রি', 'মেঘ কালো', 'অভয়া ও শ্রীকান্ত', 'অনুষ্টুপ ছন্দ', 'বৈদুর্য্যরহস্য', 'দিবারাত্রির কাব্য', 'দেবী চৌধুরাণী', 'অন্তর্জলী যাত্রা' 'হীরের আংটি', ইত্যাদি ছবির জন্য বসন্ত চৌধুরীকে বাঙালি মনে রেখেছে। তাঁর অভিনীত হিন্দি ছবিগুলি যথাক্রমে 'যাত্রিক', 'নয়া সফর', 'বকুল', 'পরখ', 'গ্রহণ', 'ময়ূরী', ও 'এক ডক্টর কী মওত'। 'রাজা রামমোহন' ছবির জন্য তিনি 'বিএফজেএ' পুরস্কার পান। দীর্ঘ মঞ্চ অভিনয়ের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে 'স্টার থিয়েটার অ্যাওয়ার্ড' দেওয়া হয়। মৃত্যুর কিছু দিন আগে বসন্ত চৌধুরী তাঁর বহুমূল্য শ'খানেক গণেশমূর্তির সংগ্রহ ভারতীয় জাদুঘরে দান করে যান, যা বিক্রি করলে তিনি কোটি কোটি টাকা পেতে পারতেন।

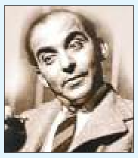

১৯৪৩ **দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৮৯৩-১৯৪৩) এদিন প্রয়াত হন। বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা। গত শতকের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে বাংলার মঞ্চ দাপিয়ে বেড়িয়েছেন এই নায়ক। উত্তমকুমারের আগে তিনিই বাংলা সিনেমার যথার্থ 'স্টার', বাঙালির 'ম্যাটিনি আইডল'। কেউ কেউ বলতেন তিনি 'ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস অব দ্য ইস্ট।' দুর্গাদাস প্রায় ১৯টি নির্বাক ছবিতে অভি নয় করেছিলেন— 'জেলের মেয়ে', 'মিশর রানি, 'ধর্মপত্নী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'সরলা', 'রজনী', 'ইন্দিরা', 'রাধারানী' প্রভৃতি। তাঁর শেষ নির্বাক ছবি 'ভাগ্যলক্ষ্মী' মুক্তি পেয়েছিল চিত্রা হলে, ১৯৩২-এর এপ্রিল মাসে।

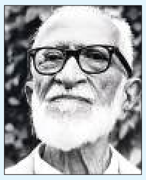

১৯৮৭ **সেলিম আলি** (১৮৯৬-১৯৮৭) এদিন প্রয়াত হন। বিখ্যাত ভারতীয় পক্ষীবিদ এবং প্রকৃতিপ্রেমী। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ভারতীয়দের কাছে 'পক্ষী সংরক্ষণ' ব্যাপারটা ছিল কল্পনাতীত। বরং পশুপাখি শিকারে যে যত কামাল দেখাতে পারবে সে তত বড় পুরুষসিংহ। শিকার-শিকার খেলতে খেলতেই সেলিম হয়েছিলেন বার্ডম্যান অব ইন্ডিয়া। পাখি আর প্রকৃতিপ্রেমের বাইরে তাঁর খুব প্রিয় ছিল মোটরসাইকেল। ১৯৫০-এ সুইডেনে আন্তর্জাতিক পক্ষিতাত্ত্বিক কংগ্রেস-এ তিনি একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় বাইক 'সানবিম'। উদ্দেশ্য, ওই বাইকে করে গোটা ইংল্যান্ড চষে বেড়ানো।

১৮৫৮ এদিন গোয়ালিয়রে বিদ্রোহীদের পরাজয়ের পরই সিপাহি বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়। সিপাহি বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলা হয়। ব্রিটিশ সরকার এই বিদ্রোহকে নির্মমভাবে দমন করে।

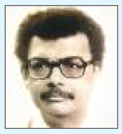

১৯২৩ **গৌরকিশোর ঘোষ** (১৯২৩-২০০০) জন্মগ্রহণ করেন। প্রথিতযশা সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। তিনি রূপদর্শী ছদ্মনামে বহু গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষের দৃষ্টি ছিল অন্তর্ভেদী, সেই দেখাই তাঁর লেখাকে দিয়েছে বাড়তি সমীহ। তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের বৃত্তে ছিলেন সমাজের বিশিষ্টরা। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্ক তাঁর সাংবাদিক সত্তাকে কখনও আচ্ছন্ন করেনি। সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের স্বীকৃতিতে বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। ১৯৮১-তে ম্যাগসাইসাই পুরস্কার পাওয়ার বহু আগে ১৯৭০ সালে সাহিত্যক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত হন গৌরবাবু। ঠিক তার আগের বছর, ১৯৬৯ সালে, প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'সাগিনা মাহাতো'। জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদী সাংবাদিকতার কারণে তাঁকে গ্রেফতার করে জেলে পোরা হয়েছিল।

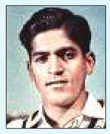

১৯৩৯ **রমাকান্ত দেশাই** (১৯৩৯-১৯৯৮) এদিন জন্ম নেন। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৮ ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করেছেন। ডানহাতি ফাস্ট-মিডিয়াম বোলার ছিলেন।

১৭৫৬ **অন্ধকূপ হত্যা** সংঘটিত হয় এদিন। তৎকালীন বাংলা-বিহার-ওড়িশার নবাব সিরাজদ্দৌলা প্রায় ৩০ হাজার সৈন্যের একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে ইংরেজদের অধিকৃত কলকাতা নগরীকে উদ্ধার করার জন্য অগ্রসর হন। নবাবের বাহিনী ১৬ জুন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ অবরোধ করে। ১৯ জুন ইংরেজ সেনাপতি ও গভর্নর ড্রেক ইংরেজদের একটি বড় অংশকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত প্রায় ১৭০ সৈন্য দুর্গে থেকে যায়। ২০ জুন সারাদিনে ২০ জন ইংরেজ সৈন্য নিহত এবং ৭০ জন আহত হয়। নবাবের সৈন্যরা দুর্গের দেওয়ালে কামানের গোলা নিক্ষেপ করে। নদী মুখের দুর্গ তোরণ খুলে দিলে নবাবের সৈন্যরা দুর্গে প্রবেশ করে। নবাব ইংরেজ সৈন্যদের বন্দি করে রাখার নির্দেশ দেন। হলওয়েলের মতে ১৮ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চির কক্ষে ১৪৬ জন ইংরেজকে রাখা হয়। ১২৩ জনের মৃত্যু হয়। তবে, বাংলার নবাবের নৃশংসতার এই কাহিনি সত্যি নাকি ইংরেজদের রটনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

পার্টির কর্মসূচি

বারাসত আইনজীবীদের ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভা। উত্তর ২৪ পরগনা তৃণমূল কংগ্রেস আইনজীবী শাখার উদ্যোগে বারাসত কোর্ট ইউনিটের আয়োজনে জেলা পরিষদের তিতুমির সভাগৃহে। ছিলেন বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী, শান্তময় বসু প্রমুখ।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদকে অনুমোদন দিল সংগঠনের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। সেই আনন্দে মাতলেন টিএমসিপি-রা ইউজি-পিজি ও গবেষক পড়ুয়ারা। ছিলেন মীর সিদ্দিক, আবদুল রউফ, আতিকুর রহমান প্রমুখ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪১৮

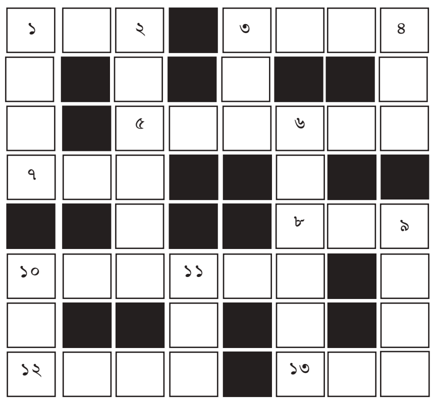

পাশাপাশি : ১. হুদ্দা ৩. বমন, বমি ৫. ছাত্রনায়ক ৭. অপেক্ষাকৃত ভালো ৮. দরদালান ১০. রাশিচক্র, ক্রান্তিবৃত্ত ১২. খ্যাতি ১৩. জমিদারির অংশ।

উপর-নিচ : ১. ঐক্য, ঐকমত্য ২. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাসংগ্রহ ৩. সাড়া ৪. অভিনয়ে পটু, রঙ্গকুশল ৬. চালিয়ে নিয়ে যাবার শক্তি ৯. হস্তী, গজ ১০. বৌদ্ধ নৈয়ায়িকবিশেষ ১১. দেবালয়।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪১৭ : পাশাপাশি : ১. জলকান্দা ৩. অথবা ৫. তালি ৬. নর্দমা ৮. রস ১০. শাম্ভব ১১. পরখ ১৩. ছাল ১৫. গরিহা ১৮. দাম ১৯. চয়ন ২০. ঘুরপাক। **উপর-নিচ:** ১. জলকর ২. কালীন ৩. অলি ৪. বাব ৫. তামাশা ৭. আবছা ৯. সপর্যা ১২. খগম ১৪. ললামক ১৬. হাজির ১৭. মোচ ১৮. দান।

১৯ জুন কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজারদর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৯৪৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৯৯০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৪৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১০৭৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১০৭৮০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৭.৫৪	৮৬.৩২
ইউরো	১০০.৯১	৯৯.১১
পাউন্ড	১১৮.০৭	১১৫.৮৯

নজরকাড়া ইনস্টা

■ সারা আলি খান

■ মেসি

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

ভুয়ো পুলিশ সুপার সেজে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কলকাতার গড়ফা থেকে অভিযুক্ত সুস্মিত সেনকে গ্রেফতার করে আমডাঙা থানার পুলিশ। উদ্ধার লক্ষাধিক টাকা, মোবাইল, ল্যাপটপ

বাংলার সাফল্য তুলে ধরে বিরোধীদের বিঁধলেন অরূপ

প্রতিবেদন : রাজ্য বিধানসভায় জাতীয় পর্যায়ের খেলাধুলোয় বাংলার সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বুধবার বিধানসভায় তিনি বলেন— বাংলার সন্তোষ ট্রফি জয়, মহিলা ফুটবলে সাফল্য, জাতীয় লিগে মোহনবাগানের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ঘটনাই প্রমাণ করে বাংলার সাফল্য। সাফল্যের পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকারের ধারাবাহিক অসহযোগিতার কারণেই অনেক কাজ থমকে আছে। জলপাইগুড়ির ২৭ একর জমির ওপর তৈরি ১১১ কোটি টাকা খরচ করে যে স্পোর্টস অ্যাকাডেমি করার পরিকল্পনা ছিল, তাও কার্যত অবহেলায় পড়ে রয়েছে। এর জন্য স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বা সাইকে কাঠগড়ায় তোলেন তিনি। বলেন, সাই যদি না চালায়, জমি আমাদের ফিরিয়ে দিক। রাজ্য নিজেই প্রতিভা খুঁজবে। মন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকার এখনও পর্যন্ত ৮টি অ্যাকাডেমি গড়েছে, ৩৪টি ক্রীড়া সংস্থাকে ৫ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছে। ১৫৫৭ জন ক্রীড়াবিদকে মাসিক ভাতা দেওয়া হচ্ছে।

মন্ত্রীর ভাষণের মধ্যে বিজেপির এক বিধায়ক বাঙালি খেলোয়াড়দের নিয়ে প্রশ্ন তোলায় তাঁকে কড়া জবাব দেন ক্রীড়ামন্ত্রী। কটাক্ষ করে বলেন, উনি বড় খেলোয়াড়, জার্সি বদল করেছেন। এদিন বক্তব্যের মাঝে মন্ত্রী 'খেলা হবে' স্লোগানের কথা একবার মনে করিয়ে দেন।

■ প্রতি বছরের মতো এবারও একুশে জুলাই শহিদ দিবস পালন করবে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল ভবনের সামনে সেই সমাবেশের পোস্টার। বৃহস্পতিবার। —সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

নিম্নচাপের বৃষ্টি, জল ছাড়ল ডিভিসি, বৈঠকে মুখ্যসচিব

প্রতিবেদন : নিম্নচাপজনিত ভারী বৃষ্টি ও ডিভিসির জলছাড়ার ফলে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা প্লাবিত হওয়ায় আশঙ্কায় গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে রাজ্য প্রশাসন। এই আবহে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নবান্ন থেকে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক করেন বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলি, দুই মেদিনীপুর-সহ বেশ কয়েকজন জেলাশাসকের সঙ্গে।

সূত্রের খবর, জেলা প্রশাসনকে প্লাবিত অঞ্চলগুলি দ্রুত পরিদর্শন করে ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। পাশাপাশি বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দফতরকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে, যাতে প্রয়োজনে দ্রুত ত্রাণ পৌঁছানো যায়। যথেষ্ট ত্রাণসামগ্রী ও ত্রিপল মজুত রাখারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও হুগলি জেলায় ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণে রাজ্য সরকারের তরফে বিশেষ দল পাঠানো হবে বলেও প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। ডিভিসি ইতিমধ্যেই মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে জল ছেড়েছে। তার জেরে নিম্ন দামোদর অববাহিকার একাধিক জেলা জলমগ্ন হয়েছে। পরিস্থিতির ওপর রাজ্য প্রশাসন কড়া নজর রাখছে বলে জানানো হয়েছে নবান্ন সূত্রে।

সহানুভূতি প্রকল্প : ৩,৪৩১ জন পড়ুয়াকে সাড়ে ৫ কোটি

প্রতিবেদন : সহানুভূতি প্রকল্পে গত তিন অর্থবর্ষে মোট ৯,৩২২ জন উপকৃত হয়েছেন বলে জানালেন জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দফতরের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় এক বিরোধী বিধায়কের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষ পর্যন্ত ৩,৪৩১ জন ছাত্রছাত্রীকে মোট ৫ কোটি ৫৫ লক্ষ ৭৫ হাজার ২৭৪ টাকা বৃত্তি হিসেবে দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, সাধারণত সরকারি বা সরকার-পোষিত হোমে বসবাসকারী পড়ুয়ারাই এই বৃত্তির জন্য আবেদন করে। রাজ্যে বর্তমানে ৭৪টি সরকারি হোম ও সমসংখ্যক সরকার-সহায়তা প্রাপ্ত হোম রয়েছে।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পড়ুয়াদের শিক্ষা প্রসঙ্গে মন্ত্রী জানান, রাজ্যে ৭৪টি সরকারি এবং ৮০টি সরকার-পোষিত বিশেষ বিদ্যালয় রয়েছে। সব মিলিয়ে ১৫৪টি স্কুলে প্রায় ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। এর মধ্যে ৩,৪০০ জন সহানুভূতি স্কলারশিপ পেয়েছে, যার আর্থিক পরিমাণ ৫ কোটিরও বেশি। গ্রন্থাগার নিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্বে মন্ত্রী জানান, ২০১১ সালের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদিচ্ছায় গ্রন্থাগার দফতর বড় কাজ করেছে। ইতিমধ্যে ৩৫ হাজার দুষ্প্রাপ্য বই ডিজিটাইজড করা হয়েছে। আরও পুরনো ও গুরুত্বপূর্ণ বই ডিজিটাইজড করে সাধারণের জন্য সহজলভ্য করে তোলা হবে।

রাজ্যে হাইব্রিড মাছ চাষে জারি নিষেধাজ্ঞা

প্রতিবেদন : রাজ্যে মাগুর-সহ সমস্ত হাইব্রিড প্রজাতির মাছের চাষ নিষিদ্ধ করেছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে একথা জানান মৎস্যমন্ত্রী বিপ্লব রায় চৌধুরী। তিনি বলেন, এই ধরনের মাছ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। উৎপাদন ও বিক্রি বন্ধে জনপ্রতিনিধিদের সচেতনতা বাড়াতে হবে। বিলুপ্তপ্রায় ৩৩টি দেশি প্রজাতির মাছ সংরক্ষণের জন্য 'অভয় পুকুর' প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। আলিপুরদুয়ার, মালদা, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সরকারি জলাশয়ে ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬টি ইউনিট গড়া হয়েছে। আগামী বছরে আরও ১২টি ইউনিট স্থাপন হবে। রাজ্যে মাছ উৎপাদন ও রফতানি বৃদ্ধির ওপর জোর দিচ্ছে সরকার। ২০২৩-২৪ সালে যেখানে বিদেশে রফতানি হয়েছিল ১.৪২ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ, ২০২৪-২৫ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন। আন্তঃরাজ্য আমদানি কমাতে ২২৪ হেক্টর জলাশয়ে বড় মাছের চাষে মৎস্য সমবায় ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে যুক্ত করা হয়েছে।

গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার নিরাপত্তায় ৫০০টি ট্রলারে বসানো হয়েছে ইসরোর তৈরি দ্বিমুখী এমএসএস ট্রান্সপন্ডার। মৎস্যজীবীদের জন্য বিমা ও পরিচয়পত্র প্রকল্পের অগ্রগতির পাশাপাশি, ২০২৩-২৫ সালে ৭১ হাজার মৎস্যজীবীকে মাছচাষ ও প্রক্রিয়াকরণে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, মৎস্যজীবীদের আয় বাড়াতে রাজ্য মাছ উৎপাদনে স্বনির্ভর ও রফতানিমুখী হতে চায়।

বিরোধিতার নামে ওয়াকআউট নাটক

বিধানসভায় বিজেপির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিলেন স্পিকার

প্রতিবেদন : লাগাতার বিধানসভায় অভব্য ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণ এবং ছলে-বলে-কৌশলে ওয়াক আউট করে বেরিয়ে যাওয়ার ধারা অব্যাহত রেখেছে বিজেপি। বৃহস্পতিবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু বিধানসভার অধিবেশনে রোজই এ-ধরনের হইহট্টগোল করতে গিয়ে বিধানসভার মর্যাদাহানি হচ্ছে। বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক-মন্ত্রীকে প্রশ্ন করছেন কিন্তু তার উত্তর শোনবার মতো ধৈর্য বা মানসিকতা তাদের নেই। বৃহস্পতিবারও একই কাজ করায় বিরোধী দল বিজেপির বিরুদ্ধে নজিরবিহীন ও কড়া পদক্ষেপ নিলেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যক্ষ জানিয়ে দেন, এদিন সেলস ট্যাক্স সংক্রান্ত বিল নিয়ে আলোচনার সময় বিজেপির যেসব বিধায়ক বক্তব্য রেখেছেন সেইসব বক্তব্য রেকর্ড হবে না, সেগুলি এক্সপাঞ্জ করা হল। এই ধরনের পদক্ষেপ সাম্প্রতিককালে সংসদে কিংবা দেশের কোনও বিধানসভাতে ঘটেনি। কিন্তু বাংলায় বিরোধী দল হিসেবে বিজেপি নিজেদের এতটাই নিচে নামিয়ে এনেছে যে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হল। বিজেপির এই ধরনের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের বিরুদ্ধে একযোগে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রী ও বিধায়কেরা।

কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হল বিজেপি বিধাকদের বক্তব্য

মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, বিজেপি প্রশ্ন করবে কিন্তু তাদের উত্তর শোনবার ধৈর্য থাকবে না তা হতে পারে না। এরা নিজেদেরটুকু বলে হইহট্টগোল করে বেরিয়ে চলে যাবে। যে প্রশ্ন তাঁরা করলেন তার উত্তর কেন শুনবে না বসে থেকে? শুনতে হবে। প্রসঙ্গত সেলস ট্যাক্স বিল নিয়ে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখার সময়েই বিজেপির গোলযোগ চরমে পৌঁছয়। মন্ত্রী চিৎকার করে বলেন এ জিনিস চলবে না উত্তর জানতে চাইলে তা বসে শুনতে হবে। কিন্তু বিজেপি বিধায়করা তাতে কর্ণপাত করেননি। এই ঘটনা নিয়ে পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিধানসভা বিরোধীদের জায়গা। কিন্তু তাঁরা যে আচরণ করছেন তা অত্যন্ত দুঃখজনক। এদিন আমি অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাঁরা আমার কথা না শুনে গুরুত্ব না দিয়ে হইহট্টগোল করে বেরিয়ে গেলেন। বিধানসভার রুল ৩২৫-এর উদাহরণ তুলে তিনি বলেন এই অনুযায়ী কোনও সদস্য বিধানসভায় তাঁর বক্তব্য রাখার পরই কক্ষ ত্যাগ করতে পারেন না। এক্ষেত্রে তা মানা হয়নি। আমি বললেও আমার কথা শোনেননি। তাই ওদের বক্তব্য রেকর্ড থেকে বাদ দিতে বলেছি, এক্সপাঞ্জ করেছি। অদূর ভবিষ্যতে এই ধরনের আচরণ যদি চলতে থাকে তবে আরও কড়া সিদ্ধান্ত আমাদের নিতে হবে।

ডেঙ্গি কমেছে ৪০ শতাংশ, দাবি ফিরহাদের

প্রতিবেদন : রাজ্যে ডেঙ্গির প্রকোপ আগের তুলনায় অনেকটাই কমেছে। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় একথা জানান পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এক বিধায়কের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, ২০২৩ সালের তুলনায় চলতি বছরে ডেঙ্গি ৪০ শতাংশ কমেছে। আগের মতো আর মহামারীর চেহারা নিচ্ছে না।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রাজ্যে ৬,৯১৬ জন সদস্যের ডেঙ্গি প্রতিরোধ বাহিনী কাজ করছে। শহরাঞ্চলে সচেতনতা বাড়ায় ডেঙ্গির সংক্রমণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তাঁর বক্তব্য, কলকাতায় এখনও সেভাবে ডেঙ্গি দেখা যায়নি। জল জমা সমস্যা নিয়ে ফিরহাদ হাকিম বলেন, শহরের ৯০ শতাংশ জায়গায় জল জমার কথা নয়, যদি ইরিগেশন ক্যানেল ঠিক থাকে। আমরা ইরিগেশন দফতরের সঙ্গে একাধিক দফায় বৈঠক করেছি যাতে এই ক্যানেলগুলি কার্যকর থাকে। ডেঙ্গি প্রতিরোধে সরকারের সক্রিয় ভূমিকার পাশাপাশি তিনি নাগরিকদেরও সচেতন থাকার আহ্বান জানান। ডেঙ্গি প্রতিরোধে অবশ্য সবসময় সজাগ রয়েছে রাজ্য প্রশাসন। স্বাস্থ্য দফতরের তরফেও নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে। হাসপাতালগুলিকেও সতর্ক করা হয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

20 June, 2025 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছিঃ সুকান্ত

বজবজে গিয়েছিলেন কেন্দ্রের হাফমন্ত্রী এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সেখানে গিয়ে সাধারণ মানুষ বিশেষত মা-বোনেদের প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়েন সুকান্ত। তাঁদের একটাই অভিযোগ, শেষ চার বছর ধরে একশো দিনের কাজের টাকা বাংলাকে দেয়নি কেন্দ্র। আপনারা বারবার দিল্লিতে গিয়ে বাংলার টাকা আটকে দেওয়ার জন্য দরবার করেছেন। এই সময় টাকা দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু সে নিয়ে আপনারা কেন এখানে নাটক করতে এসেছেন? বাংলা ভাষায় এই ক্ষোভের কথা উগরে দিয়েছেন বজবজ এলাকার মা-বোনেরা। ঘেরাও করে রাখেন। আটকে রাখেন। বিক্ষোভ দেখান। বিজেপির এই মন্ত্রী এদিনই প্রথম বুঝতে পারেন, মানুষের ক্ষোভ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে বিজেপির নোংরা এই রাজনীতির কারণে। এরপরেই জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেন অধ্যাপক তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তার কারণ, তাঁর গাড়ির বাইরে থেকে চোর চোর আওয়াজ উঠেছিল। তা শুনে আর নিজেকে স্থির রাখতে পারেননি সুকান্ত। যিনি কিনা প্রতিদিন ক্যামেরার সামনে অনুব্রত মণ্ডলের মন্তব্য নিয়ে সমালোচনা করেন। চোর চোর আওয়াজ শুনে সুকান্ত কী বলেছেন? সুকান্ত বলেছেন, 'তোর বাবা চোর'। আর যাঁরা এই স্লোগান দিচ্ছিলেন, তাঁদের উদ্দেশে বলেন 'জাহাঙ্গীরের অবৈধ সন্তান।' একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, একজন অধ্যাপক, একজন বিজেপির রাজ্য সভাপতি—তাঁর মুখে এ কোন কথা, কোন সংস্কৃতি? এঁদের সাহস হয় কী করে তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনা করার?

জানবে না, জানবে না কেউ, শেষের কথা...

অভিশপ্ত বিমানের ব্ল্যাক বক্স অতঃপর বিদেশে চলল। বিমানে দু'টি যন্ত্র থাকে। একটিকে ককপিট ভয়েস রেকর্ডার (সিভিআর) বলে। তার কাজ ককপিটের কথাবার্তা সংরক্ষণ করা। আর দ্বিতীয় যন্ত্রটি হল ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার (এফডিআর)। উড়ান সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তাতে সংরক্ষিত থাকে। এই দু'টি যন্ত্রকেই একত্রে ব্ল্যাক বক্স বলে। আমেদাবাদের দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের ব্ল্যাক বক্সও ক্ষতিগ্রস্ত। তথ্য উদ্ধার করতে তা বিদেশে পাঠানো হচ্ছে। এমনটাই শুনছি। দুর্ঘটনার কবলে পড়া এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার বিমানটির ব্ল্যাক বক্স যে অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে তথ্য উদ্ধার করা একটু কঠিন। তাই সেটিকে আমেরিকায় পাঠানোর কথা ভাবা হয়েছে। মোদি সাহেবের মিত্র দেশ আমেরিকা। অভিশপ্ত বিমানের ব্ল্যাক বক্সটিকে সেদেশের ওয়াশিংটন ডিসির 'ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট সেফটি বোর্ড'-এ পাঠানো হবে। প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব পি কে মিশ্র রবিবার অহমদাবাদের দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সোমবার ব্ল্যাক বক্স উদ্ধারের পর তাঁর কাছেও খবর গিয়েছে। দুর্ঘটনার তদন্ত করছে এয়ারক্র্যাফ্ট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি) এবং এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এএআই)। তারা বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিবের সঙ্গে তাদের একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। তারপরই তদন্তে এই প্রকার গতি প্রকৃতি। ঘটনাক্রম নজর করলেই সন্দেহ জাগে, ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। পাছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে কোনও গাফিলতির কথা উঠে আসে, তাই এবার বন্ধু রাষ্ট্রে সেটাকে পাঠানোর আয়োজন। গত ১২ জুন বেলা ১টা ৩৮ মিনিটে অমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে ব্রিটেনের গ্যাটউইকের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিল এয়ার ইন্ডিয়ার এআই১৭১ উড়ান। রানওয়ে ছাড়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিমানটি ভেঙে পড়ে। এয়ার ইন্ডিয়ার ওই বিমানে ২৪২ জন ছিলেন। ২৪১ জনেরই মৃত্যু হয়। তাঁদেরই এক জন গুজরাতের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপাণী। এখনও পর্যন্ত সরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা ২৭৪। ঘটনার পরের দিনই 'এফডিআর' পাওয়া গিয়েছিল। যে বাড়িতে বিমানটি ধাক্কা খায়, সেটি ছিল ডাক্তারদের হস্টেল ভবন। তার ছাদ থেকে সেটি উদ্ধার করা হয়। গন্ধটা বড়ই সন্দেহজনক।

— জয়দীপ মজুমদার, দমদম পার্ক, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

আজ পশ্চিমবঙ্গ দিবস কে বলল!

উত্তরপ্রদেশ-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের রাজভবনে আজ ২০ জুন 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ওরা ঠিক করে দেবে বাংলা দিবস কবে হবে? সব চাপিয়ে দেবে বিজেপি! ওদের মস্তিষ্ক সন্ত্রাসবাদের চারণভূমি। কেন এই অভিযোগ ওদের বিরুদ্ধে? কেন আমরা ইতিমধ্যেই পয়লা বৈশাখকে 'রাজ্য দিবস' হিসেবে পালন করছি? সেসব জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজলেন **দেবাশিস পাঠক**

"প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, বিজেতা এক হস্তে তরবারি ও অন্য হস্তে কোরআন লইয়া ইসলামের ধর্মের প্রসার ঘটাইয়াছিল। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে সত্য নহে।"

—**ইতিহাসবিদ জগদীশ নারায়ণ সরকার**
(হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক : মধ্যযুগ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৪১৪)

"ভারতবর্ষে দরিদ্রদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা এত বেশী কেন? একথা বলা মূর্খতা যে, তরবারির সাহায্যে তাহাদিগকে ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছিল। ...বস্তুত জমিদার ও পুরোহিত বর্গের হস্ত হইতে নিস্কৃতি লাভের জন্যই তাহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

— **স্বামী বিবেকানন্দ**

প্রচলিত ধারণা ও বিজেপির মতো গেরুয়া পার্টি কর্তৃক প্রচারিত ইতিহাস দর্শন, এই দুইয়ের বিপ্রতীপে সত্যের অবস্থান। ঐতিহাসিক সত্যের জায়গা। এটুকু বোঝানোর জন্যই রচনার শুরুতেই উদ্ধৃতি দুটির সংস্থাপন। সত্যির জমিটা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই এই উপস্থাপনা। তার দরকার পড়ল, কারণ গেরুয়া বলয় থেকে নির্ধারণের চেষ্টা চলছে, বাংলা দিবসের দিনক্ষণ। সেই কারণেই সত্যিটা সামনে আনা দরকার। বিভ্রান্তি প্রতিহত করার জন্যই এটা দরকার।

কী হয়েছিল ২০ জুন, ১৯৪৭-এ? কবে থেকে শুরু হওয়া ষড়যন্ত্র চূড়ান্ত রূপ পায় সেদিন?

১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় ভোটাভুটিতে বাংলা ভাগের বিষয় স্থির হয়েছিল। একভাগ পূর্ব পাকিস্তান ও অন্য ভাগ পশ্চিমবঙ্গ। বোঝাই যাচ্ছে, ২০ জুন, ১৯৪৭ সালে তো পশ্চিমবঙ্গের জন্মই হয়নি, কারণ সে-সময় ভারত স্বাধীন হয়নি। অথচ, সেদিন নাকি পশ্চিমবঙ্গ দিবস!

সত্যিটা হল, অখণ্ড বাংলাকে সেদিন দায়িত্ব নিয়ে ভেঙেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। আজকের বিজেপির আদি পুরুষ। যে জনসঙ্ঘী ভাবনার উত্তরাধিকার বিজেপি, সেই চেতনার বীজতলা তৈরির ইতিহাসটা একটু মনে করিয়ে দেওয়া যাক।

আসলে বাংলা ভাগের জন্য অজুহাত খাড়া করতে বাঙালি হিন্দুদের একটা প্রভাবশালী অংশ এইরকম একটা হত্যাকাণ্ড মনে মনে দৃঢ়ভাবে চাইছিলেন আর ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবসে তাদের সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত সুযোগটি এনে দিয়েছিল। ১৯৪৬-এর সেই ভয়ংকর দাঙ্গাকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়ে অর্থাৎ তার সমস্ত দায় অপদার্থ মুসলিম লিগ সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই বাঙালি হিন্দুদের প্রভাবশালী অংশ প্রদেশ বা বাংলা ভাগের জন্য শুরু করে তুমুল আন্দোলন। অথচ ১৯০৫ সালে এই বাঙালি হিন্দুরা লর্ড কার্জনের বাংলা ভাগের চক্রান্তকে রুখে দেওয়ার জন্য বুকের রক্ত দিয়েছিলেন। দেখা যাচ্ছে, ১৯৪৭ সালে তারাই আবার বাংলা বিভাগের দাবি তুলে বাংলা ভাগ করিয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালের এপ্রিলে, হুগলির তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার বার্ষিক প্রাদেশিক অধিবেশনে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হিন্দুর জন্যে হিন্দুস্থান ও বাংলাভাগের দাবির পুনরাবৃত্তি করলেন। ওই অধিবেশনে হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্মল চট্টোপাধ্যায় (সিপিএম নেতা ও লোকসভার স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাবা) এক ভাষণে তিনি বলেন, "Our demand for partition today is...to prevent the disintegration of the nationalist element and to preserve Bengal's cutture and to secure a Homeland for the Hindus of Bengal which will constitute a Nationalist State as a part of India."

গেরুয়া পার্টি বলার চেষ্টা করে, পাকিস্তানের হিংস্র কবল থেকে সমগ্র বাংলাকে বাঁচাতে ও হিন্দুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শ্যামাপ্রসাদ বাংলাভাগের দাবি জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন। এটাই যদি বাংলাভাগের কারণ হয়, তাহলে ভারতের সীমানার মধ্যেও তো অখণ্ড বাংলা গড়তে পারতেন শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁর

অনুগামীরা। তবে কেন তাঁরা ভারতের মধ্যকার অখণ্ড বাংলারও বিভাজন চেয়েছিলেন?

১৯৪৭ সালের ৩ জুন মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভাজন পরিকল্পনা ঘোষণা করলে হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস নেতারা একত্রে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে আরও জোরদার করলেন। তাঁরা উসকানিমূলক বক্তৃতা দিয়ে, কাগজে বিবৃতি দিয়ে বোঝাতে লাগলেন যে, হিন্দুরা বিপন্ন, বাংলা ভাগ ছাড়া উপায় নেই। বাংলা পাকিস্তানে গেলে তো বটেই, স্বাধীন সার্বভৌম হলেও এমনকী ভারতে থাকলেও হিন্দুদের নিরাপত্তার জন্য বাংলাকে বিভক্ত করে হিন্দু প্রধান অঞ্চল নিয়ে একটা পৃথক প্রদেশ গঠন করতে হবে। সেইমতো তারা বাংলার হিন্দুদের প্রভাবিত করতে লাগলেন। জাতীয় কংগ্রেসের নেতারাও প্রভাবিত হতে লাগলেন। শ্যামাপ্রসাদ সর্দার প্যাটেলকে এক চিঠিতে লিখলেন, "আমি আশা করি শেষ মুহূর্তে মুসলিম লিগের ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা মেনে নেওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। মি. জিন্না যদি অবস্থার চাপে তা করতে বাধ্যও হয়, অনুগ্রহ করে বাংলাকে বিভক্ত করার ব্যাপারটা ব্যর্থ হতে দেবেন না। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় যেরকম ভাবা হয়েছে সেরকম একটা শিথিল কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপিত হলে বাংলায় আমাদের কোনওরকম নিরাপত্তা থাকবে না। পাকিস্তান হোক বা না হোক, আমরা বাংলার বর্তমান সীমানার মধ্যে দুটি প্রদেশ গঠন করার দাবি করছি।"

উল্লেখ্য, ভারতভাগ অনিবার্য না হলেও যে বাংলাভাগের দাবি অনিবার্যভাবে উত্থাপিত হত শ্যামাপ্রসাদের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে তা-ই প্রমাণিত হয়।

এর পূর্বে হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি বলেন যে, বাংলাকে বিভক্ত করার প্রস্তাব বাঙালির আত্মহত্যারই শামিল হবে এবং দিল্লির সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন,

'I am visualising an independent, undivided, sovereign Bengal in divided India.'

এবং শরৎ বসু এপ্রিল মাসে গঠন করলেন 'অল বেঙ্গল অ্যান্টি-পাকিস্তান অ্যান্ড অ্যান্টিপার্টিশন' কমিটি। হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি, শরৎ বসু, আবুল হাসিমের অখণ্ড বাংলার স্বপ্নকে কীভাবে শ্যামাপ্রসাদ, আকরাম খান প্রমুখ নেতারা ভেঙে দিয়েছিলেন তার মূল্যবান ইতিহাস অমলেন্দু দে লিপিবদ্ধ করেছেন স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা, প্রয়াস ও পরিণতি নামক গ্রন্থে। জয়া চ্যাটার্জিও এ প্রসঙ্গে মাড়োয়ারি বণিক সম্প্রদায়ের প্ররোচনার কথা ব্যাখ্যা করেছেন। আর শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন এইসব বণিকদের স্বার্থ রক্ষাকারী। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, বাংলা অখণ্ড থাকলে কলকাতার ওপর অবাঙালি ব্যবসায়ীদের একচ্ছত্র আধিপত্য আর থাকবে না। এই ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য শ্যামাপ্রসাদরা যেভাবে বাংলা ভাগ করে ছাড়লেন তা সত্যিই অবাকের। বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ইংরেজ বা দিল্লিওয়ালা অনুভব করতে পারেন। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ অবিভক্ত বাংলার যে সর্বনাশ করে গেলেন, তাতে দূরদর্শিতার অভাব ছিল। সেকথা অনুধাবন করে ১৯৫২ সালে নদিয়ার চাকদহে এক জনসভায় তিনি নিজেই বলেছিলেন, "বাংলাভাগের জন্য মানুষের (উদ্বাস্তুদের) এত কষ্ট হবে এ যদি আগে বুঝতে পারতাম তাহলে বাংলা ভাগ চাইতাম না। এখন মনে হচ্ছে। যোগেনবাবুরা বাংলাভাগের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করেছিলেন তা সঠিক ছিল।" এর পরেও কি ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে গণ্য হতে পারে?

একুশ শতকে এসে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি কি নিজের পরিচয় নিয়ে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন? সে উত্তর না দিয়ে একটা কথা পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে, ভারতীয় বাঙালির একটা স্বতন্ত্র মহিমা আছে। বাংলাদেশের বাঙালির বেলায় রাষ্ট্রীয় ধর্ম হল ইসলাম, কিন্তু ভারতের যে বাঙালি তার ক্ষেত্রে ধর্ম হল ব্যক্তিগত বিষয়, মুসলিমই হোক কি হিন্দুই হোক, তার রাষ্ট্রীয় ধর্ম হল ধর্মনিরপেক্ষতা। এই কথাটা বিজেপি ভুলে যেতে পারে, আমাদের মনে রাখতেই হবে।

আর এজন্যই বিভেদপন্থাজাত ২০ জুন নয়, সব ধর্মের বাঙালির কাছে শুভ দিন ১ বৈশাখই পশ্চিমবঙ্গ দিবস।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ওবিসি জটে আটকে ছিল কলকাতা পুরসভার ৭৮টি সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ। বৃহস্পতিবার অবিলম্বে নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট

বিপুল সংখ্যায় বাড়ছে বিদেশি পর্যটক : ইন্দ্রনীল

পর্যটনে রাজ্যের প্রশংসায় বিরোধীরাও

প্রতিবেদন : পর্যটনের বিকাশকে পাখির চোখ করেছে রাজ্য সরকার। ফলে শুধুমাত্র প্রতিবেশী রাজ্য নয়, ভিনদেশি পর্যটকদের কাছেও পর্যটনের নতুন গন্তব্যের নাম পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্যে বিদেশি পর্যটকের পদার্পণ উত্তরোত্তর বাড়ছে। নজিরবিহীনভাবে পর্যটন বিকাশে রাজ্যের এই কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেছে বিরোধীরাও।

চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ২৭ লক্ষ ছাড়িয়েছে বলে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে জানান পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। বলেন, ইউরোপ এবং আমেরিকা থেকে বিপুল সংখ্যক পর্যটক এসেছেন। বাংলাদেশি পর্যটকের সংখ্যা তুলনায় কিছুটা কমেছে। পর্যটন নিয়ে এদিন মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। প্রশ্ন রাখার আগেই উত্তরবঙ্গ-সহ রাজ্যে পর্যটনের মানোন্নয়নে সরকারের পদক্ষেপের প্রশংসা করেন তিনি। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে ইন্দ্রনীল সেন জানান, এবছর প্রথম ছ'মাসেই বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৭

লক্ষ ১১,৭০৮। এর মধ্যে বাংলাদেশের ১ লক্ষ ৮০ হাজার পর্যটক। গত বছর রাজ্যে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ছিল ৩২ লক্ষের কাছাকাছি। এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকেই এসেছিলেন প্রায় ১ লক্ষ ৮২ হাজার মানুষ। পর্যটক টানতে রাজ্যে পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনা ও আন্তর্জাতিক মানের খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত তৈরি হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী। রাশিয়া, আমেরিকা, ইতালি, ব্রিটেন— এই সব দেশ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় পর্যটক এসেছেন বলেও জানান ইন্দ্রনীল সেন।

পর্যটন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগের প্রশংসাও করেন মন্ত্রী। বলেন, ২০১১ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতা অনেকটাই কেটেছে। ফলে, আগের তুলনায় অনেক বেশি পর্যটক এখন ওই এলাকায় যাচ্ছেন। মন্ত্রী আরও জানান, ২০২৪ সালের ২২ এপ্রিল নতুন একটি পর্যটন কেন্দ্র চালু হয়েছে। ওই কেন্দ্রে ৮৭ শতাংশ আসন সর্বক্ষণ পূর্ণ থাকে বলেই দাবি তাঁর। পাশাপাশি, স্থানীয় পর্যটন উদ্যোগপতিদের ১০০ শতাংশ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে বলেও বিধানসভায় জানিয়েছেন ইন্দ্রনীল সেন। রাজ্যে পর্যটন গাইড তৈরির ক্ষেত্রেও সাফল্যের কথা তুলে ধরেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, ২০২১ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ১,০২২ জন সার্টিফায়েড ট্যুরিস্ট গাইড তৈরি হয়েছে। এটি দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। পর্যটন শিল্পে নতুন কর্মসংস্থানের পথ খুলছে বলেও আশাবাদী মন্ত্রী।

অগ্নিকাণ্ড নিয়ে প্রোমোটিংয়ের অভিযোগ খারিজ ফিরহাদের

প্রতিবেদন : খিদিরপুর বাজার-সহ সাম্প্রতিক একাধিক অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে প্রোমোটিংয়ের কোনও যোগ নেই বলে পরিষ্কার জানিয়ে দিল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার বিধানসভায় রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, বেশ কয়েকটি বড় অগ্নিকাণ্ডের জন্য মূলত অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং সচেতনতার অভাবই দায়ী। তিনি বলেন, কলকাতায় যেসব জায়গায় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে, সেখান থেকে এখনও পর্যন্ত কোথাও এই অভিযোগ আসেনি যে পরে সেখানে প্রোমোটিং হয়েছে। বরং ওইসব ক্ষেত্রে আমাদের সরকারকে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। মন্ত্রী আরও জানান, অগ্নিকাণ্ডে রাজ্য সরকার উদ্বিগ্ন। তাই অগ্নিকাণ্ড রুখতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে তাঁর নেতৃত্বে। এই কমিটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোটোকল বা এসওপি তৈরি করবে, যা প্রতিটি পুরসভা ও দমকল দফতরের জন্য বাধ্যতামূলক করা হবে। অন্যদিকে বিধানসভার উল্লেখ পর্বে এই বিষয় নিয়েই তীব্র সমালোচনা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত শহরে ১২টি বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। অথচ রাজ্যের অগ্নিনির্বাপণ পরিকাঠামো তা সামাল দেওয়ার মতো নয়। শুভেন্দুর দাবি, রাজ্যে মাত্র ১৩০টি দমকল কেন্দ্র রয়েছে, কলকাতায় রয়েছে মাত্র ১৮টি—যেখানে কমপক্ষে ২০০০টি কেন্দ্র থাকা উচিত। তিনি আরও বলেন, গত আর্থিক বছরে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ গেছে অন্তত ১৫০ জনের। বহুক্ষেত্রে আগুন লাগানোর পেছনে প্রোমোটার স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। রাজ্যে যেখানে প্যাড়া ও গজা বিতরণে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হচ্ছে, সেখানে দমকল ব্যবস্থার উন্নতিতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে না—এই অভিযোগ তুলে অবিলম্বে এসওপি প্রণয়নের দাবি জানান বিরোধী দলনেতা।

অবন ঠাকুরের বাড়ি ভাঙা নিয়ে ইন্দ্রনীল 'হওয়া উচিত ছিল না'

প্রতিবেদন : শান্তিনিকেতনে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত বাড়ি 'আবাস' ভেঙে ফেলার ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানালেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় তিনি বলেন, সরকার মনীষীদের স্মৃতি বিজড়িত জায়গাগুলি সংরক্ষণে সজাগ থাকে। এটা হওয়া উচিত ছিল না। মন্ত্রী জানান, ব্যক্তিমালিকানার জটিলতার কারণে সরকার কিছু করতে পারেনি। তবে তিনি আশ্বাস দেন, যদি বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী বা সরকারের নজরে আগে আসত, উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হত। জানা গেছে, অবনীন্দ্রনাথের ছেলে অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর নির্মিত শান্তিনিকেতনের বাড়িটি, যেখানে অবনীন্দ্রনাথ থেকেছিলেন, তা ২০২৩ সালের এপ্রিলে হাতবদল হয়। নতুন মালিক ভাঙার কাজ শুরু করতেই স্থানীয়দের প্রবল আপত্তি এবং পুরসভার নোটিশ সত্ত্বেও শেষরক্ষা হয়নি। তবে সরকারের দাবি, ভবিষ্যতে মনীষীদের স্মৃতি রক্ষায় আরও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

প্রয়াত প্রফুল্ল রায়, শোক মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : প্রয়াত কিংবদন্তি কথাসাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়। বর্ষণমুখর এক আষাঢ়ের দুপুরেই থামল 'কেয়াপাতার নৌকো'র স্রষ্টার কলম। বৃহস্পতিবার দুপুর তিনটে নাগাদ কলকাতার এক বেসিরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। প্রবাদপ্রতিম কথাসাহিত্যিকের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, বর্ষীয়ান কথাসাহিত্যিক প্রফুল্ল

রায়ের মৃত্যুতে আমি গভীর শোক জ্ঞাপন করছি। প্রফুল্ল রায় জন্মেছিলেন পূর্ববঙ্গে এবং পরবর্তীকালে তাঁর নানা বিখ্যাত গ্রন্থে উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রণা ফুটে উঠেছিল। 'কেয়াপাতার নৌকো' তাঁর কালজয়ী উপন্যাস। নানাসময়ে একাধিক সংবাদপত্র-পত্রিকা গোষ্ঠীর সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন এবং বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় স্থায়ী জায়গা পেয়েছেন। ২০১২ সালে আমরা তাঁকে একটি বিশেষ পুরস্কার দিতে পেরেছিলাম। আমি তাঁর পরিবার ও অগণিত পাঠকের প্রতি আমার সমবেদনা নিবেদন করছি। প্রসঙ্গত, ১৯৩৪ সালে বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। তবে ১৯৫০ সালে ভারতে চলে আসেন তিনি। বাংলা সাহিত্য জগতে তাঁর অবদান তুলনাহীন। তাঁর লেখায় মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবন এবং মাটির গন্ধ পাওয়া যেত। বিহারের জনজীবনের উপর ১৩টি উপন্যাস ও ২০টি গল্প লিখেছিলেন সাহিত্যিক প্রফুল্ল রায়। উপন্যাস এবং ছোটগল্প মিলিয়ে প্রায় দেড় শতাধিক বই লিখেছেন তিনি।

দ্বিতীয় দিনে পোর্টালে ৬১,১৫৫ জন ছাত্রছাত্রীর নাম নথিভুক্ত

প্রতিবেদন : ইতিমধ্যেই শুরু স্নাতকস্তরে অনলাইন ভর্তির প্রক্রিয়া। ভর্তি প্রক্রিয়া শুরুর দ্বিতীয় দিনে সন্ধে ৬টা অবধি ৬১,১৫৫ জন ছাত্রছাত্রী নিজেদের নথিভুক্ত করে মোট ২,৮৫,৪৯৭টি আবেদন করেছেন। মোট নথিভুক্ত বা রেজিস্টার্ড এই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৩৭৪ জন ভিনরাজ্যের বাসিন্দা। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এক্স হ্যান্ডেলে এই তথ্য জানান। বুধবার সন্ধে ৬টা অবধি উচ্চশিক্ষা বিভাগের সেন্ট্রালাইজড অনলাইন পোর্টালে এই সংখ্যা ছিল ২৮,৪৪৩ জন। আবেদন করার শেষ দিন ১ জুলাই পর্যন্ত। ১ অগাস্ট থেকে শুরু হবে নতুন ক্লাস। এদিকে নতুন ক্লাস চলার পাশাপাশি চলতে থাকবে দ্বিতীয় পর্যায়ের ভর্তির প্রক্রিয়া। ২ থেকে ১১ তারিখ পর্যন্ত প্রথম ভাগে সুযোগ পাননি এমন পড়ুয়ারা আবেদন করতে পারবেন।

■ দ্রুত ও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে উদ্যোগ নিলেন বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার রাজারহাট বিষ্ণুপুরের ২ নং পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের জন্য দিলেন অ্যাম্বুল্যান্স। পরিষেবার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। ছিলেন বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়। বিধায়কের এলাকার পাঁচটি পঞ্চায়েতের মধ্যে চারটিতে আগেই অ্যাম্বুল্যান্স দিয়েছেন বিধায়ক।

এখনও সক্রিয় সেবাশ্রয়, মেটিয়াবুরুজে ২৫০ মানুষকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান

প্রতিবেদন : ডায়মন্ড হারবারের মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে শুরু হয়েছিল 'সেবাশ্রয়'। প্রায় দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে ডায়মন্ড হারবারের ৭টি বিধানসভা এলাকার লক্ষাধিক মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ায় এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ এই 'সেবাশ্রয়'। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গত জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে 'সেবাশ্রয়'-এর মাধ্যমে ডায়মন্ড হারবারের কয়েকলক্ষ মানুষ বিনামূল্যে বিভিন্নরকম চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। তবে এই দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপের সমাপ্তি ঘটলেও এখনও সেবাশ্রয়ের প্রভাব রয়েছে গোটা ডায়মন্ড হারবার জুড়ে। বৃহস্পতিবার মেটিয়াবুরুজে ২৫০ মানুষকে

বিনামূল্যে চশমা তুলে দেওয়া হল সেই সেবাশ্রয়ের মাধ্যমেই। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে সেই খবর জানিয়ে বলা হয়েছে, যতদিন মানুষের চাহিদা ও জীবনরক্ষার প্রয়োজন থাকবে, ততদিন সেবাশ্রয় মানুষের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলবে।

'কেশরী চ্যাপ্টার ২' সিনেমায় বাংলার বীর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অপমান। শহিদ ক্ষুদিরাম বসু, বারীন ঘোষ, প্রফুল্ল চাকীদের নাম বদল করে তথ্য বিকৃতি। প্রতিবাদে নন্দন সংলগ্ন রানুছায়া মঞ্চের সামনে সাংগঠনিক সম্পাদক কৌশিক মাইতির নেতৃত্বে বিক্ষোভে বাংলা পক্ষ। বৃহস্পতিবার।

বিয়ের ছ'মাসের মাথায় শ্বশুরবাড়িতেই গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। হাওড়ার গোলাবাড়ির ঘটনা

কুলতলির সমবায় সমিতিতে সবুজ ঝড়

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল

■ জয়ের পর সেলিব্রেশন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের। বৃহস্পতিবার।

প্রতিবেদন : বিধানসভা নির্বাচনের আগেই একের পর এক সমবায় সমিতিতে জয় পাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। এবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সবুজ ঝড় কুলতলি বিধানসভা এলাকার উত্তর বাইশহাটা সমবায় সমিতিতে। ফলে ৭ দশক ধরে ক্ষমতা দখল করে থাকা এসইউসিআই-এর থেকে পরিচালনের দায়িত্বে এল তৃণমূল।

নির্বাচন পর্বে মনোনয়ন জমা করার শেষ দিন ছিল বৃহস্পতিবার। কোনওরকম গন্ডগোল এড়াতে এদিন বকুলতলা থানার ওসি প্রদীপ রায়ের নেতৃত্বে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। শেষ দিনে বিরোধীরা কোনও প্রার্থী না দেওয়ায় ৬টি আসনের উত্তর বাইশহাটা সমবায় সমিতি নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক দেবরাজ নস্কর তৃণমূলের প্রার্থীদের বিজয়ী ঘোষণা করেন। এরপর সবুজ আবির মেখে উৎসবে মেতে উঠেন কর্মী-সমর্থকরা। উপস্থিত ছিলেন বাইশহাটা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নূর হোসেন গাজি, জেলা পরিষদ সদস্য শ্যামপদ নস্কর, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হারমনি নস্কর, শাহাদাত শেখ প্রমুখ। বিজয়ী প্রার্থীরা হলেন মমতাজ লস্কর, আয়েশা মিস্ত্রি, দুলাল ভুঁইয়া, সোলেমান মোল্লা, মোশারফ মোল্লা ও সাহালম গায়েন। জয়ী সদস্যদের এদিন শুভেচ্ছা জানান কুলতলি বিধানসভার বিধায়ক গণেশচন্দ্র মণ্ডল। বিধায়ক বলেন, সমবায়ের জন্মলগ্ন থেকে দখল করে বসেছিল এসইউসিআই। সাধারণ মানুষের উন্নয়নে এরা কোনও কাজ করেনি। তাই আর নির্বাচনে লড়তে সাহস পায়নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার দিকে দিকে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত। এলাকা মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে রয়েছেন। যা বুঝতে পেরে কোনও প্রার্থী খাড়া করতে পারেনি বিরোধীরা।

ইরানে আটকে দেগঙ্গার ১১ বাসিন্দা ফেরাতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পরিবার

■ সাহেব আলি গায়েন ও মুসলিমা বিবি।

সংবাদদাতা, দেগঙ্গা: ইরানে গিয়ে আটকে পড়েছেন দেগঙ্গার মোট ১১ জন বাসিন্দা। উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে পরিবারের। অবশেষে সাহায্য চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হলেন চিন্তিত পরিবার। ধর্মীয়স্থানে ভ্রমণে গিয়ে আটকে ৫ জন ও পড়াশুনা করতে গিয়ে আটকে ৬ জন। ওই পরিবারের আকুতি ইরানে আটকে থাকাদের ফিরিয়ে আনার।

উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গার চৌরাশি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢালিপাড়া থেকে তিনটি পরিবারে ৫ সদস্য সহ মোট ১১ জন গিয়েছেন ইরানের পড়াশুনা ও ধর্মীয়স্থান জিয়ারাত দর্শনে। কিন্তু হঠাৎ করেই ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধ পরিস্থিতিতে তাঁরা আটকে পড়েছেন। সঠিকভাবে মিলছে না জল, খাবার। শুধু তাই নয়, সেখানকার পরিস্থিতি যে ক্রমশই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে তা টিভিতে চাক্ষুষ করেছেন পরিবারের সদস্যরা। গত ১৭ তারিখ থেকে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ইন্টারনেট পরিষেবাও বিচ্ছিন্ন। ফলে, চূড়ান্ত দুশ্চিন্তায় ভুগছে ঢালিপাড়ার এই পরিবারগুলি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঢালিপাড়ার গফুর আলি গায়েন ও তাঁর স্ত্রী সুকরান বিবি, সাহিদ আলি গায়েন ও তাঁর স্ত্রী মুসলিমা বিবি এবং পড়শি আক্রাম হোসেনরা গত ৩০ মে প্লেনে চড়ে গিয়েছিলেন ইরানে। ফেরার কথা ছিল ১৮ জুন। কিন্তু, হঠাৎ করেই সপ্তাহখানেক আগে শুরু হওয়া যুদ্ধ পরিস্থিতির দরুন দুর্বিপাকে পড়ে গিয়েছেন তিনটি পরিবারের ৫ সদস্য সহ ১১ জন। জল থেকে শুরু করে খাবার, সব কিছুরই চূড়ান্ত সংকট তৈরি হয়েছে বলেই জানতে পেরেছেন পরিবারের সদস্যরা। মুহূর্তে মুহূর্তে বিস্ফোরণের আওয়াজ কার্যত দিশাহীন করে দিয়েছে প্রত্যেককেই। তাই, বাড়ি ফেরা কবে হবে তা এখনও অজানা প্রত্যেকের কাছে। আক্রাম তাঁর দুই সন্তানকে বাড়িতে রেখে ইরানে গিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী সালমা বিবি কার্যত দিশেহারা হয়ে বলেন, কিছুই চাই না আমি। আমার একটাই আকুতি, রাজ্য সরকার স্বামীকে সুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা করুক। অন্যদিকে শাহিদ আলির ছেলে হোসেন মেহেদি হতাশার সুরে বলেন, বাবা-মা সহ পড়শি মোট পাঁচজন গিয়েছেন ইরানের ধর্মীয় স্থানে। কিন্তু এখন এই অবস্থা। যোগাযোগও করতে পারছি না। আমরা রাজ্য এবং কেন্দ্র দুই সরকারের কাছে বিষয়টি জানিয়েছি। একটাই আবেদন আমাদের এলাকার ১১ জনকেই সুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফিরিয়ে আনা হোক।

যাত্রীবোঝাই বাসে ধাক্কা লরির, মৃত ৫

সংবাদদাতা, হাওড়া: যাত্রীবোঝাই বাসে ধাক্কা বেপরোয়া গতিতে আসা লরির। ঘটনাস্থলেই মৃত ৪। বৃহস্পতিবার সাতসকালে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার বাগনানের লাইব্রেরি মোড়ে মুম্বই রোডে। পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১ হবু ইঞ্জিনিয়ার-সহ ৪ জনের। গুরুতর জখম আরও ২৮ জন। পুলিশ জানায়, মৃতেরা হলেন শ্যামপুরের বাছড়ির বাসিন্দা পূর্ণেন্দু ভৌমিক (৩০), বাগনানের খালোড়ের বাসিন্দা কুণাল বসু (৩৬), বাগনানের হাসিবুর রহমান (৩৮) ও পানিত্রাসের বাসিন্দা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া প্রীতম মাঝি (২২)। সকালে বাগনান থেকে শ্যামবাজারগামী একটি বেসরকারি বাসকে লাইব্রেরি মোড়ে জাতীয় সড়কে ওঠার সময়েই কোলাঘাটগামী পাথর-বোঝাই একটি লরি বেপরোয়া গতিতে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার জেরে বিকট শব্দে উল্টে যায় যাত্রী বোঝাই বাসটি।

বেহাল পরিষেবা, রানওয়ে থেকেই ফিরল বিমান

প্রতিবেদন : আমেদাবাদের ঘটনার আতঙ্ক এখনও টাটকা। এরমধ্যেই পরপর বিমানের ত্রুটির খবর সামনে আসছে। এবার কলকাতায় ইন্ডিগো বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি, বাতিল হল ফ্লাইট! বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ৫২ মিনিটে আগরতলাগামী ইন্ডিগো বিমান রানওয়েতে পৌঁছতেই যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে। উড়ান বাতিল করা হয়। ফ্লাইটে ১৬৬ জন যাত্রী ছিলেন। গত ২৪ ঘণ্টায় এই নিয়ে তিনটি ইন্ডিগো বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ায় সমস্যায় পড়লেন যাত্রীরা। ক্ষুব্ধ যাত্রীরা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, মোদির জমানায় ট্রেন, প্লেনে সফর মানেই আতঙ্কের। উল্লেখ্য, এদিনই মাঝ-আকাশে যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে ১৮২ জন যাত্রী নিয়ে দিল্লি থেকে লে-র উদ্দেশে রওনা দেওয়া বিমানের জরুরি অবতরণ করা হয় রাজধানীতে। তার আগে বুধবার সন্ধ্যায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় ইন্ডিগোর একটি বিমান।

মহাপ্রসাদ তুলে দিলেন চন্দ্রিমা

সংবাদদাতা, নববারাকপুর: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবস্থাপনায় দুয়ারে রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে পুরসভার তত্ত্বাবধানে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাবে দিঘার জগন্নাথধামের মহাপ্রসাদ। সেই মতোই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নববারাকপুরে কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহের সামনে জগন্নাথধামের মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হল। এই কর্মসূচি হল মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের তদারকিতে। এদিন মহাপ্রসাদ বিতরণ করার পাশাপাশি চলল জগন্নাথদেবের নামসংকীর্তন। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরামের বিগ্রহে মাল্যদান করে এলাকাবাসীর হাতে জগন্নাথধামের ছবি-সহ ক্ষীরের গজা এবং প্যাড়া সন্দেশের প্যাকেট তুলে দেন। মন্ত্রী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশিত পথে দুয়ারে রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেছেন তারই অঙ্গ হিসেবে নববারাকপুর পুরসভার নাগরিকদের জগন্নাথধামের মহাপ্রসাদ বিতরণ শুরু হল। এই কর্মসূচি চলবে টানা এগারো দিন। মন্ত্রীর সাফ কথা, মহাপ্রসাদ নিয়ে যারা বিভ্রান্ত তৈরি করার চেষ্টা করে মানুষ তাদের বিভ্রান্তিমূলক কথার প্রশ্রয় দেয় না। আমরা সবাই ঈশ্বরের পূজারি। প্রভু জগন্নাথ সবার। সর্ব ধর্মের মানুষ দিঘার জগন্নাথধাম দর্শন করছে যাচ্ছেন। এমন একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত করে ইতিহাস তৈরি করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্ব ধর্মের মানুষের পুণ্য অর্জনের জন্য। ঈশ্বর সবার প্রতি সদয় থাকবেন। সারা পৃথিবীর মানুষ ভাল থাকুক, এই প্রার্থনা করি জগন্নাথদেবের কাছে। উপস্থিত ছিলেন পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, রেশনিং অফিসার নবীন মণ্ডল, দেবপ্রসাদ রাহা, আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য-সহ বিশিষ্টরা।

নিম্নচাপ ও বর্ষার জেরে কমল গরম

প্রতিবেদন : রাজ্যে ইতিমধ্যেই প্রবেশ করেছে বর্ষা। এরসঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছে নিম্নচাপ। এই জোড়াফলায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে রাজ্য জুড়ে। ফলে একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে তাপমাত্রা। এদিকে টানা বৃষ্টির জেরে পাহাড়ে ধস নেমেছে। ব্যাহত হয়েছে কালিম্পং-সিকিম যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন। জাতীয় সড়ক ১০-এর একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে। পাহাড় থেকে লাগাতার নেমে আসছে বড় বড় পাথর ও বোল্ডার। যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। শুক্রবারও পাহাড়ে ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। তবে আগামী দুদিন বৃষ্টির দাপট খানিকটা কমবে। কিন্তু তারপর ফের শুরু হবে ঝেঁপে বৃষ্টি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭.৬ কিলোমিটার উঁচুতে রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। আগামী ২৪ ঘণ্টায় এটি আরও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে। এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টি হতে পারে। রবিবার আবার বীরভূম, মুর্শিদাবাদের মতো জেলায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বিক্ষিপ্ত ভাবে মাঝারি বৃষ্টি এবং ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে।

হাতে-কলমে সাংবাদিকতা শেখার ইন্টার্নশিপ

প্রতিবেদন : পড়ুয়াদের হাতে-কলমে সাংবাদিকতার বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োগ শেখাতে উইমেন্স কলেজ ক্যালকাটার বিশেষ উদ্যোগ। সম্প্রতি কলেজের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের (স্নাতকোত্তর) তরফে আয়োজন করা হয়েছিল এক সামার ইন্টার্নশিপের। ১৫ দিনব্যাপী এই ইন্টার্নশিপে যোগ দেয় মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র কলেজ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ফর গার্লস এবং উইমেন্স কলেজ ক্যালকাটার ছাত্রীরা। কলেজের অধ্যক্ষা ড. অনুপমা চৌধুরী ও কোর্স কো-অর্ডিনেটর ড. বিশ্বজিৎ দাসের তত্ত্বাবধানে এই ইন্টার্নশিপে সাংবাদিকতা জগতের বিভিন্ন গুণী ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে আসে পড়ুয়ারা। ইন্টার্নশিপের একেকদিন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সপ্তর্ষি সোম, ড. ঋতব্রত ভট্টাচার্য, অভিজিৎ ঘোষ, প্রীতিকণা পাল, রুমেলা চক্রবর্তী, সহেলী দত্ত, অমল সরকার, ভাস্করপ্রতিম মৈত্র, দেবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো গুণী ব্যক্তিত্বরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফুলবাড়ির তিস্তা ক্যানেলের জলে মাছ ধরতে নেমে পলি মাটির কাদায় আটকে পড়ল এক যুবক। বৃহস্পতিবার এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর লেখা পর্যন্ত চলে উদ্ধারকাজ

নির্দিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে মালবাজারের বাসিন্দাদের প্রসাদ বিতরণ

■ প্রসাদ দিচ্ছেন মাল পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদ।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: দিঘার জগন্নাথদেবের প্রসাদ রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণামতো ইতিমধ্যেই উত্তর-দক্ষিণের একাধিক জেলার মানুষ পেয়েছেন দিঘার জগন্নাথদেবের প্রসাদ। কোচবিহারের তুফানগঞ্জ, আলিপুরদুয়ারের পর বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির মালবাজারে বিডিও অফিস প্রাঙ্গণে নির্দিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে স্থানীয়দের হাতে দেওয়া হল প্রসাদ। মুখ্যমন্ত্রীর এমন উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বাসিন্দারা। এদিন, মালবাজার বিডিও অফিস প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সরকারি আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি, পুরোহিত সমাজের প্রতিনিধিদের হাতে জগন্নাথধামের প্রসাদ তুলে দিয়ে এই প্রকল্পের সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন মালের বিডিও রশ্মিদীপ্ত বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রমীলা মাতব্বর, সহসভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদ, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ পিটার মিনজ ও কর্মাধ্যক্ষ আরমান আরসাদ। বিডিও রশ্মিদীপ্ত বিশ্বাস জানান, শুক্রবার থেকেই রেশন দোকানের মাধ্যমে সারা রাজ্যে প্রসাদ বিতরণ শুরু হবে। সহসভাপতি সুশীলকুমার প্রসাদ বলেন, এই মানবিক ও ধর্মীয় প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে রাজ্য সরকার দেখিয়ে দিল, উন্নয়ন ও ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সম্মিলনই প্রকৃত প্রশাসনিক দায়িত্ববোধ। মালবাজার ছাড়াও একইসঙ্গে মেটেলি ও নাগরাকাটা ব্লকে জগন্নাথধামের প্রসাদ বিতরণ শুরু হয়েছে।

তৃণমূলে যোগদান

■ বাম শিবিরে ভাঙন। ৩০টি পরিবার সিপিএম ছেড়ে যোগ দিল তৃণমূলে। কোচবিহারের সুটকাবাড়িতে। জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। ছিলেন ১-এ ব্লকের তৃণমূল সভাপতি কালিশঙ্কর রায়-সহ নেতৃত্ব। তৃণমূল কংগ্রেস জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক জানান, বিরোধী বিভিন্ন দল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান চলবে।

অসম থেকে ধৃত

■ ময়নাগুড়ির খুনকাণ্ডে গ্রেফতার হল দ্বিতীয় সন্দেহভাজন অর্থাৎ প্রথমে ধৃতর স্বামী। দ্বিতীয়জনকেও অসম থেকে গ্রেফতার করা হয়। সম্প্রতি ময়নাগুড়ির ব্রহ্মপুর এলাকায় ঘটে এক মর্মান্তিক খুনের ঘটনা। পেশায় কাঠমিস্ত্রি গৌতম রায়ের দেহ উদ্ধার হয় তাঁরই বন্ধু ও সহকর্মী পরিমল রায়ের বাড়ির উঠোন থেকে। ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিল পরিমল রায় ও তার স্ত্রী সঙ্গীতা রায়। জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ তদন্তে জানতে পারে তারা অসমে আত্মগোপন করেছে। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয় ধৃত পরিমলকে।

প্রশিক্ষণ শিবির

■ রাজ্যের উদ্যোগে কৃষকদের নিয়ে হল বিশেষ শিবির। বৃহস্পতিবার ইসলামপুরে। উদ্যানজাত ফসলের চাষ বিষয়ক এই শিবিরে ৫০ জন মহিলা স্বনির্ভর দলের সদস্য তথা কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ডালখোলা পুরসভায়। উপস্থিত ছিলেন পুর চেয়ারম্যান স্বদেশচন্দ্র সরকার, ইসলামপুর মহকুমা উদ্যান পালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের আধিকারিক অনিক মজুমদার প্রমুখ।

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তর, ধসে বিচ্ছিন্ন সিকিম

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরের পাহাড় থেকে সমতল। পাহাড়ে ধস, উল্টে গেল ট্রাক। পশ্চিমবঙ্গ-সিকিম সড়ক যোগাযোগ ব্যাহত। রাতভর টানা ভারী বৃষ্টিতে সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের দুটি জায়গায় ধস নেমেছে। মূলত মল্লি ও লিখু ভির সংলগ্ন এলাকায় সক্রিয় ধসের কারণে রাস্তার ওপর বড় পাথর ও মাটি পড়ে গাড়ি চলাচল ব্যাহত হয়। একটি ট্রাক ধসের কবলে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ কার্যত স্তব্ধ। নামচি-জোরথাং রোডেও ধসের জেরে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে পড়েছে যান চলাচল। এনএইচ-১০-এ ভ্রমণকারীদের প্রতি প্রশাসনের পক্ষ থেকে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পথচারী ও চালকদের উদ্দেশে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, লিখু ভির ও মল্লি সংলগ্ন এলাকায় পাথর ও ধস পড়ার ঘটনা ক্রমাগত ঘটছে। কালিম্পং সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, পাহাড়ে অতিবৃষ্টি এবং উত্তরবঙ্গের অতিবৃষ্টির কারণে মেল্লি চেক পোস্ট এবং কিরনির কাছে একাধিক জায়গায় তীব্র ধসে রাস্তাটি ক্ষতিগ্রস্ত। এদিকে, বুধবার গভীর রাতে হাসমিচক সংলগ্ন হিলকার্ট রোডে একটি বিশাল পুরনো বটগাছ ভেঙে পড়ে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পুরনিগমের কর্মীরা গাছ সরানোর কাজ শুরু করেছেন। ধাপে ধাপে গাছের ডাল ও গুঁড়ি কেটে রাস্তা পরিষ্কার করে যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।

■ ধসে ব্যাহত যান চলাচল। আটকে পণ্যবাহী ট্রাক। (ডানদিকে) হিলকার্ট রোডে পড়ে গিয়েছে গাছ।

দেরিতে ছেড়ে ত্রুটির কারণে আরও দাঁড়িয়ে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস

ভোগান্তির রেলযাত্রা! বিকল ইঞ্জিন, ক্ষুব্ধ যাত্রীরা

সংবাদদাতা, কোচবিহার: রেল যাত্রা মানেই ভোগান্তি। দুর্ঘটনা, যান্ত্রিক ত্রুটি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা। কিছুই বাদ থাকছে না। সমস্যায় পড়ছেন যাত্রীরা। বৃহস্পতিবার শিয়ালদহ থেকে বামনহাট যাওয়ার পথে বিকল উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন। চার ঘণ্টারও বেশি সময় কোচবিহারের ওকরাবাড়ি এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকল ট্রেন। এমনিতেই চারঘণ্টা দেরিতে চলছিল ট্রেন, তারপর এই বিপত্তি। শিয়ালদহ থেকে বামনহাটের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে দিনহাটা স্টেশন ছাড়া আর কিছুক্ষণ পরেই ওকরাবাড়ি এলাকায় আচমকাই বিকল হয়ে যায় উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের ইলেকট্রিক ইঞ্জিন। এরপরেই ইঞ্জিনের দায়িত্বে থাকা চালকরা এবং ট্রেনের অন্যান্য আধিকারিক ইঞ্জিন সারাইয়ের কাজ শুরু করে দেন। সেখানে প্রায় ঘণ্টা চারেক বেশি সময় অপেক্ষা করার পর অবশেষে সেই ইঞ্জিন ঠিক হয়। এই ঘটনায় রেলের উদাসীনতার প্রসঙ্গ তুলে ক্ষোভ উগরে দেন যাত্রীরা।

■ লাইনের মধ্যে প্রায় চার ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ট্রেন।

দায়িত্বভার গ্রহণ

■ দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন মালদহ জেলা পরিষদের নবনিযুক্ত মেন্টর সাবিত্রী মিত্র ও কো-মেন্টর চৈতালি ঘোষ সরকার। বৃহস্পতিবার তাঁদের মালদহ জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনাও জানানো হয়। সংবর্ধনা জানান মালদহ জেলা পরিষদের সভাধিপতি, সহসভাধিপতি-সহ জেলা পরিষদের অন্য সদস্যরা। ছিলেন মালদহ জেলা পরিষদের অতিরিক্ত জেলাশাসক শেখ আনসার আহমেদ প্রমুখ।

১০০ রকম আমের সম্ভারে মালদহে সৃষ্টিশ্রী মেলা

সংবাদদাতা, মালদহ : প্রায় ১০০ রকমের আম সাজানো রয়েছে থরে থরে। দেখতে ভিড় করছেন বহু মানুষ। শুধু চোখে দেখা নয়, ব্যাগ ভর্তি করে আম কিনে নিয়ে যাচ্ছেন অনেকে। স্বাদের, গন্ধের বিচারে আবার প্রথম, দ্বিতীয় হচ্ছে বিভিন্ন আম। ঘোর বর্ষায় আমের জেলা মালদহে শুরু হল সৃষ্টিশ্রী আম মেলা। প্রদীপ প্রজ্বলন ও আমগাছের চারায় জল দিয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় সৃষ্টিশ্রী আম মেলার। মালদহ কলেজ মাঠে এই আম মেলা বসেছে। মালদহ জেলা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন দফতর এবং গ্রাম উন্নয়ন দফতরের যৌথ উদ্যোগে আম মেলা অনুষ্ঠিত হয়। চলবে ১৯ থেকে ২২ জুন পর্যন্ত। মেলায় শতাধিক প্রজাতির আমের সম্ভার নিয়ে প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় মালদহ জেলা সহ রাজ্যের অন্যান্য জেলার আমচাষিরা। পাশাপাশি আম প্রদর্শনীর পাশাপাশি আম দিয়ে তৈরি বিভিন্ন মিষ্টান্ন বিক্রি হয় আম মেলায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলাশাসক নীতিন সিঙ্ঘানিয়া, লিপিকা বর্মন ঘোষ, সাবিত্রী মিত্র, কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরি প্রমুখ। মালদহ জেলাশাসক নীতিন সিঙ্ঘানিয়া জানান, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন এবং পঞ্চায়েত দফতরের যৌথ উদ্যোগে সৃষ্টিশ্রী আম মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় শতাধিক প্রজাতির আমের সম্ভার রয়েছে। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কৃত করা হবে।

■ মেলা ঘুরে দেখছেন নীতিন সিঙ্ঘানিয়া।

এটিএম লুট

■ ময়নাগুড়ির পর এবার শিলিগুড়ি। এটিএম মেশিন ভেঙে টাকা লুট করে পালাল দুষ্কৃতীরা। খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়। তবে প্রধাননগর থানার পুলিশ জানিয়েছে এলাকার বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
20 June, 2025 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

পেটবিন্দি গ্রাম পঞ্চায়েতে কাজ দেখে খুশি রাজ্য পরিদর্শক দল

পঞ্চম অর্থ কমিশনের টাকায় উন্নয়ন

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : পঞ্চম অর্থ কমিশনের বরাদ্দ অর্থ ঠিকভাবে ব্যবহার করে গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতে রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামীণ উন্নয়ন দফতরের অধীন প্রতিষ্ঠানিক সশক্তীকরণ প্রজেক্টের এক পরিদর্শক দল বৃহস্পতিবার গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের পেটবিন্দি গ্রামপঞ্চায়েতে এলাকায় আসেন। দলে রাজ্য পঞ্চায়েত দফতরের কমিউনিকেশন ম্যানেজার সুতঙ্গনা বসু ছাড়াও জেলাস্তরের চার প্রতিনিধি ছিলেন। জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েতের তরফে পঞ্চম অর্থ কমিশনের বরাদ্দ ৭ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি হাটশেড এবং দশ লক্ষ টাকায় একটি ম্যারেজ হল নির্মাণ করা হয়েছে। এদিন দলটি নির্মাণস্থল ঘুরে কাজের গুণমান, পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মাণ হয়েছে কিনা এবং বরাদ্দ অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি এলাকার মানুষ এগুলি থেকে কতটা উপকৃত হচ্ছেন, তাও জানতে চাওয়া হয় তাঁদের কাছ থেকে। গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান শঙ্কর দে বলেন, আমরা পঞ্চম অর্থ কমিশনের টাকায় গ্রামীণ জনজীবনে উপযোগী এমন কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছি। পরিদর্শক দলটি ম্যারেজ হল ও হাটশেডের কাজ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। গ্রামের মানুষ এখন বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান বা বাজার বসানোয় এই নির্মাণগুলি ব্যবহার করতে পারছেন। তাঁদের মতে, এই প্রকল্পগুলি বাস্তবিকই পঞ্চায়েতের কার্যকর ভূমিকার প্রমাণ। রাজ্য দফতরের পরিদর্শন কাজের স্বীকৃতি বলেই মনে করা হচ্ছে। পঞ্চম অর্থ কমিশনের বরাদ্দ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হলে কীভাবে গ্রামীণ পরিকাঠামো শক্তিশালী করা যায়, তার দৃষ্টান্ত এই গ্রামপঞ্চায়েত।

পঞ্চায়েত অফিসের সামনে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদল। বৃহস্পতিবার।

জলের তোড়ে ভেসে গেল অস্থায়ী সেতু

সংবাদদাতা, আসানসোল : জলের তোড়ে ভেসে গেল দামোদরের ওপর বাঁশের সেতু। বৃষ্টিবিহীন দামোদরের ওপর জলের স্রোত কোথা থেকে এল, তা নিয়ে ধন্ধ রয়েছে। অনুমান ডিভিসির ছাড়া জলেই অস্থায়ী সেতুর এই অবস্থা। তবে জলছাড়ার বিষয়ে ডিভিসি কিছু জানায়নি। সোমবার সকালে দেখা যায় বার্নপুরে দামোদর নদের ওপর ওই বাঁশের সেতুটি নেই। বাঁকুড়া এবং আসানসোলের সংযোগকারী দামোদরের ওপর অস্থায়ী সেতু অন্যতম ভরসা দুপ্রান্তের মানুষের। সেতু ভেঙে যাওয়ায় বিপাকে মানুষ। নিত্যদিন ওই সেতু পারাপার করে আসানসোল থেকে পুণ্যার্থী ও পর্যটকরা বাঁকুড়ার বিহারীনাথ পাহাড়ে যান। আবার ওই প্রান্ত থেকে সেতু পারাপার করে বার্নপুর ইস্কো কারখানায় কাজ করতে আসেন শ্রমিকরা। আসানসোলের বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন পড়ুয়ারা। শাকসবজি বিক্রেতা, ফেরিওয়ালাদের ভরসা ওই অস্থায়ী সেতু। বাঁকুড়ার শালতোড়া ব্লকের থেকে বাঁকুড়া সদর অনেক দূর। বরং ওই সেতু ব্যবহার করলে আসানসোল সদর কাছে। তাই ওই এলাকার মানুষের আসানসোল জেলা হাসপাতালও ভরসা। একইভাবে পুরুলিয়ার সাঁতুরি ব্লকের মানুষেরও ভরসা ওই সেতু। তারাও সহজে ও শর্টকাটের জন্য ওই সেতু ব্যবহার করেন।

কাস্টমস অফিসার পরিচয়ে টাকাভর্তি ব্যাগ হাতিয়ে চম্পট

সংবাদদাতা, বর্ধমান : কাস্টমস অফিসার পরিচয় দিয়ে টাকার ব্যাগ নিয়ে চম্পট দিল দুই দুষ্কৃতী। মোটরবাইকে করে এসে প্রায় ৮-১০ লক্ষ টাকা ভর্তি ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। বর্ধমান শহরের সিংদরজা এলাকার ঘটনা। সোনার দোকানের ব্যবসায়ী তাপস দাসের অভিযোগ, মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে জমি বিক্রি করে পাওয়া টাকা নিয়ে সোনা কিনতে আসছিলেন তিনি। সিংদরজা এলাকায় মোটরবাইকে করে এসে দুইজন তাঁর পথ আটকে টাকাভর্তি ব্যাগটি দেখতে চায়। ব্যাগ দেখাতে না চাইলে তারা কাস্টমস অফিসার পরিচয় দেয় এবং একটি আই কার্ডও দেখায়। এরপরই থানায় দেখা করতে বলে টাকা ভর্তি ব্যাগ নিয়ে চম্পট দেয় তারা। ব্যবসায়ীর অভিযোগের পরিপেক্ষিতে তদন্ত শুরু করেছে বর্ধমান থানার পুলিশ।

মুখে রাখা কইমাছ গলায় আটকে প্রাণ গেল যুবকের

এখানেই মাছ ধরতে গিয়ে বিপদ।

প্রতিবেদন : বৃষ্টি বাড়লে মাঠঘাট জলে ভেসে যায়। ভেসে আসে কই ও অন্য মাছ। আর সেই ভেসে আসা কইমাছ ধরতে গিয়ে অসতর্কে হামেশাই প্রাণ যায়। তারপরেই শিক্ষা হয় না। ফলে আবার প্রাণ গেল এক যুবকের, ডেবরায়। নাম দেবু সিং, বয়স আনুমানিক ৩৩। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের ৬ নম্বর জলিমান্দা অঞ্চলের বুড়াগেড়িয়া এলাকার ঘটনা। বুধবার সকাল থেকে টিপটিপ বৃষ্টি। তার মধ্যে দেবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন মাছ ধরতে। বর্ষার জলে খালি হাতেই জমা জলে প্রথমে একটি মাছ ধরেন। পরে আরও একটি মাছ ধরেন। তৃতীয় মাছটি ধরার সময় তিনি একটি মাছকে মুখে ধরে রাখেন, হাত খালি করতে। সেই সময় হঠাৎ মুখে রাখা মাছটি অসাবধানে ঢুকে যায় গলার ভিতরে। দম আটকে আসতে থাকে তাঁর। স্থানীয় মানুষজন দেখতে পেয়ে তাঁকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে যান মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। চিকিৎসকেরা শেষরক্ষা করতে পারেননি। সেখানেই মৃত ঘোষণা করা হয় দেবুকে।

জলের তোড়ে ভাঙল অস্থায়ী সেতু, দ্রুত বিকল্প ব্যবস্থা নিচ্ছে প্রশাসন

সংবাদদাতা, রায়না : জলের তোড়ে পূর্ব বর্ধমানের রায়নার দেবখালের উপরে নির্মিত অস্থায়ী সেতু ভেঙে বিচ্ছিন্ন বেশ কয়েকটি গ্রাম। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা

পরিদর্শনে যান বিডিও ও পঞ্চায়েতের সমিতির আধিকারিকরা। এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, মুগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের আনগুনায় দেবখালের উপরে সংযোগকারী অংশটি জলের তোড়ে ভেসে যায়। ওই এলাকায় পুরনো সেতু ভেঙে নতুন সেতু নির্মাণের কাজ চলছিল। সেজন্য বিকল্প পারাপারের ব্যবস্থা হিসাবে একটি অস্থায়ী সেতু করা হয়। গত দুদিনের বৃষ্টিতে প্রবল জলের তোড়ে তা পুরোপুরি ভেঙে পড়ে। ফলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বিস্তীর্ণ এলাকায়। এর ফলে গোটা এলাকায় প্রায় বারোটি গ্রাম পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন বলে দাবি স্থানীয়দের। ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে তাঁদের। মুগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিপ্লব গুহ জানান, দ্রুত সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা হবে। বিডিও অজয়কুমার দণ্ডপাট জানান, এই রাস্তার উপর একটি অস্থায়ী যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

টানা বৃষ্টি, ভেঙে পড়ল কাঁচা বাড়ি

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : দুদিন ধরে টানা বৃষ্টির ফলে বাঁকুড়া পুর এলাকার ১৭, ১৯, ৭ ও ৪ নং ওয়ার্ড এলাকায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল পাঁচটি কাঁচা বাড়ি। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বহু বাড়ি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুরসভার চেয়ারম্যান ও পুরকর্মীরা। গত দুদিনে জেলা জুড়ে বৃষ্টি হয়েছে ১৪৪ মিলিমিটার। ফলে জলমগ্ন বহু এলাকা। পুরসভা ও জেলা প্রশাসন নজরদারি চালাচ্ছে এলাকাগুলিতে। ভেঙে পড়া বাড়ির লোকজনকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁদের ত্রাণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

বৃষ্টির জলে রাস্তা ভেঙে বিচ্ছিন্ন চারটি গ্রাম, দ্রুত মেরামতি শুরু

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ব্লকের আইসবাড়ি, দমদমা, লোহারপাড়া সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের স্কুল-কলেজ ও হাসপাতালে যাওয়ার একমাত্র রাস্তার ওপর তৈরি হচ্ছে নতুন কংক্রিটের সেতু। বর্ষার আগে সেই সেতু কমপ্লিট করা যায়নি। সেতুর নিচ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল বিকল্প রাস্তা। গত কয়েকদিন নিম্নচাপের টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে এলাকা। জলের প্রবল স্রোতে অস্থায়ী রাস্তা ভেঙে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এই এলাকার মানুষের। রাস্তার ওপরে এককোমর জল। বিকল্প কোনও রাস্তা নেই। গ্রামে কোনও অ্যাম্বুল্যান্স থেকে কোনও গাড়ি ঢুকতে পারবে না। তাই চরম আতঙ্কে রয়েছেন এলাকার মানুষজন। এই পরিস্থিতিতে কোনও মুমূর্ষু রোগী হলে তাঁকে হাসপাতালে কীভাবে নিয়ে যাবেন, এটা ভেবেই রাতের ঘুম উড়েছে এলাকার মানুষের। তবে যাঁদের অতি প্রয়োজন রয়েছে, তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এককোমর জলে ভেঙেই রাস্তা পারাপার করছেন। খবর পেয়েই প্রশাসন বৃষ্টির ব্যাঘাত সত্ত্বেও দ্রুত রাস্তা মেরামতির কাজ শুরু করেছে।

পূর্ব বর্ধমান জেলায় মহাপ্রসাদের সাত লাখ প্যাকেট তৈরি হচ্ছে

সংবাদদাতা, বর্ধমান : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো আজ থেকেই পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছবে জগন্নাথধামের প্রসাদ। প্রথম পর্যায়ে প্রায় সাত লক্ষ প্রসাদের প্যাকেট রেডি করা হচ্ছে। প্রতিটি ব্লকেই প্রস্তুতি জোর কদমে। অন্য ব্লকের মতো জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাগৃহেও প্যাকেট করা হচ্ছে মহাপ্রসাদ। সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে নির্দিষ্ট খাদ্যবিধি মেনে চলছে কাজ। শুক্রবার জামালপুর পঞ্চায়েতের সেলিমাবাদ, হালারা, ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামে ৪ হাজার ৭৬ প্যাকেট রেশনের মাধ্যমে বিলি করা হবে। বিডিও অফিসের কর্মীরাই প্যাকেটে ভরছেন মহাপ্রসাদ। জামালপুর ব্লকে ৬ হাজার ৩৭৬ প্যাকেট মহাপ্রসাদ বিলি করা হবে ১০ দিনের মধ্যে।

শুক্রবার ৪ হাজার ৭৬ প্যাকেট মহাপ্রসাদ বিলি করা হবে। প্যাকেটে থাকছে মন্দিরের ছবি, একটি গজা ও একটি পেঁড়া। প্রসাদী ক্ষীর দিয়ে জামালপুরে গজা ও পেঁড়া তৈরি করা হচ্ছে।

মহাপ্রসাদ প্যাকেটজাত করার কাজ খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতিতে যান অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) অমিয়কুমার দাস, বিডিও পার্থসারথি দে, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহমুদ খান প্রমুখ।

মেহমুদ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে সকল পরিবারের হাতে পৌঁছে যাবে জগন্নাথধামের মহাপ্রসাদ। অমিয় বলেন, পূর্ব বর্ধমান জেলায় মোট সাত লক্ষ মহাপ্রসাদ প্যাকেটজাত করার প্রক্রিয়া চলছে। ২৭ জুনের মধ্যে তা বিলি করা হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নিখোঁজ ডায়েরি করার ৮ ঘণ্টার মধ্যে সিঙ্গা গ্রামের তিন নিখোঁজ কিশোরকে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ থানার পুলিশ বুধবার তাদের পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে

আজ থেকে কান্দি ব্লকে ঘরে-ঘরে পৌঁছবে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ

■ কান্দিতে তৈরি হচ্ছে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ।

প্রতিবেদন: আজ, শুক্রবার থেকে কান্দি ব্লকের ঘরে ঘরে পৌঁছতে শুরু করবে দিঘার জগন্নাথধামের মহাপ্রসাদ। ব্লক প্রশাসনের কড়া নজরদারিতে জনাদশেক কারিগর প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ব্যস্ত ছিলেন মহাপ্রসাদ তৈরির কাজে। ব্লক প্রশাসন চত্বরে শুরু হয় প্রসাদ তৈরি। রান্নাঘরে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। মহাপ্রসাদ তৈরি হয় শুদ্ধ বেশে। প্রসাদ তৈরির সময় পরিবারের লোকজনকেও এখানে আসতে দেওয়া হয় না। বৃহস্পতিবার সেই প্রসাদ পৌঁছে যায় এলাকার রেশন দোকানগুলিতে। কান্দির বিডিও শ্রীকুমার ভট্টাচার্য বলেন, ব্লকের প্রায় ৪৫ হাজার পরিবারের পৌঁছে দেওয়া হবে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ। রাজ্য সরকারের নির্দেশমতো এলাকার রেশন ডিলারদের সঙ্গে বৈঠকে কীভাবে মহাপ্রসাদ ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে এই নিয়ে ব্লক প্রশাসন বিস্তারিত আলোচনা করে। দুয়ারে রেশনের মতোই রেশন দোকানের মাধ্যমে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হবে মহাপ্রসাদ বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ব্লক প্রশাসনের নির্দেশমতোই শুক্রবার থেকে প্রসাদ বিলি শুরু করার জন্য তৈরি আছেন রেশন ডিলাররা। কান্দি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পার্থপ্রতিম সরকারের কথায়, জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদে থাকছে গজা ও পেড়া। প্যাকেটে ভরে পৌঁছে যাবে ঘরে ঘরে। কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার বলেন, কান্দির প্রায় ৪৫ হাজার পরিবারের কাছে পৌঁছে যাবে এই মহাপ্রসাদ।

রথযাত্রা উপলক্ষে দিঘার জগন্নাথধাম পরিদর্শন ও আলোচনা করে গেলেন মন্ত্রী

তুহিনশুভ্র আগুয়ান ● দিঘা

এপ্রিল মাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তীর্থস্থান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে সৈকতসুন্দরী দিঘা। যার আকর্ষণের মাত্রা বাড়াতে এই প্রথম দিঘার মাটিতে গড়াতে চলেছে জগন্নাথদেবের রথের চাকা। সুশৃঙ্খলভাবে সেই রথযাত্রা পরিচালনা করাই এখন মূল লক্ষ্য প্রশাসনের। বৃহস্পতিবার দুপুরে রথযাত্রার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জেলা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মন্ত্রী পুলক রায়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো রথযাত্রা পরিচালনার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না তা নিয়ে আলোচনা করেন মন্ত্রী। জানা গিয়েছে, জগন্নাথধামের উদ্বোধনের ধাঁচেই রথযাত্রার যাবতীয় আয়োজন সেরে রেখেছে প্রশাসন। সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য পুরনো দিঘা থেকে নতুন দিঘা পর্যন্ত থাকছে বেশ কিছু পানীয় জলের ক্যাম্প। পিএইচই দফতরের তরফে জলের পাউচ বিলি করা হবে ওই সমস্ত ক্যাম্প থেকে। এছাড়াও প্রায় ১০টির মতো 'মে আই হেল্প ইউ' কাউন্টার করা হচ্ছে। নিরাপত্তার জন্য বাইরের জেলাগুলি

■ প্রশাসন কর্তাদের সঙ্গে দিঘার জগন্নাথধাম পরিদর্শনে মন্ত্রী পুলক রায়।

থেকেও আসবে অতিরিক্ত পুলিশ। রথযাত্রায় যাতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা না হয় এই বিষয়েও বৃহস্পতিবার আলোচনা হয়েছে। অনেকের মতে, জগন্নাথের রথের রশি স্পর্শ করলে নাকি পুণ্য অর্জন হয়। তাই দিঘায় রথ উপলক্ষে যে বিপুল জনসমাগম নবান্নের বৈঠক থেকে তার আভাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্দিরের ভেতরে তৈরি হবে বাঁশের ব্যারিকেড। মুল গেট দিয়ে প্রবেশ করে দর্শনার্থীদের ৬ এবং ৭ নম্বর গেট দিয়ে বেরোনোর ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও ক্যাম্প করে ভক্তদের জন্য থাকবে শুকনো প্রসাদের ব্যবস্থা। স্বাস্থ্য দফতরের তরফে জগন্নাথধাম থেকে মাসির বাড়ি পর্যন্ত থাকবে বেশ কয়েকটি মেডিক্যাল ক্যাম্প। সেখানে চিকিৎসকদের পাশাপাশি রাখা হবে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ওষুধপত্র। উদ্বোধনের দিনের মতোই দশটির বেশি দমকল এবং অ্যাম্বুল্যান্স থাকবে রথযাত্রার সময়। এছাড়াও সবাই যাতে রশি স্পর্শ করতে পারেন সেজন্য এক কিলোমিটার পথ জুড়ে বিছানো থাকবে রথের রশি। নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন হবে প্রায় তিন হাজার পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের দফতরে জেলা প্রশাসন কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন মন্ত্রী পুলক রায়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো সমস্ত আয়োজন ঠিকঠাক হচ্ছে কি না খতিয়ে দেখেন তিনি। মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের দুই প্রধান সচিব, পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি, অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) সৌভিক চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যরা। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে চলে এদিনের বৈঠক। এরপর রথ-সহ গোটা মন্দির পরিদর্শন করেন মন্ত্রী-সহ আধিকারিকরা। সেখান থেকে মাসির বাড়ি পর্যন্ত পায়ে হেঁটে পরিদর্শন করেন মন্ত্রী। কোথাও কোনও গাছের ডাল, এমনকী বিদ্যুতের তার বাধা সৃষ্টি করছে কি না স্বচক্ষে দেখেন মন্ত্রী পুলক রায়। মন্ত্রী জানান, ''মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে আমাদের নিয়ে দিঘার রথযাত্রা ঘিরে নবান্নে বৈঠক করেছেন। তাঁর বিভিন্ন নির্দেশ নিয়ে আমরা জেলাশাসকের উপস্থিতিতে পর্যালোচনা করলাম। রথ যেখান দিয়ে যাবে সেই গোটা এলাকা আমরা ঘুরে দেখেছি। মাসির বাড়িতেও প্রস্তুতি তুঙ্গে।''

ক্ষমা চান গদ্দার, হুংকার শিখ সম্প্রদায়ের

প্রতিবেদন : কখনও সন্দেশখালিতে দাঁড়িয়ে শিখ আইপিএস অফিসারকে গদ্দার অধিকারীর 'খালিস্তানি' বলে অপমান! আবার কখনও বিজেপির হাফমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের শিখ নিরাপত্তারক্ষীর পাগড়িতে হাওয়াই চপ্পলের কাটআউট ছুঁড়ে গোটা শিখ সম্প্রদায়কে অপমান! বারবার পাগড়ির গরিমাকে রাজ্য বিজেপি নেতারা অপমান করায় বিক্ষুব্ধ গোটা সম্প্রদায়। ইতিমধ্যেই চপ্পল-কাণ্ডে এক্স হ্যান্ডেলে ক্ষমা চেয়েছেন বিজেপির ট্রেনি রাজ্য সভাপতি। কিন্তু নির্লজ্জ গদ্দার অধিকারী এখনও ক্ষমা চাননি। তাই বৃহস্পতিবার মুনিলাল শিখ সঙ্গত গুরুদ্বার থেকে মুরলীধর সেন লেনের বিজেপির রাজ্য কার্যালয় পর্যন্ত মিছিল করে শিখ সম্প্রদায়। বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। বৃহস্পতিবার বিকেলে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে এই বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে শিখ সম্প্রদায়ের দাবি, সুকান্তর ক্ষমা চেয়েছেন। এবার গদ্দারকেও ক্ষমা চাইতে হবে! আর যদি তা না হয়, আন্দোলন আরও তীব্রতর হবে। গদ্দার এবং বিজেপিকে সবক শেখাবেন শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ।

■ রাজ্য বিজেপির পার্টি অফিসের সামনে বিক্ষোভে শিখ সম্প্রদায়।

গড়বেতায় কোমরজলে নেমে উদ্ধারকাজ প্রশাসন কর্তাদের

সংবাদদাতা, গড়বেতা : প্রবল বৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর শিলাবতী নদী। সেই কারণে করুণ পরিস্থিতিতে পড়েছেন এলাকার মানুষ। এই পরিস্থিতিতে এলাকার মানুষের উদ্ধারকাজে হাত লাগালেন প্রশাসন কর্তারা। গড়বেতা ২ ব্লকের পাথরবেড়িয়াতে রীতিমতো কোমরজলে নেমে এগিয়ে গেলেন মহকুমা শাসক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, বিডিও থেকে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের আধিকারিকেরা। এলাকার মানুষকে আশ্বস্ত করলেন তাঁরা। এক বাসিন্দা জানান, ১৯৭৮ সালের পরে এই ধরনের বন্যা পরিস্থিতি হতে এলাকার মানুষ দেখেনি। এলাকার মানুষকে উদ্ধার করে নিয়ে স্থানীয় স্কুল ও সরকারি আবাসনে রাখা হয়েছে। তাঁদের দু'বেলা খাবারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। আনা হয়েছে পর্যাপ্ত জল। হয়েছে মেডিক্যাল ক্যাম্পেরও। গড়বেতা ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কথায়, আমরা সবসময়েই এলাকার মানুষের সঙ্গে আছি।

■ উদ্ধারকাজে এসডিও, বিডিওরা।

টানা বৃষ্টির জেরে ক্ষতির মুখে সোনামুখীর চাষিরা

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : নিম্নচাপের জেরে তিনদিন টানা বৃষ্টিতে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কায় সোনামুখীর সবজি চাষিরা। নিম্নচাপের কারণে বাঁকুড়ার বিভিন্ন প্রান্তে তিনদিন ধরে টানা বৃষ্টি চলছে। ফলে একদিকে বিপর্যস্ত জনজীবন, পাশাপাশি ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষিনির্ভর সোনামুখী ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার সবজি চাষিরা। বেশিরভাগ মানুষ চাষবাস করেই সারা বছর সংসার অতিবাহিত করেন। এই মুহূর্তে পটল, করলা, লঙ্কা ও বাদামের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন তাঁরা। বৃষ্টি বাড়লে ক্ষতির পরিমাণও আরও বাড়বে বলেই মনে করছেন তাঁরা। সবথেকে বেশি ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন বাদাম চাষিরা। এখনও বহু কৃষক বাদাম ঘরে তুলতে পারেননি। ফলে জলে ভাসছে খেতের বাদাম। আগামীতে এই বাদাম ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করাই অসম্ভব হয়ে পড়বে বলে মনে করছেন বাদাম চাষিরা। এখনও জমিতে বৃষ্টির জল জমে আছে। রোদ উঠলেই সমস্ত সবজিতে পচন ধরার আশঙ্কা করছেন কৃষকেরা। এলাকার সবজি চাষি জয়ন্ত বিশ্বাস, যতীন বিশ্বাস, সুদর্শন মণ্ডলরা জানাচ্ছেন, সবজিতে পচন ধরলে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে। সারা বছর চাষবাস করেই সংসার চলে। সবজির ক্ষতি হলে কীভাবে সংসার চলবে তাই ভেবে রাতে ঘুম হচ্ছে না।

ইজরায়েলে আটকে পড়া গবেষক অনিরুদ্ধর জন্য চিন্তায় বাবা-মা

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : ইজরায়েলে আটকে শালবনির যুবক অনিরুদ্ধ বেরা। বছর ২৭-এর অনিরুদ্ধ ইজরায়েলের বিখ্যাত তেল আভিভ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছেন। সাম্প্রতিক ইজরায়েল-ইরান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ইজরায়েলের তেল আভিভ শহরের একটি আবাসনে কার্যত দুশ্চিন্তার মধ্যেই দিন কাটাচ্ছেন শালবনির ভাউদি গ্রামের এই মেধাবী ছাত্র। বাড়িতে তাঁকে নিয়ে উৎকণ্ঠায় আছেন বাবা-মা। অনিরুদ্ধ বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। ২০২২ সালের শেষের দিক থেকে তেল আভিভে গবেষণারত তিনি। এদিকে একমাত্র সন্তানকে নিয়ে উৎকণ্ঠিত বাবা-মা। এই পরিস্থিতিতে বুধবার রাতে ফোনে তিনি জানান, আমরা সেন্ট্রাল তেল আভিভের একটি আবাসনে ভাড়া থাকি। প্রত্যেকের সিঙ্গল রুম। নিজেরাই রান্না করি। কিন্তু গত শুক্রবার থেকে কার্ফু জারি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। দোকানপাট সকালের দিকে একটা নির্দিষ্ট সময়ে খোলা হচ্ছে। সারাদিনে অন্তত তিন-চারবার সাইরেন বাজছে। এই পরিস্থিতিতে রান্না করে খাওয়া সম্ভব নয়, বিভিন্ন শুকনো খাবার মজুত করে রেখেছি। তাই দিয়েই চলছে। তবে কাল থেকে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতে পারে। প্রসঙ্গত, উচ্চমাধ্যমিকের পর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে ভুবনেশ্বরের এনআইএসইআরে ভর্তি হয়ে জীবনবিজ্ঞানে ৫ বছরের ইন্টিগ্রেটেড কোর্স করে অনিরুদ্ধ ২০২২-এর নভেম্বরে গবেষণার জন্য পাড়ি দেন ইজরায়েলে। ইজরায়েলের বিখ্যাত তেল আভিভ ইউনিভার্সিটিতে ক্যানসার বায়োফিজিক্সের উপর গবেষণা করছেন তিনি। শেষ হতে আরও ২ বছর। এদিকে সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে ছেলেকে নিয়ে উৎকণ্ঠিত বাবা-মা। অনিরুদ্ধর বাবা অসীম বেরা জানান, দুশ্চিন্তা তো আছেই। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে কিছু করারও নেই। যতক্ষণ না ভারত সরকার ওদের উদ্ধার করে নিয়ে আসছে ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

মেদিনীপুর

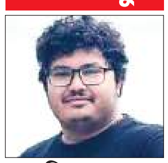

■ অনিরুদ্ধ বেরা।

১০ কোটি টাকায় মানিকচক হাসপাতালে মাতৃমা বিভাগ

সংবাদদাতা, মালদহ : ২০১১ সালে পরিবর্তনের সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে স্বাস্থ্যব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন হয়েছে। রাজ্যের একাধিক জেলায় তৈরি হয়েছে মেডিক্যাল কলেজ, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র। এবার মা ও শিশুদের উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে মানিকচক হাসপাতালে তৈরি হচ্ছে মাতৃমা বিভাগ। মুখ্যমন্ত্রী মালদহ সফরে এসে এই প্রকল্পের শিলান্যাস করেছিলেন। এদিন মাতৃমা বিভাগের কাজের সূচনা করলেন মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। ভিতপুজো করে ফিতে কেটে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে মাতৃমা বিভাগের কাজের সূচনা করেন বিধায়ক। উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ দীপ্ত ভাদুড়ি, মালদহ জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কবিতা মণ্ডল, মানিকচকের বিডিও অনুপ চক্রবর্তী, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অভীকশঙ্কর কুমার প্রমুখ। জানা গিয়েছে, মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে মাতৃমা বিভাগ গড়ে তোলার জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। সেই বরাদ্দকৃত অর্থে গড়ে উঠবে ২০ বেডের মাতৃমা বিভাগ। এ বিষয়ে মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র জানান, মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মাতৃমা বিভাগ শুরু হলে মা ও শিশুদের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা মিলবে। জেলার পক্ষে এটা খুবই সুখবর।

■ মাতৃমা বিভাগের কাজের সূচনা করছেন সাবিত্রী মিত্র, ডাঃ দীপ্ত ভাদুড়ি, অনুপ চক্রবর্তী প্রমুখ।

জমি বেদখল বিজেপির

সংবাদদাতা, কাঁকসা : বিজেপির বিরুদ্ধে সরকারি জমিদখলের অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য কাঁকসায়। অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহসভাপতি রমন শর্মা। জানা গিয়েছে, কাঁকসার সুভাষপল্লি এলাকায় একটি সরকারি জমিদখলের অভিযোগ ওঠে কয়েকজন বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে। স্থানীয়রা বিষয়টি জানতে পেরে প্রতিবাদে নামেন। এই বিষয়ে জেলা ও ব্লক প্রশাসনকে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে।

কাঁকসার সুভাষপল্লি এলাকার মানুষদের অভিযোগ, তাঁদের এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে একটি সরকারি জমি খালি পড়ে রয়েছে। সেই জমি হঠাৎ করে বেশ কয়েকজন খুঁটি পুঁতে দখল করার চেষ্টা করে। তারা সকলেই বিজেপির সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি এলাকাবাসীর। বিজেপি অভিযোগ অস্বীকার করলেও এই বিষয়ে কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের যুব সভাপতি কুলদীপ সরকার জানিয়েছেন, বিজেপির এটাই কালচার। সরকারি জমি কোনও মতেই বেদখল হতে দেওয়া হবে না। প্রশাসন এই বিষয়ে কড়া ব্যবস্থা নেবে।

সেই 'অভব্য' ডাক্তারকে

(প্রথম পাতার পর)

অভিযোগ করেছেন দেবাশিস সাহা। তাঁর অভিযোগ, নিজেকে অ্যানাস্থেশিয়ায় এমডি ডিগ্রিধারী বলে দাবি করে ইংল্যান্ডে প্র্যাকটিস করছেন রজতশুভ্র। অথচ এই ডিগ্রি তিনি ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলে নথিভুক্ত করাননি। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৫৬-এর ২৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী কোনও প্র্যাকটিসিং চিকিৎসককে তাঁর সাম্প্রতিক ডিগ্রি অবশ্যই নথিভুক্ত করতে হবে। অন্যদিকে মেডিক্যাল কাউন্সিলে না জানিয়েই ইংল্যান্ডে চুটিয়ে প্র্যাকটিস করছেন রজতশুভ্র। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল অ্যাক্ট-এর ২৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী কোনও চিকিৎসক দেশের বাইরে প্র্যাকটিস করলে তা অবশ্যই জানাতে হবে সর্বভারতীয় মেডিক্যাল কাউন্সিলকে। দেবাশিসবাবুর অভিযোগ পেয়েই অভিযুক্ত চিকিৎসককে শো-কজ লেটার ধরিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সিল। ১০ দিনের মধ্যে তাঁকে উত্তর দিতে বলা হয়েছে। মেডিক্যাল কাউন্সিলের অ্যাডভাইসর মানস চক্রবর্তী জানিয়েছেন, রজতশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে কাণ্ড করেছেন তাতে মেডিক্যাল কাউন্সিলের দুটো ধারা লঙ্ঘিত হয়েছে। চিঠি দিয়ে তাঁর কাছে উত্তর চাওয়া হয়েছে। অভিযোগ, লন্ডনেও ভুল চিকিৎসার অভিযোগ রয়েছে ডাঃ রজতশুভ্রর বিরুদ্ধে। সেজন্য তাঁকে কাঠগড়ায় তুলেছে সে-দেশের রোগীর পরিবারও। মেডিক্যাল কাউন্সিলের যে তথ্য তিনি দিয়ে রেখেছেন তাতে ডাঃ রজতশুভ্রর বাড়ি ৬১/জি/১ কালীঘাট রোড। অথচ কাউন্সিলকে না জানিয়ে তিনি চুটিয়ে রোগী দেখছেন ইংল্যান্ডে। এদিকে, রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল বেনিয়মের অভিযোগ তুলতেই রজতশুভ্রকে তুলোধোনা করেছে তৃণমূল। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এদিন বলেন, লন্ডনে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় চরম অসভ্যতাকারী ওই ডাক্তার সাজানো প্রশ্ন করে বাংলাকে অপমান করতে চেয়েছিলেন। কারণ, মুখ্যমন্ত্রী বাংলার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির কথা বলছিলেন। ওঁকে আমরা রাজ্যবাসীর তরফে বলছি, সাহস থাকলে, দম থাকলে দিন, তারিখ, সময় জানিয়ে বিমানবন্দরে পা রাখুন। ওঁর অসভ্যতার সঠিক জবাব উনি পাবেন। মেডিক্যাল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট সুদীপ্ত রায়কে এ-ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমরা নির্দিষ্টভাবে অভিযোগ পেয়েছি। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঝড়ে গাছ পড়ে বিঘ্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা, দ্রুত স্বাভাবিক

প্রতিবেদন : প্রবল বজ্রবিদ্যুৎ ও বৃষ্টিপাতের জেরে পশ্চিম মেদিনীপুরে বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুৎ বিপর্যয়। ঝড়ে গাছ ভেঙে বিদ্যুতের খুঁটিতে পড়ে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন হয়ে পড়ে। তার প্রভাব পড়ে হুমগড় সাব স্টেশনের আমলাশুলি ফিডারটির উপর। ডাবল পোল ও একটি সিঙ্গল পোল কাঠামো ভেঙে পড়ে বোলান্দি ব্লক ও আশপাশের এলাকায়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমস্যা তৈরি করে গড়বেতা-১ ও ২ ব্লকে অতিরিক্ত নদীর জলস্ফীতি। ফলে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ রাখতে হয়। ২০টির বেশি ডিটিআর-এ কোনও বিদ্যুৎ ছিল না। ডব্লুবিএসইডিসিএল-এর কর্মীরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তুলতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বিকেলের মধ্যেই বেশিরভাগ জায়গাতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। এখন কাজ চলছে প্লাবিত এলাকাগুলিতে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার।

■ গাছ ভেঙে বিদ্যুতের থামে।

যুবককে অপহরণ ও মুক্তিপণের দাবি, ধৃত ৫

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : এক যুবককে অপহরণ করে মারধর, এক লক্ষ টাকা মুক্তিপণের দাবির ঘটনার তদন্তে নেমে পাঁচজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বাগডোগরা থানার পুলিশের গাড়ির চালক-সহ মোট পাঁচজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নির্যাতিত নিশান্ত রায়ের পরিবার। ১৬ তারিখ রাতে পুলিশ লেখা গাড়ি করে বাগডোগরার পুঁটিমারি এলাকা থেকে নিশান্তকে তুলে নিয়ে গিয়ে বাগডোগরা থানার সাদা পোশাকের পুলিশের কার্যালয়ে যুবককে মারধরের ঘটনায় এবং তাঁর পরিবারের কাছে এক লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চাওয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে বাগডোগরা থানার সাদা পোশাকের পুলিশের গাড়ির ড্রাইভার মুকেশ রায় এবং তার সহযোগী রমজান আলি, কিশোর ঠাকুর, সুধীর রায় ও বীরেন্দ্র রায়কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজই তাদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১১৭(২), ১৩৭(২), ৩০৮/৩(৫) ও ৩৪ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

ডেবরার স্কুলে বিশ্ব সিকল সেল দিবস পালন

সংবাদদাতা, ডেবরা : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের ৩ নং সত্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আলোককেন্দ্র হাইস্কুলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে 'ওয়ার্ল্ড সিকল সেল ডে' পালন ও প্রশিক্ষণ শিবির হল বৃহস্পতিবার। স্কুলপড়ুয়াদের দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ শিবির-সহ একাধিক কর্মসূচি পালন করা হয়। পাশাপাশি এদিন প্রায় ৪০০ পড়ুয়ার রক্তপরীক্ষা করা হয়। এই রোগটিকে কীভাবে আটকানো যায় সেই নিয়েও চলে প্রশিক্ষণ। কর্মসূচিতে ছিলেন এডিএম জেনারেল সন্দীপ টুডু, বিডিও মণীশ দাস, ডেপুটি সিএমওএইচ, ডেবরা ব্লকের বিডিও প্রিয়ব্রত রাড়ি, জেলা পরিষদের নারী শিশুকল্যাণ কর্মাধ্যক্ষ শান্তি টুডু, ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বাদলচন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ।

মা-বোনেদের হাতে ঘেরাও

(প্রথম পাতার পর)

বজবজের হালদারপাড়ায় দলীয় কর্মীকে দেখতে গিয়ে প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়লেন সুকান্ত। ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকানোর জন্য বিজেপি বারবার কেন্দ্রকে বলে এসেছে। সেই ক্ষোভেই কয়েক হাজার মা-বোন সুকান্তর গাড়ি ঘিরে ধরে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেন। 'চোর' স্লোগানও ওঠে। ভিড়ের মধ্যে থেকে জুতোও নাকি ছুঁড়ে মারা হয়। ঘটনার জেরে হকচকিয়ে যায় ট্রেনি সভাপতি। এরই মধ্যে অভিযোগ, মা-বোনেরা ১০০ দিনের কাজের টাকা ও কেন্দ্রীয় আবাস যোজনার টাকার কথা বলতে গেলে তাঁদের অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে সুকান্ত। তাতে উত্তেজনা আরও বাড়ে। প্রচুর পুলিশ মোতায়েন থাকায় বড় গোলমাল হয়নি। মহিলাদের প্রতি সুকান্তর কুকথার তীব্র নিন্দা করে শশী পাঁজা বলেন, উনি বিজেপির রাজ্য সভাপতি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, একজন শিক্ষক, তাঁর মুখের ভাষা শুনুন। তাঁর কাছে ১০০ দিনের কাজের টাকা কেন আটকে রাখা হয়েছে জানতে চাইলে উনি বাংলার মহিলাদের কুকথা বলার পাশাপাশি জেহাদিও বলেছেন। মহিলাদের প্রতি এই হল বিজেপির সম্মান প্রদর্শন, এটাই ওদের সংস্কৃতি। বিজেপির এই নারীবিদ্বেষী মন্তব্যের তীব্র ধিক্কার জানান সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদারও। সেই সঙ্গে সুকান্তর শাস্তি এবং মন্ত্রিত্ব থেকে বরখাস্তের দাবিও জানান কাকলি।

দামোদর নদে জলবৃদ্ধি, ডুবে গেল ১৫টি বালির লরি

সংবাদদাতা, বর্ধমান : টানা বৃষ্টি এবং ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার জেরে হঠাৎ জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় দামোদর নদে ডুবে গেল একাধিক লরি। পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসি থানার গোহগ্রাম পঞ্চায়েতের সোন্দা বালিঘাট এলাকায়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। সোন্দা গ্রামের কালীপদ ঘোষ জানিয়েছেন, সোমবার রাতে বালিঘাটে বালি তুলতে আসে বহু লরি। যাদের মধ্যে কিছু লরি বালি বোঝাই করে নদী থেকে বেরিয়ে যেতে পারলেও, প্রায় ১৫টি লরি ঘাটেই আটকে পড়ে। এক লরিচালক জানিয়েছেন, বুধবার রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ একটি লরিতে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ায় তা মাঝপথেই দাঁড়িয়ে যায়। তার পিছনে থাকা আরও কয়েকটি লরিও আটকে পড়ে। এরই মধ্যে দামোদরে জল হুড়মুড়িয়ে বাড়তে থাকে। ফলে একে একে জলে ডুবে যায় ওই ১৫টি লরি। জলের তোড়ে সেগুলি নদীর জলেই রয়েছে। খবর পেয়ে গলসি থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। লরিচালক ও অন্যদের নিরাপদে সরিয়ে আনে পুলিশ।

দুর্নীতি মুখ্যমন্ত্রীর দফতরেই

প্রতিবাদ করতে গিয়ে বরখাস্ত হলেন গোয়ার বিজেপি মন্ত্রী

প্রতিবেদন : শুধু বিরোধীদের বিরুদ্ধেই প্রতিহিংসা নয়, মৌচাকে ঢিল ছুঁড়লে নিজেদের দলের মন্ত্রীদের প্রতিও কতটা ভয়ঙ্কর এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠতে পারে বিজেপি নেতৃত্ব, তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া গেল বিজেপি শাসিত গোয়ায়। আদিবাসী কল্যাণ দফতরের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন বলে মন্ত্রিত্ব খোয়ালেন শিল্প এবং সংস্কৃতি মন্ত্রী গোবিন্দ গৌড়ে। গোয়ার গেরুয়া মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত বুধবার তাঁকে অপসারণ করেছেন মন্ত্রিসভা থেকে। আশ্চর্যের বিষয়, যে বিজেপি কথায় কথায় বাংলার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করে, বিরোধীশাসিত রাজ্যগুলোতে কথায় কথায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, সেই বিজেপিই নিজেদের দুর্নীতি ঢাকতে নিজেদের মন্ত্রীকেও অপসারণ করতে ইতস্তত করে না বিন্দুমাত্র। এই হল বিজেপির চরিত্র।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে গোয়ার রাজনৈতিক মহলে। গোবিন্দকে এভাবে অপসারণ করায় ক্ষুব্ধ সেরাজ্যের বিজেপিরই একটা অংশ। লক্ষণীয়, গোয়ার এই আদিবাসী কল্যাণ দফতর গেরুয়া মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্তেরই অধীনে। সেই দফতরের বিরুদ্ধেই দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন দলেরই মন্ত্রী গোবিন্দ গৌড়ে। স্বাভাবিকভাবেই গভীর অস্বস্তিতে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, শুধু অভিযোগ তুলেই ক্ষান্ত হননি মন্ত্রী। বেআব্রুও করে দিয়েছিলেন নিজের দলেরই সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের দুর্নীতি। ফলে লেজে পা পড়ে মুখ্যমন্ত্রীর। রীতিমতো ফুঁসতে থাকেন তিনি। সপ্তাহ তিনেক আগেই তিনি এর বদলা নেবেন বলে মনস্থির করে ফেলেন। গোবিন্দ গৌড়েকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়ার ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেন। কিন্তু দিল্লি নেতৃত্ব অনুমতি না দেওয়ায় কোনও পদক্ষেপই করতে পারেননি প্রমোদ। শেষপর্যন্ত বুধবার সবুজ সঙ্কেত মেলে মোদি-শাহর পক্ষ থেকে। গোবিন্দ গৌড়েকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। অপসারিত মন্ত্রী গোবিন্দ গৌড়ের প্রতিক্রিয়া, দুর্বল এবং বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য গোয়া বিদ্রোহ দিবসে এর চেয়ে বড় স্বীকৃতি আর কী হতে পারে?

বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের ফ্ল্যাটে নিয়ে আসা হল আমেদাবাদে দুর্ঘটনা কবলিত বিমানের কো-পাইলট ক্লাইভ কুন্দরের দেহ। কফিনের উপরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন প্রিয়জনেরা।

শাহর আজব মন্তব্যে তীব্র কটাক্ষ তৃণমূলের

প্রতিবেদন: দেশে জোর করে হিন্দির প্রচার এবং চাপিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে অমিত শাহর চক্রান্ত এবার আরও বেআব্রু হয়ে পড়ল। এ-ব্যাপারে শাহর দাবি সরাসরি খারিজ করে দিল তৃণমুল। আশ্চর্যজনকভাবে বৃহস্পতিবার দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মন্তব্য করেন, যাঁরা ইংরেজিতে কথা বলেন, তাঁদের শীঘ্রই লজ্জিত হতে হবে। একটি বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে হঠাৎ কেন এমন মন্তব্য করে বসলেন তিনি তা স্পষ্ট না হলেও, ইঙ্গিতটা কিন্তু স্পষ্ট। সুকৌশলে অনিচ্ছুকদের উপরেও হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা। শাহর এমন আজব দাবির তীব্র সমালোচনা করেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। তাঁর কটাক্ষ, ভারতে ৯৭ শতাংশ মানুষ ২২টি সংবিধান স্বীকৃত ভাষার মধ্যে কোনও একটি ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহার করেন। ২০১৮ সালের আদমশুমারির বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ভারতে ১৯,৫০০-র বেশি ভাষা ও উপভাষা মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটাই হল আমাদের দেশের বৈচিত্রের মাঝে ঐক্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঠগ অমিত শাহের পক্ষে এই অসাধারণ বৈচিত্র ও ঐক্যকে বোঝা সম্ভব নয়। এই ভাষাতেই শাহকে এদিন একহাত নিলেন ডেরেক।

এতদিন পরে ঘুম ভাঙল কেন্দ্রের? প্রশ্ন তৃণমূলের

বিমানবন্দরের ২০ কিমির মধ্যে বহুতল নয়, জারি নয়া নির্দেশিকা

প্রতিবেদন : আমেদাবাদের বিমান দুর্ঘটনার পর ঘুম ভাঙল কেন্দ্রের। জারি করল নয়া নির্দেশিকা। দেশের যেকোনও বিমানবন্দরের নাকের ডগায় তৈরি করা যাবে না কোনও বহুতল। লাগানো যাবে না কোনও গাছও। কেন্দ্রীয় অসামরিক পরিবহণমন্ত্রক এদিন এক নির্দেশিকায় বলেছে, বিমানবন্দরের ২০ কিমির মধ্যে নির্মাণ করা যাবে না কোনও বহুতল। নির্মাণের উচ্চতা কখনও দু'তলার বেশি হবে না। দেশের সমস্ত বিমানবন্দর লাগোয়া পুরসভাগুলিকে এই নয়া নির্দেশ পাঠাল এয়ারপোর্ট অথরিটি। সেই নির্দেশে বলা হয়েছে, এবার থেকে বিমানবন্দরের ২০ কিলোমিটারের মধ্যে বহুতল করতে গেলে এয়ারপোর্ট অথরিটির ক্লিয়ারেন্স বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। সারা দেশেই কার্যকর হবে এই নির্দেশিকা।

তৃণমূলের প্রশ্ন, এত দেরিতে কেন এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের। এই নির্দেশিকা নিয়ে তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় তীব্র কটাক্ষ করেছেন কেন্দ্রকে। তাঁর মন্তব্য, এতদিন পরে ঘুম ভেঙেছে কেন্দ্রের। এতবড় দুর্ঘটনা ঘটার পর এই সিদ্ধান্ত। এটা মোদি সরকারের খামখেয়ালি মনোভাবের প্রতিফলন।

কলকাতা বিমানবন্দরের আগে এয়ারপোর্টের ফানেল এরিয়া মধ্যমগ্রামে ২৬, ২৭, ২৮ ওয়ার্ডে দু'তলার বেশি বহুতল করা যাবে না বলা ছিল। নয়া নির্দেশের ফলে মধ্যমগ্রাম, নিউ ব্যারাকপুর, বিধাননগর, উত্তর দমদম এর আওতায় আসতে চলেছে। এছাড়া নিউ ব্যারাকপুরের ফতেশা খালের পাশে বহুতল নির্মাণের ক্ষেত্রেও নিতে হবে বিশেষ অনুমতি। বাড়ি তৈরি করতে গেলে আবেদন করতে হবে এয়ারপোর্ট অথরিটিকে।

অনলাইনে আবেদন করতে হবে। ছাড়পত্র দিলে, তবে প্ল্যান দেবে স্থানীয় পুরসভা। আগে সর্বোচ্চ ৪৫ মিটার উচ্চতায় বাড়ি করতে দেওয়া হত। এবার সেই উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ হবে বলে সূত্রের খবর। যেসব বহুতল আগে থেকেই রয়েছে সেগুলো নিয়ে কী সিদ্ধান্ত হবে? এই নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

মধ্যমগ্রাম পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান বর্তমান বিধায়ক এবং মন্ত্রী রথীন ঘোষ জানিয়েছেন, এই ধরনের নির্দেশিকা পুরসভাগুলিতে এসেছে বলে তিনি জেনেছেন। ওদের তরফে বিশেষ টিম এসে এলাকা ঘুরে দেখে গিয়েছে। তাঁর কথায়, আমি যখন চেয়ারম্যান ছিলাম তখন একটা নিয়ম চালু করে রেখেছিলাম যে বহুতল তৈরির ক্ষেত্রে এয়ারপোর্ট অথরিটির সঙ্গে কথা বলা, সেগুলোর এনওসি নেওয়া। তারপর পুরসভার ছাড়পত্র— সেই নিয়ম অনুযায়ী চলা হত। এনওসি ছাড়া বাড়ির নকশা অনুমোদন করা হয় না। তবে স্বাভাবিকভাবেই এখন এই নয়া নির্দেশিকা নিয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে লাগোয়া পুরসভা এবং তার সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে। ইতিমধ্যে যেসব জায়গায় বহুতল তৈরি হয়েছে বা কোনও প্রতিষ্ঠান রয়েছে কিংবা বড় গাছ রয়েছে সেগুলির ভবিষ্যৎ কী হবে তা নিয়ে জল্পনা চলছে।

যান্ত্রিক গোলযোগ ফের মাঝ আকাশ থেকে ফিরল বিমান

প্রতিবেদন: যান্ত্রিক সমস্যায় মাঝ আকাশ থেকে আবার ফিরে এল বিমান। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৬টায় দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে লেহর উদ্দেশ্যে আকাশে উড়েছিল ইন্ডিগোর ৬ই ২০২৬ বিমান। লেহ বিমানবন্দরে অবতরণের কথা ছিল সকাল ৭.৫০ মিনিটে। কিন্তু পৌঁছানো হল না গন্তব্যে। বিমানটিকে আবার ফিরিয়ে আনা হল দিল্লি বিমানবন্দরেই। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রযুক্তিগত কিছু সমস্যার কারণে লেহ বিমানবন্দরে অবতরণ করতে পারেনি উড়ানটি। যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই নেওয়া হয়নি কোনও ঝুঁকি। পরে বিকল্প ব্যবস্থা করা হয় যাত্রীদের জন্য। লক্ষণীয়, বুধবারই দিল্লি থেকে ছত্তিশগড়ের রায়পুরগামী ইন্ডিগোরই একটি বিমানে ধরা পড়েছিল যান্ত্রিক ত্রুটি। রায়পুর বিমানবন্দরে অবতরণের পরেও কিছুতেই খুলছিল না বিমানে দরজা। প্রায় আধঘণ্টা আটকে পড়েছিলেন ছত্তিশগড়ের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভুপেশ বাঘেল-সহ অন্যান্য যাত্রীরা। অবশ্য আতঙ্কিত যাত্রীদের নামিয়ে আনা হয় নিরাপদেই।

ছিল না যান্ত্রিক ত্রুটি, দাবি এয়ার ইন্ডিয়ার সিইওর

প্রতিবেদন: আমেদাবাদে ভেঙে পড়া ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার বিমানের কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল না। নিয়ম মেনে যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল জুনেই। দাবি করলেন এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও ক্যাম্পবেল উইলসন। ডিজিসিএর হুঁশিয়ারির পরেই এই ব্যাখ্যা এয়ার ইন্ডিয়ার। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, বিমানের যদি কোনও যান্ত্রিক বা প্রযুক্তিগত ত্রুটি নাই থাকে তাহলে দুর্ঘটনা ঘটল কীভাবে? তা হলে কি মৃত পাইলট ও কো-পাইলটের উপর দোষ চাপিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে চাইছে কর্তৃপক্ষ?

গোপালপুর ও কেওনঝড়ের পরে ফের গণধর্ষণ বিজেপির ওড়িশায়

প্রতিবেদন: আইনশৃঙ্খলার অবনতিতে যোগীরাজ্যের সঙ্গে কি এবার পাল্লা দিতে চলেছে আর এক বিজেপি রাজ্য ওড়িশা? বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই একের পর এক ধর্ষণ-গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে চলেছে উপকূলের গেরুয়া রাজ্য ওড়িশার। ৩ দিনে ৩টি গণধর্ষণের ঘটনা। গোপালপুর, কেওনঝড়ের পরে এবার গণধর্ষণের ঘটনায় তোলপাড় ময়ূরভঞ্জ। বারিপদা থানা এলাকার ঘটনা। সোমবার রাতে এক মহিলার বাড়িতে ঢুকে তাঁকে তুলে নিয়ে যায় ৪ দুষ্কৃতী। তারপরে চলে গণধর্ষণ। নির্যাতিতা জানিয়েছেন, যেসময় ওই ৪ জন তাঁর বাড়িতে ঢোকে, সেইসময় কেউ ছিলেন না বাড়িতে। সেই সুযোগই নেয় তারা। ওই মহিলা অবশ্য পুলিশকে জানিয়েছেন, অভিযুক্তরা সকলেই তাঁর পরিচিত। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, অভিযুক্তদের কাউকেই এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করেনি পুলিশ। যদিও পুলিশের অজুহাত, ৪ জনই ঘটনার পর থেকে ফেরার। স্থানীয় মানুষের অবশ্য অভিযোগ, ইচ্ছে করেই দোষীদের আড়াল করছে পুলিশ। নেপথ্যে কলকাঠি নাড়ছে শাসক বিজেপির কিছু মাতব্বর।

লক্ষণীয়, কয়েকদিন আগেই গঞ্জামের গোপালপুরে

সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে গিয়ে গণধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন বছর কুড়ির এক তরুণী। প্রেমিকের হাত-পা বেঁধে তাঁর সামনেই প্রায় সমবয়সী প্রেমিকাকে ধর্ষণ করে ১৩ জন মিলে। এ ব্যাপারে ১০ পর্যটককে গ্রেফতার করে দায় সারে গেরুয়া পুলিশ। বারিপদার ঘটনায় অবশ্য জনরোষের চাপে পড়ে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। যদিও স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এটা নেহাতই আইওয়াশ। মঙ্গলবার কেওনঝড়েও এক মহিলাকে গণধর্ষণের পরে খুন করে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

দেশ বিদেশ

20 June, 2025 • Friday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভারত-পাক সংঘর্ষ ইস্যু নিয়ে ট্রাম্প-মুনিরের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছে পাকসেনা। তাদের দাবি, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষবিরতি ট্রাম্পের জন্য সম্ভব হয়েছে বলে বৈঠকে স্বীকার করেছেন মুনির। এজন্য মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদও জানান তিনি

আমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার দুর্ঘটনা

ব্ল্যাকবক্স পাঠানো হচ্ছে আমেরিকায়

তদন্তে সহায়তা করবে এনটিএসবি

প্রতিবেদন: গত সপ্তাহে আমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর তদন্তে এবার তদন্তের স্বার্থে অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্ল্যাকবক্সটিকে আমেরিকায় পাঠানো হচ্ছে।

কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত এআই ১৭১-এর ব্ল্যাকবক্স (ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার) বিশ্লেষণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হবে। ব্ল্যাকবক্সটি বিমানে আগুন লাগার কারণে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই মুহূর্তে ভারতে এমন কোনও প্রযুক্তি নেই যা এত ক্ষতিগ্রস্ত ব্ল্যাকবক্স থেকে তথ্য উদ্ধার করতে সক্ষম। ফলে ব্ল্যাকবক্সটি ওয়াশিংটন-ভিত্তিক ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট সেফটি বোর্ড (এনটিএসবি)-এর পরীক্ষাগারে পাঠানো হবে। মার্কিন প্রযুক্তিবিদদের বিশ্লেষণের পর প্রাপ্ত রিপোর্ট ভারতের এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরোর (এএআইবি) সঙ্গে ভাগ করা হবে। এই ব্যুরো আমেদাবাদের ভয়াবহ দুর্ঘটনার তদন্ত পরিচালনা করছে। জানা যাচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্ল্যাকবক্স থেকে তথ্য বের করতে কয়েকদিন থেকে শুরু করে কয়েকমাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। এটি নির্ভর করছে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রার ওপর। গত সপ্তাহে লন্ডনগামী এয়ার

ইন্ডিয়া ফ্লাইটটি ছিল বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার। টেক অফের কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এটি আমেদাবাদের বিজে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রাবাস ভবনে আছড়ে পড়ে। দুর্ঘটনায় বিমানের ২৪১ জন যাত্রী ও ক্রু-সহ মোট ২৭৪ জন এবং নিচে থাকা আরও দুই ডজনের বেশি মানুষ প্রাণ হারান। দুর্ঘটনার ভয়াবহতা এতটাই ছিল যে স্থানীয় তাপমাত্রা তাৎক্ষণিকভাবে প্রায় ১,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যায়। এমন চরম উত্তাপ সম্ভবত ব্ল্যাকবক্সের অতিরিক্ত ক্ষতির কারণ। দুর্ঘটনার দু'দিন পর ভারতের এএআইবির তদন্তকারী দল বিমানের ককপিট ভয়েস রেকর্ডার (সিভিআর) ও ফ্লাইট ডাটা রেকর্ডার (এফডিআর) উদ্ধার করে। এই দুটি রেকর্ডার মিলে 'ব্ল্যাকবক্স' নামে পরিচিত। সিভিআর বিমানের ককপিটের ভেতরে পাইলটদের কথোপকথন-সহ বিভিন্ন শব্দ রেকর্ড করে, আর এফডিআর বিমানের প্রযুক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করে। ব্ল্যাকবক্স ডিকোড করা তদন্তের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমেই দুর্ঘটনার আসল কারণ এবং ঘটনার আগের মুহূর্তগুলির বিশ্লেষণ সম্ভব হবে। যদিও চূড়ান্ত তথ্য রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত কিছুই নিশ্চিত নয়, তবুও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ সম্ভাব্য কারণ হিসেবে 'ডুয়াল ইঞ্জিন ফেলিওর' বা দুটি ইঞ্জিন একযোগে অচল হওয়ার তত্ত্ব সামনে এনেছেন।

বিমান দুর্ঘটনার তদন্তে এএআইবির হাতে তিনমাস সময় রয়েছে, তবে ব্ল্যাকবক্সের তথ্য বিশ্লেষণ যত দ্রুত সম্পন্ন হবে, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে দেশবাসী তত দ্রুত জানতে পারবে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই তদন্তে স্বচ্ছতা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। যাতে কোথাও কোনও ফাঁক বা অসংগতি না থাকে।

দুই পরীক্ষার বোর্ড

(প্রথম পাতার পর)
লোপাট করার চেষ্টা চলছে। কুক্ষিগত করার চেষ্টা করছে উন্নত শিক্ষাব্যবস্থাকে। রেল, বিমান সব কিছুকেই বেসরকারীকরণের দিকে ঠেলে দিয়ে এবার তাদের চোখ শিক্ষার উপর। তাই শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে কুবুদ্ধি আঁটছে শিক্ষামন্ত্রক।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে বদল আনার পর এবার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার বোর্ড পরিবর্তনের জন্য ৭ রাজ্যকে সুপারিশ করেছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক। এই তালিকায় রাখা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, অসম, কেরল, মণিপুর, ওড়িশা এবং তেলেঙ্গানাকে। এই সিদ্ধান্ত চাপিয়ে রাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থায় সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে চাইছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। এমনই মনে করছেন

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিজন সরকার। বলছেন, রাজ্যে জাতীয় শিক্ষানীতির মতো দশম ও দ্বাদশ শ্রেণিকে একই বোর্ডের ছাতার তলায় আনলে প্রত্যেকটি রাজ্যের নিজস্বতা হারিয়ে যাবে। বাংলা যেমন তাদের মনীষীদের প্রাধান্য দিয়ে পড়াশোনা করাতে চায় তেমন অন্য রাজ্যও তা চায়। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রের একই বোর্ডের আন্ডারে এই দুই ক্লাসকে আনলে কেন্দ্র তাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং এতে বাংলার নিজস্বতা হারাবে। শিক্ষাবিদ পার্থ কর্মকার জানান, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক যেমন আলাদা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষা হচ্ছে তেমনভাবে পরীক্ষা হলেই পড়ুয়াদের মান সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা যাবে। এখন উচ্চমাধ্যমিকে বহু নতুন বিষয় যুক্ত হয়েছে, সেক্ষেত্রে একই বোর্ডের অধীনে পরীক্ষা হলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যেমন সমস্যা হবে সেইরকম ভাবেই পড়ুয়াদেরও সমস্যা হবে।

স্বাভাবিকভাবেই এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যদি এক বোর্ড দুই বড় পরীক্ষা পরিচালনা করে তাহলে সেক্ষেত্রে শিক্ষা অধিকর্তাদের ঝক্কি বাড়বে অনেকটাই। পাশাপাশি যেহেতু সেমিস্টার পদ্ধতি চালু হচ্ছে ফলে প্রশ্নপত্র তৈরি বা উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সময়ের ঘাটতি হতে পারে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। তাহলে কি প্রকৃত শিক্ষা দেওয়ার পরিবর্তে দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের পাশের হার বাড়ানোই কেন্দ্রের লক্ষ্য, নাকি এই সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়ে প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব শিক্ষা পদ্ধতির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চাইছে বিজেপি সরকার তা নিয়ে সংশয় থাকছে।

খামেনেইকে হত্যাই লক্ষ্য: ইজরায়েল

প্রতিবেদন: ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইকে হত্যা করাই ইজরায়েলের লক্ষ্য। নেতানিয়াহুর পর এবার এই দাবি করলেন ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কাৎজ। তিনি বলেন, খামেনেই বরাবর চেয়েছেন ইজরায়েলকে ধ্বংস করতে। যারা আমাদের ক্ষতি করতে চায়, তাদের বেঁচে থাকাই উচিত নয়। ইরানের ওই স্বৈরাচারী শাসককে থামানো এবং হত্যা করাই আমাদের অভিযানের অঙ্গ। ইজরায়েলের শীর্ষ মন্ত্রীর এই মন্তব্য বুঝিয়ে দিচ্ছে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনের মতো ইরানি সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতাও এখন আমেরিকা-ইজরায়েলের টার্গেট।

এদিকে মধ্যপ্রাচ্যের দ্বন্দ্বে পারস্পরিক হুমকির আবহে বৃহস্পতিবার সকালেও ইরানের অন্য আরেকটি পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র টার্গেট করে ইজরায়েল হামলা চালায় বলে অভিযোগ তেহরানের। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদসংস্থা জানিয়েছে, খোনদাব শহরে ভারী জলের গবেষণাকেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। এই ভারী জল পরমাণু রিঅ্যাক্টরকে শীতল রাখতে ব্যবহার হয়। তবে সেটি সক্রিয় না থাকায় কোনও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঘটেনি। অন্যদিকে সংঘাতের পরিস্থিতিতে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ইজরায়েলে থাকা আমেরিকার সরকারি আধিকারিক এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে ইজরায়েলের মার্কিন দূতাবাস।

উৎসবের মেজাজে ভোট

(প্রথম পাতার পর)
ইঙ্গিতে বিজেপির আসল চেহারা প্রকাশ্যে। ভোট দিয়ে বেরিয়েই সংবাদমাধ্যমের সামনে দাঁড়িয়ে বাঁ-হাতের মধ্যমা দেখালেন নির্লজ্জ বিজেপি প্রার্থী! তাঁর সেই আঙুলেই দেওয়া ভোটের কালির দাগ। প্রশ্ন উঠছে, কেন মধ্যমায় ভোটের কালির দাগ? এই নিয়ে বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। দলের মিডিয়া সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য সমাজমাধ্যমে লেখেন, কালীগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী ভোট দিয়ে বেরিয়ে সাধারণ জনগণকে মধ্যাঙ্গুল দেখাচ্ছেন! যদিও বিজেপি বরাবরই নির্বাচনের পরে মানুষকে এই আঙুলটাই দেখিয়ে আসছেন।

বিপদে সুরবদল, ভারত থেকে চাল আমদানি চায় বাংলাদেশ

প্রতিবেদন: সরকারি পর্যায়ে কথা বলে ভারত থেকে চাল আমদানি চূড়ান্ত করতে চায় বাংলাদেশ। এজন্য ভারতের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর (এমওইউ) করার উদ্যোগ নিতে দুই দফায় নিজেদের বিদেশ মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশের খাদ্য মন্ত্রণালয়। দেশে চালের ঘাটতি কমাতে বাংলাদেশের ভরসা সেই ভারতই। যদিও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে বিদেশ মন্ত্রক এখনও এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। এমওইউ স্বাক্ষরের উদ্যোগ নিতে গত জানুয়ারিতে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রণালয়ে প্রথম চিঠি দেয় সে-দেশের খাদ্য মন্ত্রণালয়। কোনও অগ্রগতি না পেয়ে গত ১৮ মে তারা আরেকটি চিঠি পাঠায়। খাদ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সঙ্গে সরকারি বিতরণ ব্যবস্থা সচল রাখতে অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের পাশাপাশি প্রয়োজন অনুসারে আন্তর্জাতিক উৎস থেকে চাল আমদানি করতে হবে বাংলাদেশকে। আন্তর্জাতিক উৎস থেকে চাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের পাশাপাশি জিটুজি (গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে চাল আমদানির জন্য থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, মায়ানমার, কম্বোডিয়া এবং পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের এমওইউ রয়েছে। জিটুজি পদ্ধতিতে ভারত থেকে সুলভ মূল্যে বাসমতী ছাড়া অন্য প্রজাতির সেদ্ধ চাল আমদানি করতে এমওইউ স্বাক্ষর করা যায়। বাংলাদেশের বর্তমান অস্থিতিশীল রাজনৈতিক আবহে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব প্রদীপকুমার দাস বিষয়টিকে 'স্পর্শকাতর' উল্লেখ করে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা নাম

প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এমওইউ এখনও স্বাক্ষর হয়নি। খাদ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে চাল আমদানির প্রক্রিয়া জটিল। অনেক ক্ষেত্রে চাল পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে না। ভারত অন্যতম চাল রফতানিকারক দেশ। সেখান থেকে আনার পরিবহণ খরচও কম। তাই রাজনৈতিক চাপ থাকলেও ভারতের সঙ্গে এমওইউ করতে আগ্রহী সরকার। এমওইউ থাকলে জিটুজি পদ্ধতিতে চাল পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে। কারণ, এক্ষেত্রে এক ধরনের দায়বদ্ধতা থাকে। আবার দাম বেশি মনে হলে জিটুজি পদ্ধতিতে না নিয়ে আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিকল্প থাকে। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে চাল, গম, চিনি, পেঁয়াজ, রসুন ও আদা—ছয়টি নিত্যপণ্য ভারত থেকে আমদানিতে বার্ষিক কোটা চায় তৎকালীন আওয়ামি লিগ সরকার। ওই সময় এসব খাদ্যপণ্য আমদানিতে আলাদা কোটা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল ভারত। শেষ পর্যন্ত কয়েক দফা চিঠি চালাচালি আর আলোচনা হলেও বেশি দূর এগোয়নি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারত চাল, পেঁয়াজ ও গম রফতানি বন্ধ করে দিলে সমস্যায় পড়ে বাংলাদেশ। নিত্যপণ্য আমদানিতে ভারতের সঙ্গে বার্ষিক কোটা থাকলে সামগ্রিকভাবে কোনও পণ্যের রফতানি বন্ধ করলে বাংলাদেশ তার আওতায় থাকবে না। ভুটান ও মালদ্বীপকে এই সুবিধা দিয়ে আসছে ভারত।

উল্লেখ্য, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ অগাস্ট পতন ঘটে আওয়ামি লিগ সরকারের। দেশ ছেড়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতেই অবস্থান করছেন। এর পর থেকেই বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েন রয়েছে। গত ৯ এপ্রিল পেট্রাপোল ও গেদে স্থলবন্দর ব্যবহার করে তৃতীয় দেশে রফতানি পণ্য পাঠানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে দেওয়া ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করে ভারত। গত ১৫ এপ্রিল ভারত থেকে স্থলপথে সুতো আমদানি বন্ধ করে বাংলাদেশ। এরপর গত ১৭ মে বেশকিছু বাংলাদেশি ভোগ্যপণ্যের আমদানি বন্ধ রাখার ঘোষণা করা হয়েছে।

কিছুদিন আগেই হয়ে গেল সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' ছবির শুভ মহরত অনুষ্ঠান। ছবিতে নটী বিনোদিনীর ভূমিকায় রয়েছেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। চলতি মাসেই শুরু হয়েছে শ্যুটিং

সিনেস্কোপ

নাট্যকার বাদল সরকারের পাগলা ঘোড়া এবার রুপোলি পর্দায়

নাট্যকার বাদল সরকারের জন্মশতবর্ষে তাঁর কালজয়ী নাটক 'পাগলা ঘোড়া'এবার বড়পর্দায়। পরিচালক শেখর দাস। মুখ্য চরিত্রে গার্গী রায়চৌধুরী, রজতাভ দত্ত। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

তিনি বদলেছিলেন বাংলা নাটকের ইতিহাস। এনেছিলেন নতুন ধারা। তিনি হলেন বাংলা নাট্য-আন্দোলনের নব পথিকৃৎ কিংবদন্তি নাট্যকার বাদল সরকার। বাংলা নাট্যজগতে যাঁর আবির্ভাব ষাটের দশকে। তাঁর রচিত কালজয়ী নাটকে মুগ্ধ আপামর নাট্যমোদী দর্শক। ২০২৫-এ চলছে তাঁর জন্মশতবর্ষ। এই উপলক্ষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁরই অন্যতম কালজয়ী নাটক 'পাগলা ঘোড়া' রুপোলি পর্দায় আনতে চলেছেন পরিচালক শেখর দাস। শেখর দাসের পরিচালনায় এই ছবির মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন রজতাভ দত্ত, গার্গী রায়চৌধুরী, সুজন মুখোপাধ্যায়, চান্দ্রেয়ী ঘোষ, ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়, শ্রীজাত সাহা, দীর্ঘই পাল প্রমুখ। ছবিটিতে সঙ্গীত পরিচালনা করছেন ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত। প্রযোজনায় স্বভূমি ফিল্মস। অনেকদিন পর পরিচালনায় ফিরলেন শেখর দাস। নিজে একটা সময় প্রচুর নাটক করতেন। তাই নাটক সম্পর্কে জ্ঞান, ভালবাসা, আবেগ— সবই রয়েছে তাঁর। বাদল সরকার তাঁর প্রিয় নাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দমন-পীড়ন অবরুদ্ধ আবেগ নিয়ে লেখা 'পাগলা ঘোড়া' নাটকটি একসময় মঞ্চে দর্শকদের নাড়িয়ে দিয়েছিল। যা এবার বড়পর্দায় দেখবেন দর্শক। এই উপলক্ষে বুধবার নন্দনে সাংবাদিক বৈঠক করেন পরিচালক শেখর দাস-সহ বেশ কিছু কুশীলব। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে প্রযোজনা সংস্থা স্বভূমি এন্টারটেইনমেন্টের তরফে ড. প্রবীর ভৌমিকের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন গার্গী রায়চৌধুরী, রজতাভ দত্ত প্রমুখ। সেখানে এই প্রসঙ্গে পরিচালক শেখর দাস বলেন, ''এই ছবিটি কেবল একটি নাটকের সিনেমায় রূপান্তর নয়। এটি বাদল সরকারের চেতনা, তাঁর উৎসাহ এবং তাঁর প্রতিভার প্রতি বিশ্বস্ত এবং নির্ভীক পুনর্ব্যাখ্যা।''

অভিনেত্রী গার্গী রায়চৌধুরী বললেন, ''যতবার পাগলা ঘোড়া পড়েছি মনে হয়েছে কী সাঙ্ঘাতিক সিনেম্যাটিক একটা নাটক। এর মধ্যে নাটক আছে কিন্তু কোথাও অতি নাটকীয়তা নেই। আদ্যন্ত একটা বাংলা ছবি। তাই অফারটা পেয়ে দ্বিতীয়বার ভাবিনি।'' রজতাভ দত্ত বললেন, ''বাদল সরকারের নাটকে কাজ করার সুযোগ পাওয়া মানেই সম্মান। নাট্যজগতের মানুষ মাত্রেই এই নামটা শ্রদ্ধায় উচ্চারণ করেন। বড় পর্দায় ওঁর নাটকে কাজ করব ভাবতেই শিহরন হচ্ছে।'' শুরু হয়েছে ছবির শ্যুটিংও। এই ছবি নিয়ে যে প্রত্যাশা থাকবেই দর্শক তথা নাট্যপ্রেমীদের তা বলাই যেতে পারে।

'পাগলা ঘোড়া'র সাংবাদিক সম্মেলনে পরিচালক শেখর দাস-সহ কলাকুশলীরা। ছবি : শুভেন্দু চৌধুরী

বাৎসরিক

সদ্য মুক্তি পেল পরিচালক মৈনাক ভৌমিকের ভূতের ছবি 'বাৎসরিক'। এই ছবিতে দীর্ঘ ১৪ বছর পর কামব্যাক করলেন অভিনেত্রী, রাজনীতিক শতাব্দী রায়। এছাড়া রয়েছেন ঋতাভরী চক্রবর্তী। গা ছমছমে ভৌতিক পরিবেশের স্বাদ পেতে দর্শক হলমুখী

বাংলায় হরর, থ্রিলার ঘরানার ছবির সংখ্যা ইদানীং বেড়েছে। সদ্য মুক্তি পেল এমনই একটি হরর ছবি। নাম 'বাৎসরিক'। মৈনাক ভৌমিক পরিচালিত এই ছবির নাম ঘোষণার দিন থেকেই বেশ চর্চিত, তার প্রধান কারণ হল টলিউডের এক সময়ের প্রথম সারির অভিনেত্রী শতাব্দী রায়ের এটা ছিল কামব্যাক ফিল্ম। জনপ্রিয় নেত্রী ও সাংসদ শতাব্দী ১৯৮৩ থেকে ২০১১ প্রায় তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বড়পর্দায় দাপিয়ে অভিনয় করেছেন। বাংলা ইন্ডাস্ট্রির নামজাদা নায়ক প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় থেকে তাপস পাল— সবার সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছেন। প্রায় ১৪ বছর পর তাঁর বড় পর্দায় ফেরা।

মৈনাকের 'বাৎসরিক' হল দুই নারীর গল্প। এই গল্প যতটা ভূতের, ঠিক ততটাই সম্পর্কের, ভালবাসারও আবার প্রিয়জনের প্রতি অন্ধ মোহাচ্ছন্নতা এবং নানা কুসংস্কারাচ্ছন্নতা থেকে বেরিয়ে আসারও। বেশ গা-ছমছমে এই বাংলা ছবির গল্প স্বপ্না এবং বৃষ্টি এই দুই নারীকে নিয়ে। সম্পর্কে তাঁরা ননদ এবং ভাজ বা ভাইয়ের বউ। স্বপ্নার ভাই নীল। ঘটনাচক্রে গাড়ি ড্রাইভ করার সময় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় নীলের। মৃত্যুর আগে একটা বড় পুরনো বাড়ি কিনেছিল নীল। সেই বাড়িতে এখন বৃষ্টি একাই থাকে। একদিন শোকাচ্ছন্ন ভাইয়ের বউয়ের সঙ্গে থাকতে আসে ননদ স্বপ্না। আসার পর স্বপ্না লক্ষ্য করে বাড়িতে ঘটছে কিছু অস্বাভাবিক, অতিপ্রাকৃত ঘটনা। সেই প্রথম এই বাড়িতে তাঁর ভাইয়ের আত্মার উপস্থিতি টের পায়। ঘটতে নানা অতিলৌকিক ঘটনা। মৃত ভাইয়ের 'বাৎসরিক' অবধি স্বপ্না থাকতে চায় ভাইয়ের বউয়ের সঙ্গেই, কারণ স্বপ্না চায় এমন দুঃস্বপ্নের বাড়ি বিক্রি করে বৃষ্টিকে স্বাভাবিক জীবনে ফেরাতে। স্বপ্না এবং বৃষ্টির গড়ে ওঠে একটা সম্পর্কের সমীকরণ। এরপর কী হবে সেটা তোলা থাক।

আটের দশক থেকে শতাব্দীকে দেখতে অভ্যস্ত দর্শক। কিন্তু কামব্যাক পর্বে এ যেন এক অন্য শতাব্দী। এতটা কঠিন চরিত্রে তাঁকে আগে কখনও দেখা যায়নি।

এতদিন পর আবার লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের মুখোমুখি অভিনেত্রী, সাংসদ, কবি। স্বাভাবিকভাবেই নতুন সবকিছু। তবুও তাঁর সহজাত অভিনয় ক্ষমতা একদম আগের মতোই আছে। কেমন অভিজ্ঞতা তাঁর— এই প্রসঙ্গে শতাব্দী বললেন, ''খুব ভাল অভিজ্ঞতা। মৈনাক খুব ভাল পরিচালক, সেইজন্যই ছবিটা করতে রাজি হয়েছিলাম। এরকম হরর ছবি আগে হয়নি যেখানে সম্পর্কই প্রধান। এছাড়া ছবিটা আমার বেছে নেওয়ার কারণ হল এটা নারীকেন্দ্রিক একটা ছবি। ছবিটা যে সত্যি ভাল হয়েছে সেটা প্রমাণও হয়ে গেছে। দর্শকদের ভাল লাগছে।''

'বাৎসরিক'-এ বৃষ্টির চরিত্রে ঋতাভরী খুব সাবলীল। শতাব্দী রায়ের সঙ্গে খুব সুন্দর সঙ্গত দিয়েছেন। ঋতাভরীর স্বামী নীলের চরিত্রে ঈশান মজুমদার অনবদ্য। শব্দে শিলাজিৎ চক্রবর্তী এবং মিউজিকে স্যাভি। শুভদীপ নস্করের সিনেমাটোগ্রাফি অসাধারণ। সব মিলিয়ে 'বাৎসরিক' নিঃসন্দেহে সফল বলা যেতে পারে।

মাঠে ময়দানে

20 June, 2025 • Friday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তোমাদের দলে কি মেয়েরা খেলতে পারে? ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশ্নে অস্বস্তিতে জুভেন্টাস ফুটবলাররা

মুকেশের তোপ

নয়াদিল্লি : ভারতের হয়ে তিনটি টেস্ট খেলে ফেলেছেন। ইংল্যান্ড সিরিজের স্কোয়াডে না থাকলেও, ভারত 'এ' দলের হয়ে ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে ভাল বল করেছিলেন। অথচ অতিরিক্ত বোলার হিসাবে হর্ষিত রানাকে টেস্ট স্কোয়াডে নেওয়া হলেও, ব্রাত্য মুকেশ কুমার। আর এতেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন বাংলার পেসার। ইনস্টাগ্রামে মুকেশ লিখেছেন, 'কর্মের ফল একদিন পাবেনই। আপনাকে শুধু নজরটা ঠিক রাখতে হবে। কর্ম কাউকে ক্ষমা করে না। যা করছেন, তা ঠিক একইভাবে ফেরত পাবেন।' মুকেশের এই পোস্ট জাতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীরের উদ্দেশে বলেই মনে করছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

নিশঙ্কা ১৮৭

গল : গল টেস্টে বাংলাদেশকে জবাব দিচ্ছে শ্রীলঙ্কা। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের ইনিংস ৪৯৫ রানে শেষ হওয়ার পর, পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, তৃতীয় দিনের শেষে ৪ উইকেটে ৩৬৮ রান তুলেছে তারা। ওপেনার পাথুম নিশঙ্কা ১৮৭ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেছেন। হাফ সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন দীনেশ চান্ডিমল। তিনি ৫৪ করে আউট হন। বিদায়ী টেস্ট খেলতে নামা অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুজের অবদান ৩৯। ক্রিজে রয়েছেন কামিন্দু মেন্ডিস (অপরাজিত ৩৭) এবং ধনঞ্জয় ডি'সিলভা (অপরাজিত ১৭)। বাংলাদেশের থেকে এখনও ১২৭ রানে পিছিয়ে শ্রীলঙ্কা। হাতে রয়েছে ৬ উইকেট।

চাপে বোকা

মায়ামি : ক্লাব বিশ্বকাপে বড় ধাক্কা খেল বোকা জুনিয়র্স। রেফারির দিকে তেড়ে যাওয়ার জন্য আর্জেন্টিনার ক্লাবের দুই ফুটবলার আন্দের হেরেরা ও নিকোলাস ফিগালকে চার ম্যাচের জন্য নির্বাসিত করেছে ফিফা। ক্লাব বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে বেনফিকার বিরুদ্ধে ২-২ ড্র করেছিল বোকা জুনিয়র্স। সেদিন মাথা গরম করে রেফারির দিকে তেড়ে গিয়ে লাল কার্ড দেখেন হেরেরা। এরপর ফিগালও লাল কার্ড দেখেন। ফলে দু'জনেই বায়ার্ন মিউনিখের বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন না। কিন্তু বোকার দুই ফুটবলারের শাস্তি আরও বাড়িয়ে দিল ফিফা। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর্জেন্টিনার ক্লাব।

পতৌদির ঐতিহ্য বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলাম : শচীন

লিডস, ১৯ জুন : পতৌদির নাম সরিয়ে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের ট্রফির নাম তেন্ডুলকর-অ্যান্ডারসন করা নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। এবার এই নিয়ে মুখ খুললেন স্বয়ং শচীন। তিনি সাফ জানিয়েছেন, পতৌদির ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখতে তিনি সবধরনের চেষ্টা করেছেন।

প্রসঙ্গত, পতৌদি ট্রফির নাম বদলের পরেই সরব হয়েছিলেন শচীন। মূলত তাঁর প্রচেষ্টাতেই স্থির হয়েছে, সিরিজজয়ী অধিনায়কের হাতে তুলে দেওয়া হবে পতৌদির নামাঙ্কিত মেডেল অফ এক্সেলেন্স। বৃহস্পতিবার সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শচীন বলেন, ''পতৌদি ট্রফির নাম বদলে আমার ও অ্যান্ডারসনের নামে হচ্ছে, এই খবর পাওয়ার পরেই আমি পতৌদি পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। কথা দিয়েছিলাম, পতৌদির ঐতিহ্য বাঁচানোর জন্য যা যা করণীয় করব।''

শচীনের সংযোজন, ''আইসিসি প্রেসিডেন্ট জয় শাহ, বিসিসিআই, ইসিবি— সবার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। ভারতীয় ক্রিকেটে পতৌদি পরিবারের অবদান যে অনস্বীকার্য, সেটা স্পষ্ট করে জানিয়েছিলাম। তার পরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সিরিজজয়ী অধিনায়ককে পতৌদি মেডেল দেওয়ার। তবে সিরিজের নাম বদলে সিদ্ধান্ত পুরোপুরিভাবে দু'দেশের বোর্ডের, আমি শুধু সবটা দিয়ে চেষ্টা করেছি, পতৌদির ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য।'' শুক্রবার থেকে হেডিংলেতে শুরু হচ্ছে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ। আর এই সিরিজেই টেস্ট অধিনায়ক হিসাবে অভিষেক ঘটছে শুভমন গিলের। শচীন বলছেন, ''গিলকে সময় এবং সমর্থন দুটোই দিতে হবে। আমার মতে, গিলের উচিত নিজের সিদ্ধান্তে ফোকাস রাখা। ড্রেসিংরুমে দলের পরিকল্পনা সতীর্থদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে হবে। তার পর মাঠে নেমে, সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী পারফর্ম করতে হবে।'' এদিকে, বৃহস্পতিবারই হেডিংলেতে উন্মোচিত হল তেন্ডুলকর-অ্যান্ডারসন ট্রফি।

নিজেদের নামাঙ্কিত ট্রফি নিয়ে অ্যান্ডারসন ও শচীন। বৃহস্পতিবার লিডসে।

কঠিন কাজে সময় নাও, শুভমনকে বার্তা শাস্ত্রীর

দুবাই, ১৯ জুন : লাল বলের ক্রিকেটে প্রথমবার ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিতে চলেছেন শুভমন গিল। টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে অভিষেকের প্রাক মুহূর্তে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন হেড কোচ রবি শাস্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিলেন শুভমনকে। প্রাক্তন তারকা জানিয়েছেন, তরুণ ব্যাটারকে একটি কঠিন কাজ করতে বলা হয়েছে। ধৈর্য ধরে এগোতে হবে, সময় নিতে হবে।

ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্টে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার কাজটা যে খুব কঠিন, তা মনে করিয়ে দিয়ে ২৫ বছরের গিলের উদ্দেশে শাস্ত্রীর মন্ত্র, ''আমি মনে করি, অধিনায়ক ও ব্যাটার হিসেবে তাকে সময় নিতে হবে। এটা সহজ কাজ নয়। একটা কঠিন কাজ দেওয়া হয়েছে। যেখানে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিতে হবে ইংল্যান্ডের মাটিতে পাঁচ টেস্টের সিরিজে।''

টেস্টে শুভমনের রেকর্ড বেশ সাধারণ। ৩২ টেস্টে এখনও পর্যন্ত ১৮৯৩ রান করেছেন ৩৫.০৫ গড়ে। তবে শাস্ত্রী আশাবাদী নেতা ও ব্যাটার শুভমনকে নিয়ে। প্রাক্তন ভারতীয় অলরাউন্ডার মনে করেন, ইংল্যান্ড সফর গিলের কেরিয়ারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। শাস্ত্রী বলেছেন, ''এই সফর থেকে শুভমন শিখবে। অভিজ্ঞতা বাড়বে। আইপিএলে গুজরাট টাইটান্সের অধিনায়ক এবং ব্যাটার হিসেবে তাকে দেখে ভাল লেগেছে। বেশ শান্ত এবং জমাট দেখিয়েছে। টেম্পারামেন্টও বেশ ভাল ছিল।''

শাস্ত্রী আরও বলেছেন, ''আইপিএলে এবার শুভমনকে দেখে অনেক পরিণত মনে হয়েছে। ট্যাকটিক্যাল সচেতনতাও দেখিয়েছে। সফরে তার চারপাশে কয়েকজন তরুণ খেলোয়াড় থাকবে। সিরিজটা যেমন তার কাছে পরীক্ষা, তেমনই শেখার সুযোগও।''

ক্লাব বিশ্বকাপ খেলার প্রস্তাব ছিল : নেইমার

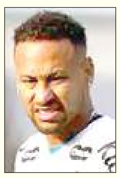

সাও পাওলো, ১৯ জুন : চলতি ক্লাব বিশ্বকাপে খেলছে, এমন কয়েকটা ক্লাব তাঁকে পেতে আগ্রহী ছিল। দাবি নেইমার দ্য সিলভার! নেইমার বলছেন, ''এই মুহূর্তে শারীরিকভাবে ভাল জায়গায় রয়েছি। ক্লাব বিশ্বকাপে খেলার জন্য কয়েকটি ক্লাব আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। এদের মধ্যে ফ্লুমিনেন্সের সঙ্গে কথাবার্তা তো অনেকটাই পাকা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রস্তাব ফিরিয়ে দিই।'' ব্রাজিলীয় তারকা আরও বলেছেন, ''আমি আরও কিছুদিন ট্রেনিং চালিয়ে যেতে চাই। শারীরিকভাবে আমি ১০০ শতাংশ ফিট। কিন্তু ম্যাচ প্র্যাকটিসের অভাব রয়েছে। তাই মাঠে ফেরার আগে আরও ভাল করে নিজেকে তৈরি করতে চাই।''

নাসেরদের সেরা দলে নেই বিরাট-রুট

লন্ডন, ১৯ জুন : স্কাই স্পোর্টসে ভারত ও ইংল্যান্ড মিলিয়ে নিজেদের পছন্দের সেরা একাদশ বেছে নিলেন নাসের হুসেন ও মাইক আথারটন। টাইমলাইন ছিল ২০০০ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত। আর ইংল্যান্ডের দুই প্রাক্তন অধিনায়কের বেছে নেওয়া দল থেকে বাদ পড়লেন বিরাট কোহলি ও জো রুট!

এই দলের ওপেনার হিসাবে দু'জনে বেছেছেন বীরেন্দ্র শেহবাগ ও অ্যালেস্টার কুককে। তিন ও চারে যথাক্রমে রাহুল দ্রাবিড় ও শচীন তেন্ডুলকর। পাঁচে কেভিন পিটারসেন। ছয়ে অলরাউন্ডার বেন স্টোকস। তিনিই দলকে নেতৃত্ব দেবেন। সাতে উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসাবে

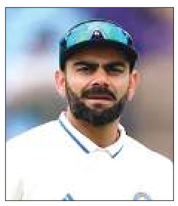

নাসের ও আথারটনের ভোট পেয়েছেন ঋষভ পন্থ। একমাত্র স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। এছাড়া তিন পেসার জেমস অ্যান্ডারসন, জসপ্রীত বুমরা ও স্টুয়ার্ট ব্রড।

তাঁদের বেছে নেওয়া দল নিয়ে বিতর্ক হবে, সেটা বিলক্ষণ জানতেন নাসের ও অথারটন। তাই দল বেছে নেওয়ার পর নাসেরকে বলেছেন, ''জানি, বিরাট ও রুট হতাশ হবে। কিন্তু আমাদের মতে এটাই ২০০০ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ভারত-ইংল্যান্ডের সম্মিলিত সেরা এগারো। দু'দেশের সেরা ক্রিকেটারদেরই বেছে নেওয়া হয়েছে।''

হুসেন আরও বলেন, ''ওপেনিংয়ে রোহিতের নামও উঠেছিল। কিন্তু শেহবাগকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। বাঁ হাতি কুকের সঙ্গে ওর জুটিটা অসাধারণ ব্যাটিং কম্বিনেশন। তিন নম্বরে দ্রাবিড়, বিরাট ও রুটের মধ্যে লড়াই ছিল। দ্রাবিড় যেহেতু তিন নম্বরেই অধিকাংশ ম্যাচ খেলেছে, তাই ওকেই বেছে নিয়েছি। চারে শচীন ছাড়া অন্য কাউকে ভাবা সম্ভব ছিল না।''

রেকর্ড দামে বিক্রি হয়ে গেল লেকার্স

লস অ্যাঞ্জেলস, ১৯ জুন : ৮৬ হাজার কোটি টাকায় বিক্রি হয়ে যাচ্ছে এনবিএ-র ইতিহাস বিজড়িত লস অ্যাঞ্জেলস লেকার্স। আমেরিকার ক্রীড়া ইতিহাসে আর কোনও স্পোর্টস টিমের এত দাম ওঠেনি।

এনবিএ-র ইতিহাসে লেকার্স এক বিশাল জায়গা জুড়ে রয়েছে। তাদের ফ্যান বেস সাঙ্ঘাতিক। ম্যাজিক জনসন, শাকিল ওনিল, কোবে ব্রায়ান্ট, লেব্রন জেমসের মতো কিংবদন্তিরা সবাই এই ক্লাবের হয়ে সাড়া ফেলেছেন। জানা গিয়েছে ৪৬ বছর ধরে যারা লেকার্সের মালিকানা ধরে রেখেছিল, সেই বাস ফ্যামিলি এবার মালিকানা তুলে দিচ্ছে ধনকুবের মার্ক ওয়াল্টারের হাতে। যাঁর আগে থেকেই লেকার্সের সামান্য শেয়ার ছিল। তবে পরিচালন ক্ষমতা ছেড়ে দিলেও জেনি বাস লেকার্সের গভর্নর হিসাবে থেকে যাবেন।

এনবিএ জায়ান্ট লেকার্সের হাত বদল নিয়ে জনসন বলেছেন, লেকার্সের ফ্যানেদের এতে খুশি হওয়া উচিত। প্রসঙ্গত, জনসন নিজেও ওয়াল্টারের ব্যবসায়িক পার্টনার। তিনি বলেছেন, লেকার্সের লেগাসি ধরে রাখতে ওয়াল্টারই হলেন আদর্শ লোক। ১৯৭৯-এ জেরি বাস লেকার্সকে কিনেছিলেন। এরপরই সারা বিশ্বে পরিচিত হয়ে যায় লস অ্যাঞ্জেলস লেকার্স। বাসের জমানায় ১১বার এনবিএ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে লেকার্স। কোবে ব্রায়ান্ট, লেব্রন জেমসরা লম্বা সময় ধরে কোর্টে লেকার্সের হয়ে ছাপ ফেলে গিয়েছেন। লেব্রন অবশ্য এখনও পুরোদস্তুর খেলার মধ্যে রয়েছেন। ২০২১-এ ওয়াল্টার লেকার্সের অল্প কিছু শেয়ার কিনেছিলেন। তাঁর হাতে পরে ফ্র্যাঞ্চাইজি দল আরও ইতিহাস গড়তে পারে কিনা সেটাই এখন দেখার। আমেরিকায় এর আগে ৬.১ বিলিয়নে বিক্রি হয়েছিল বস্টন সেলটিক। ২০২৩-এ ৬.৫ বিলিয়নে বিক্রি হয় ওয়াশিংটন কমান্ডারস। এবার ১০ বিলিয়নে লেকার্সের হাত বদল সব রেকর্ডকে পিছনে ফেলে দিয়েছে।

লেকার্স তারকা লেব্রন জেমস।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

20 June, 2025 • Friday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২০ জুন
২০২৫
শুক্রবার

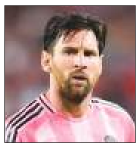

মেসিকে নিয়ে অনিশ্চয়তা নেই। খেলবেন এফসি পোর্তোর বিরুদ্ধে। জানাল ইন্টার মায়ামি

হাসপাতালে এমবাপে, ড্র রিয়ালের

মায়ামি, ১৯ জুন : রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হিসাবে অভিষেক ম্যাচ জিততে ব্যর্থ জাবি আলোন্সো। ক্লাব বিশ্বকাপে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালের সঙ্গে ১-১ ড্র করেছে রিয়াল। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি বাঁচিয়ে নায়ক সৌদি ক্লাবের মরোক্কান গোলকিপার ইয়াসিন বুনু। যিনি কাতার বিশ্বকাপেও দুরন্ত গোলকিপিং করে সবার নজর কেড়েছিলেন।

মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে আয়োজিত ম্যাচে মাঠে নামার আগেই ধাক্কা খেয়েছিল রিয়াল। জ্বরের জন্য মাঠে নামতে পারেননি কিলিয়ান এমবাপে। দলের সেরা অ্যাটাকার না থাকায়, রিয়ালের আক্রমণও সেভাবে দানা বাঁধেনি। উল্টে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছে আল হিলাল। সৌদি ক্লাবের কোচের দায়িত্ব সবে নিয়েছেন সিমোনে ইনজাঘি। তবে অল্প সময়েই দলকে মোটামুটি গুছিয়ে নিয়েছেন ইতালীয় কোচ। ১৯ মিনিটেই আল হিলালের মার্কোস লিওনার্দোর শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কয়েক মিনিট পরেই রিয়ালের জালে বল জড়িয়েছিলেন আল হিলালের ব্রাজিলীয় সাইডব্যাক রেনান লোডি। কিন্তু অফসাইডের জন্য তা বাতিল হয়।

ভালভার্দের পেনাল্টি বাঁচাচ্ছেন বুনু। ক্লাব বিশ্বকাপে রিয়াল বনাম আল হিলাল ম্যাচে।

৩৪ মিনিটে এমবাপের জায়গায় দলে ঢোকা তরুণ স্ট্রাইকার গঞ্জালো গার্সিয়ার গোলে এগিয়ে গিয়েছিল রিয়াল। কিন্তু ৪১ মিনিটেই পেনাল্টি থেকে সেই গোল শোধ করে দেন আল হিলালের পর্তুগিজ মিডফিল্ডার রুবেন নাভাস। বিরতির পর অবশ্য রিয়ালের খেলায় কিছুটা উন্নতি হয়। ৮৭ মিনিটে রিয়ালের ফ্রান গার্সিয়াকে নিজেদের বক্সের মধ্যে ফাউল করেছিলেন আল হিলালের মহম্মদ আলকাহতানি। রেফারি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু ফেডেরিকো ভালভার্দের নেওয়া শট দারুণভাবে বাঁচিয়ে ম্যাচের নায়ক বনে যান আল হিলালের গোলকিপার বুনু।

এমবাপেকে পেটের সমস্যায় পরে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। টুর্নামেন্টে এরপর তিনি খেলতে পারবেন কিনা সন্দেহ। এদিকে, ম্যাচের পর রিয়াল কোচ জাবির বক্তব্য, ''পরিস্থিতি বদলাতে কিছুটা সময় লাগবে। তবে দ্বিতীয়ার্ধে আমরা ভাল খেলেছি। প্রস্তুতির জন্য মাত্র ৯ দিন সময় পেয়েছিলাম। ক্লাব বিশ্বকাপের মতো বড় টুর্নামেন্টের জন্য যথেষ্ট নয়।'' রিয়াল প্রথম ম্যাচে হোঁচট খেলেও, জয় দিয়ে অভিযান শুরু করেছে জুভেন্টাস। আল আইড়কে ৫-০ হারিয়েছে তারা। জুভেন্টাসের হয়ে জোড়া গোল করেন কোলো মুয়ানি ও ফ্রান্সিসকো কনসিসাও। অপর গোলটি কেনান ইলদিজের। অন্য ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ২-০ হারিয়েছে মরক্কোর ক্লাব উইদাদ এসসিকে। ফিল ফোডেন ও জেরেমি ডকু গোল করেন।

প্যারিসেও আজ নীরজ বনাম ওয়েবার

প্যারিস, ১৯ জুন : দু'বারের অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া চলতি মরশুমে প্রথম খেতাব জয়ের লক্ষ্যে শুক্রবার রাতে নামছেন প্যারিস ডায়মন্ড লিগে। ভারতীয় সময় গভীর রাতে নীরজের ইভেন্ট শুরু স্তাদ সেবাস্তিয়েন শার্লেতি স্টেডিয়ামের ট্র্যাকে। দীর্ঘ ৮ বছর পর নীরজ নামছেন প্যারিস ডায়মন্ড লিগে। গত মাসে দোহা ডায়মন্ড লিগে কেরিয়ারে প্রথমবার ৯০ মিটারের উপর দূরত্বে জ্যাভলিন ছুঁড়েও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি নীরজ। জার্মান তারকা জুলিয়ান ওয়েবার খেতাব ছিনিয়ে নেন। ৯০.২৩ মিটার জ্যাভলিন ছুঁড়ে দ্বিতীয় স্থান পান নীরজ। সপ্তাহখানেক পর পোল্যান্ডের প্রতিযোগিতাতেও সেই ওয়েবারের কাছে হেরে ফের দ্বিতীয় স্থান পান ভারতীয় তারকা। এবার প্যারিসে নীরজের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রাস্তায় ফের কাঁটা বিছিয়ে দিতে পারেন সেই ওয়েবার। ফলে মরশুমের তৃতীয় প্রতিযোগিতাতেও নীরজ বনাম ওয়েবার মূল আকর্ষণ হতে যাচ্ছে। আয়োজকদের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ''পাঁচ জন থ্রোয়ার যারা ৯০ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন ছুঁড়েছেন তাঁরা অংশ নিচ্ছেন প্রতিযোগিতায়।''

আই লিগের জন্য ব্রাইটকে দলে নিল ডায়মন্ড হারবার

প্রতিবেদন : চার বছর আগে রবি ফাওলারের কোচিংয়ে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে আইএসএলে খেলে যাওয়া নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড ব্রাইট এনোবাখারেকে সই করিয়ে চমক দিল ডায়মন্ড হারবার এফসি। আই লিগের জন্য প্রথম বিদেশি রিক্রুট করল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব। তাও আবার আইএসএলে অভিষেক মরশুমে নজরকাড়া ২৭ বছরের ব্রাইটকে দলে নিয়ে। প্রথম বছরেই আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে আইএসএলে উঠতে মরিয়া ডায়মন্ড হারবার শক্তিশালী দল গড়ার ক্ষেত্রে কোনও খামতি রাখছে না।

লাল-হলুদ জার্সি গায়ে ব্রাইট ১২ ম্যাচে ৩ গোল করার পাশাপাশি গতি, ড্রিবলিংয়ে মুগ্ধ করেছিলেন দর্শকদের। তিলক ময়দানে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে মাঝমাঠ থেকে বল নিয়ে প্রতিপক্ষের গোলকিপার-সহ চার খেলোয়াড়কে মাটি ধরিয়ে ব্রাইটের বিস্ময়-গোল এখনও ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের স্মৃতিতে টাটকা। অল্প দিনেই ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের নয়নের মণি হয়ে উঠেছিলেন। এবার ডায়মন্ড হারবারকে আই লিগ থেকে আইএসএলে তোলার চ্যালেঞ্জ ব্রাইটের কাঁধে।

উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স থেকে উঠে আসা ব্রাইট গত দুই মরশুম খেলেছেন কাতারের দ্বিতীয় ডিভিশনের ক্লাব আই বিদ্দা ক্লাবে। সেখানে ১৮ ম্যাচে ৭ গোল করেছেন নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকার। সেকেন্ড স্ট্রাইকার হিসেবেও সফল ব্রাইট। বিদেশি বাছাইয়ে কোচ কিবুর পছন্দই চূড়ান্ত। চোরা গতি, স্কিল, গোল করার দক্ষতার জন্যই ব্রাইটকে দলে নিতে উৎসাহিত হন কিবু। জবি জাস্টিন, গিরিক খোসলা, নরহরি শ্রেষ্ঠাদের পাশে ব্রাইটের অন্তর্ভুক্তি আই লিগে ডায়মন্ড হারবারের আক্রমণভাগকে ধারালো করবে সন্দেহ নেই।

আই লিগের জন্য শক্তিশালী দল গড়ছে ডায়মন্ড হারবার। গতবারের আই লিগ টু চ্যাম্পিয়ন দলের কোর গ্রুপকে ধরে রাখার পাশাপাশি নতুন কয়েকজন ভারতীয় ফুটবলার এবং বিদেশি সই করাচ্ছে ক্লাব। আইএসএলের ক্লাব পাঞ্জাব এফসি থেকে স্টপার মেলরয় আসিসি'কে ইতিমধ্যেই সই করিয়েছে তারা। হায়দরাবাদ এফসি থেকেও ফুটবলার নিচ্ছে কিবুর দল। নর্থইস্ট ইউনাইটেড থেকে গোলকিপার মিরশাদ মিচুকেও নিয়েছে ডায়মন্ড হারবার। চানমারি এফসি-র মিডফিল্ডার পল রামফানজোভাকে সই করানো হয়েছে। কলকাতা লিগের পাশাপাশি সিনিয়র দল নিয়ে সবার আগে আই লিগের প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছে কিবুর দল।

ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ব্রাইট ফের কলকাতার ক্লাবে।

আইএসএলের ভবিষ্যৎ নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তা

মুম্বই, ১৯ জুন : আসন্ন মরশুমে (২০২৫-২৬) ইন্ডিয়ান সুপার লিগের (আইএসএল) আকাশে অনিশ্চয়তার কালো মেঘ। সম্প্রতি ক্লাবগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে আয়োজক এফএসডিএল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট (এমআরএ) নিয়ে পুরোপুরি সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত নতুন মরশুমের আইএসএল শুরু করা সম্ভব নয়। কারণ, সুপ্রিম কোর্ট আগেই নির্দেশ দিয়েছে, সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সংশোধিত সংবিধান আদালত অনুমোদন না করা পর্যন্ত এফএসডিএল-এর সঙ্গে চুক্তি (এমআরএ) নবীকরণ নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। দেশের সেরা লিগ অনিশ্চিত হয়ে পড়লে ভারতীয় ফুটবল আরও আঁধারে ডুববে।

২০১০ সালে এআইএফএফ-এর সঙ্গে রিলায়েন্স এবং স্টারের মধ্যে ১৫ বছরের মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট (এমআরএ) হয়। আইএসএল পরিচালনার জন্য তৈরি হয় ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (এফএসডিএল)। এই চুক্তি অনুযায়ী এতদিন ধরে এফএসডিএল-এর কাছ থেকে প্রতি বছর ৫০ কোটি টাকা পেয়েছে এআইএফএফ। ১৫ বছরের চুক্তি শেষ হচ্ছে ডিসেম্বরে। কিন্তু আইএসএল ১৪ সেপ্টেম্বর শুরু হয়ে শেষ হওয়ার কথা আগামী বছরের এপ্রিল মাসে। এমআরএ চুক্তি নবীকরণ না হলে ডিসেম্বরের পর কীভাবে চলবে আইএসএল? এই অবস্থায় ১৪ সেপ্টেম্বর আইএসএল শুরু হওয়া নিয়ে ঘোর সংশয়। তবে এফএসডিএল-এর সঙ্গে মিটিংয়ে থাকা এক ক্লাব কর্তার দাবি, এবারের আইএসএল হবেই। এরপর কী হবে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়।

নজর এখন সুপ্রিম কোর্টে। ১৪ জুলাই আদালত খুললে ফেডারেশনের সংশোধিত সংবিধানে অনুমোদনের মাধ্যমে নির্বাচন করার রায় দেওয়া হবে। সংবিধান অনুমোদনের দিন থেকে ছ'মাসের মধ্যে নির্বাচন করার কথা। তারপর নতুন কমিটি এফএসডিএল-এর সঙ্গে চুক্তি নবীকরণ নিয়ে কথা বলতে পারে। সেটা হলে তো বছর ঘুরে যাবে। তার আগে তো ফুটবল মরশুম শুরু হয়ে যাবে। কয়েকটি ক্লাব নাকি এফএসডিএল-কে জানিয়েছে, তাদের পক্ষে ডুরান্ড কাপে দল নামানো কঠিন। দলগঠনে ধীরে চলো নীতি নিচ্ছে একাধিক ক্লাব।

১৯ জুলাই লিগের ডার্বি

প্রতিবেদন : কলকাতা লিগের ডার্বি ১৯ জুলাই। ডুরান্ডের আগেই মরশুমের প্রথম বড় ম্যাচ। তবে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের যুব দলের মধ্যে ডার্বির ভেনু এখনও ঠিক হয়নি। বড় ম্যাচ বারাসতে করতে চায় আইএফএ। ডুরান্ডের আগে পর্যন্ত সূচি প্রকাশ করল আইএফএ। প্রথম ম্যাচ বাই পাচ্ছে মোহনবাগান ও ডায়মন্ড হারবার এফসি। ২৫ জুন লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি কালীঘাট এমএস ও বিএসএস। ম্যাচ নৈহাটিতে। ২৭ জুন ইস্টবেঙ্গল অভিযান শুরু করছে নৈহাটিতে মেসারার্সের বিরুদ্ধে। ২৯ জুন মহামেডানের প্রথম ম্যাচ পিয়ারলেসের বিরুদ্ধে ব্যারাকপুরে। ৩০ জুন মোহনবাগানের প্রথম ম্যাচ নৈহাটিতে পুলিশ এসি-র বিরুদ্ধে। ২ জুলাই ডায়মন্ড হারবার অভিযান শুরু করবে শ্রীভূমির বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে।

মাঠে ময়দানে

20 June, 2025 • Friday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তাঁর আর অ্যান্ডারসনের নামে ট্রফি তাই হেডিংলেতে শচীন। কথা বললেন ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে

নেই বিরাট-রোহিত

ভারত দুর্বল দল ভাবছি না : স্টোকস

লিডস, ১৯ জুন : বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে ছাড়াই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলবে ভারত। যদিও প্রতিপক্ষ শিবিরকে হালকাভাবে নিতে রাজি নন বেন স্টোকস। হেডিংলে টেস্টের ২৪ ঘণ্টা আগে সাংবাদিক বৈঠকে এসে ইংল্যান্ড অধিনায়ক সাফ জানালেন, তিন তারকা না থাকলেও ভারত মোটেই দুর্বল দল নয়। স্টোকসের বক্তব্য, ''রোহিত, বিরাট, অশ্বিন নেই বলে ভারতকে হাল্কাভাবে নেওয়ার প্রশ্নই নেই। একঝাঁক প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে ওদের। তাই সহজেই সিরিজ জিতব, এটা মোটেই ভাবছি না।'' তিনি আরও বলেছেন, ''এটা ঘটনা, ওরা তিনজনই দেশের হয়ে অসাধারণ পারফরম্যান্স করেছে। তবে বাকি যারা রয়েছে, তারাও যথেষ্ট ভাল। কারণ ভারতীয় ক্রিকেটে প্রতিভার কোনও অভাব নেই।'' ফিটনেস সমস্যায় সিরিজে মাত্র তিনটে টেস্ট খেলবেন জসপ্রীত বুমরা। যদিও ভারতীয় পেসারকে নিয়ে স্টোকসের মুখে সমীহের সুর। তিনি বলছেন, ''ভারতীয় বোলিংকে নেতৃত্ব দেবে বুমরা। ও অসাধারণ বোলার। তবে দলে এগারোজন ক্রিকেটার থাকে। আর দলগত পারফরম্যান্সই ম্যাচ জেতায়।'' স্টোকসের সংযোজন, ''তবে বুমরা বল হাতে বুমরা কতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, সেটা আমরা জানি। রেকর্ডই ওর হয়ে কথা বলছে। এই সিরিজে বুমরা যে আমাদের ব্যাটারদের সবথেকে বড় হুমকি, সেটাও জানি। তবে বাকি ভারতীয় বোলাররাও যথেষ্ট ভাল। তাই শুধু বুমরাতে ফোকাস না করে পুরো ভারতীয় বোলিংকে সমীহ করছি।'' অন্যদিকে, চোটের কারণে নিজেদের সেরা চার জোরে বোলারকে পাচ্ছে না ইংল্যান্ড। এই পরিস্থিতিতে ভরসা ক্রিস ওকস। স্টোকস বলছেন, ''আমি ও ব্রেন্ডন ম্যাকালাম অধিনায়ক এবং কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর, ওকস খেলেছে, এমন একটাও টেস্ট ম্যাচ আমরা হারিনি। ও-ই আমাদের বোলিংয়ের নেতৃত্ব দেবে।'' ব্যাটিংয়ে শেষ টেস্টে ১৭১ রান করা ও লি পোপের উপর ভরসা রাখছেন স্টোকস।

হেডিংলেতে আজ তারুণ্য বনাম বাজবল

লিডস, ১৯ জুন : শুক্রবার ২৭ ডিগ্রির মতো তাপমাত্রা থাকবে বলে হাওয়া অফিসের খবর। সপ্তাহ শেষে সেটা ৩০ হতে পারে। বিলেতে এটা নাকি বেশ অস্বাভাবিক। এই সময় এত গরম পড়ে না।

ওসব দেশে ৪০ ডিগ্রি পর্যন্ত কেউ অপেক্ষা করে না। ৩০-এই পালাই-পালাই অবস্থা। তা পালাবেন আর কোথায়, লোকজন ভিড় করবেন জলের ধারে। প্রাক্তন ক্রিকেটার গ্রাহাম গুচ ও নিক নাইট বলে দিয়েছেন, এটা একেবারে অস্বাভাবিক গরম। আর এই গরমটা নাকি ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ জুড়েই চলবে।

মনে হতে পারে তাহলে অ্যাডভান্টেজ ইন্ডিয়া। নতুন অধিনায়ক সাগর পেরিয়ে হোম কন্ডিশন পাবেন। কিন্তু শুভমনের জন্য চাপ তবু থাকছে। এক তো ইংল্যান্ডে খুব খারাপ গড় নিয়ে খেলতে নামছেন। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের চুলচেরা বিশ্লেষণ হবে। তার উপর তিনি রোহিত শর্মার জুতোয় পা গলিয়েছেন। হয়তো বিরাট কোহলি লন্ডনেই আছেন, কিন্তু টেস্ট ক্যাপ খুলে ফেলেছেন বলে তাঁর সাহায্যও পাওয়ার উপায় নেই।

দুটো প্রশ্ন— ভারতীয় দল ইংল্যান্ড গিয়েছে। এক, বুমরা ক'টি টেস্ট খেলবেন। আর চারে বিরাটের জায়গায় কে ব্যাট করবেন। দুটো উত্তরই মোটামুটি পাওয়া গিয়েছে। বুমরা তিন টেস্টের বেশি খেলবেন না। আর চারে নামবেন শুভমন। কিন্তু তিনে কে, এই ধাঁধার উত্তর নিয়েই তুমুল চর্চা চলছে। দুটো নাম রয়েছে। ভেটারেন করুণ নায়ার ও বছর তেইশের তরুণ তুর্কি সাই সুদর্শন।

নতুন জুটির যাত্রা শুরু আজ। হেডিংলেতে প্র্যাকটিসের ফাঁকে শুভমন ও গম্ভীর। বৃহস্পতিবার।

করুণের পাশে অভিজ্ঞতা আছে। গোটা ছয়েক টেস্ট খেলেছেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩০৩ নট আউট ছিলেন। সেই তুলনায় সুদর্শনের কাছে আইপিএলের আরেঞ্জ ক্যাপ ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু ফর্ম তাঁর সঙ্গে যাচ্ছে। নেটেও তাঁকে দেখে টিম ম্যানেজমেন্ট সন্তুষ্ট বলে খবর। বুমরা, সিরাজ, প্রসিধকে অবলীলায় খেলেছেন। যশস্বী ও রাহুল শুরুতে। চারে শুভমন। পাঁচে ঋষভ। তিনে সুদর্শন কিন্তু ফিট করে যেতে পারেন বলে শোনা যাচ্ছে।

করুণ সাত বছর পর ভারতীয় দলে ফিরেছেন। ইংল্যান্ড লায়নসের বিরুদ্ধে ডাবল সেঞ্চুরি করেছেন। কিন্তু নেটে তাঁকে স্বচ্ছন্দ লাগছে না। বুমরা, সিরাজ তাঁকে বিস্তর ভুগিয়েছেন। প্রসিধ উইকেট থেকে প্রচুর বাউন্স পেয়েছেন। এমনই একটা বল আগেরদিন করুণের হাতে লেগেছে। সাপোর্ট স্টাফদের দৌড়ে আসতে হয়েছে। করুণ অবশ্য এরপর আবার ব্যাট করেছেন। কিন্তু স্পিনারদের বিরুদ্ধে ঠিকঠাক খেলতে পারেননি। অযথা সুইপ মারতে গিয়ে বিপদ ডেকে এনেছেন।

এরকম গরমে বল পরের দিকে ঘুরতে পারে। সেক্ষেত্রে ভারত কি দুই স্পিনারে যাবে? একসঙ্গে খেলবেন জাদেজা ও কুলদীপ? তবে একটা ব্যাপার মোটামুটি পরিষ্কার। বাঁহাতি অর্শদীপের হয়তো হেডিংলেতে অভিষেক হচ্ছে না। ভারত তিন পেসারে গেলে বুমরা, সিরাজ, প্রসিধের খেলার সম্ভাবনা। তবে উইকেটে যে ঘাস আছে তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। সেটা কাটা হয়ে গেলে এক, নাহলে আরেক। হয়তো নীতীশকে চতুর্থ সিমার ভেবে খেলিয়ে দেওয়া হতে পারে। যায় হোক না কেন, দল নিয়ে সবমিলিয়ে ধন্দ কিন্তু থাকছেই।

ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস আর একবার বাজবলের বাজনা বাজিয়েছেন। অর্থাৎ আক্রমণাত্মক ক্রিকেট চলবে। এই মাঠে ২০১৯-এ জ্যাক লিচের সঙ্গে মহাকাব্যিক পার্টনারশিপ খেলে ইংল্যান্ডকে জিতিয়েছিলেন স্টোকস। নিজে করেছিলেন ১৩৫ রান। তিন বছর তিনি অধিনায়ক। কিন্তু এবার ঘরের মাঠে বুমরার চ্যালেঞ্জের সামনে পড়েছেন। স্টোকস এমনিতেই প্রথম দলের একঝাঁক ফাস্ট বোলারকে না পেয়ে চাপে। তার উপর বুমরার এই চাপ। ভারতের অনভিজ্ঞ দলের সামনেও ইংল্যান্ড তাই বেশ চাপে।

নেতা শুভমনের ঝুলিতে রোহিত-বিরাটের পরামর্শ

লিডস, ১৯ জুন : তাঁদের হাতে গোটা দুয়েক কম্বিনেশন রেডি। তবে টেস্টের আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলন করতে এসে সেটা খোলসা করেননি শুভমন গিল। তিনি বললেন, দল নিয়ে আমাদের একটা-দুটো প্ল্যান তৈরি আছে। কিন্তু আগে উইকেট দেখি। সিদ্ধান্ত তারপর নেব।

হেডিংলের উইকেটে ঘাস আছে। আর সেটা যদি শেষ পর্যন্ত থাকে তাহলে সিমাররা নিশ্চিতভাবে সুবিধা পাবে। হয়তো প্রসিধ কৃষ্ণ দলে আসবেন। অর্শদীপকে অপেক্ষা করতে হবে। শুক্রবার শুভমন হেডিংলেতে বেন স্টোকসের সঙ্গে টস করতে নামবেন। এদিন প্রি ম্যাচ কনফারেন্সে শুভমন সেটা নিয়ে বলছিলেন, টেস্ট দলের নেতৃত্ব পাওয়া খেলোয়াড় হিসাবে সবথেকে বড় সম্মান। একজন প্লেয়ার এর বেশি কিছু পেতে পারে না। এটা এমন এক ব্যাপার যা সবাই স্বপ্ন দেখে। আর দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারার থেকে বড় সম্মান আর কিছু হতে পারে না।

রোহিত শর্মা অবসর নেওয়ার পর ইংল্যান্ড সিরিজে অধিনায়ক করা হয়েছে শুভমনকে। এর আগে জিম্বাবোয়েতে তিনি সাদা বলে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। শুভমন ইংল্যান্ডে এমন একটি দলের নেতৃত্ব দেবেন, যেখানে রোহিত, বিরাট ও অশ্বিন নেই। বুমরা, রাহুলকে বাদ দিলে সাদা চোখে তরুণ দলই। শুভমন বলছিলেন, আমি আইপিএলের সময় রোহিত ভাই ও বিরাট ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। দু'জনেই ইংল্যান্ডে তাঁদের খেলার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন। শুভমন মনে করেন, প্রাক্তন দুই টেস্ট অধিনায়কের পরামর্শ তাঁকে মাঠে দাঁড়িয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

২৫ বছরের পাঞ্জাব ক্রিকেটার এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি বিরাটের জায়গায় চারে ব্যাট করবেন। শুভমন বলেছেন, বিরাট ভাই অবসর নেওয়ার পর আমার সঙ্গে জিজি ভাইয়ের (গম্ভীর) কথা হয়েছিল। তখনই অনেকটা ঠিক হয়ে যায় কোথায় ব্যাট করতে পারি। এদিকে, এই টেস্ট থেকেই নতুন টেস্ট সাইকেলে ঢুকে পড়ছে ভারত। শুভমনকে সেটা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আগস্ট পর্যন্ত দেখতে হবে আমরা কেমন খেলি। তারপর এটা নিয়ে বলা যাবে। এছাড়া সিরিজ নিয়ে শুভমনের বক্তব্য, আমি সিরিজে সেরা ব্যাটার হতে চাই। আমি এভাবেই প্রস্তুতি নিয়েছি।

রোহিত, বিরাটের অনুপস্থিতিতে ভারতীয় ড্রেসিংরুমে শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে নতুন যুগ। শুভমন জোর দিচ্ছেন নিরাপত্তা ও সবার মধ্যে পাশে দাঁড়ানোর মনোভাবের দিকে। তাঁর কথায়, আমরা এমন এক ড্রেসিংরুম চাই যেখানে সবাই নিরাপদ বোধ করবে।

দুই স্তম্ভ নেই, অদ্ভুত অনুভূতি রাহুলের

লিডস, ১৯ জুন : বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাহীন ভারতীয় ড্রেসিংরুম অদ্ভুত লাগছে কে এল রাহুলের। সবাইকে চমকে দিয়ে, টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন দুই ভারতীয় মহাতারকা। ফলে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিরাট-রোহিতকে ছাড়াই খেলতে হবে টিম ইন্ডিয়াকে। ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাট-রোহিত পরবর্তী যুগের সূচনা হচ্ছে এই সিরিজ দিয়ে।

হেডিংলে টেস্টের ২৪ ঘণ্টা আগে রাহুল বলেছেন, ''এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বিরাট ও রোহিত ভারতীয় ক্রিকেটের স্তম্ভ ছিল। ওদের অনুপস্থিতি বড় ক্ষতি। আমার কেরিয়ারে এই প্রথমবার এমন ঘটনা ঘটল। পঞ্চাশের বেশি টেস্ট ম্যাচ খেলে ফেলেছি। এর প্রত্যেকটাতেই হয় বিরাট নয় রোহিত বা দু'জনকেই একসঙ্গে পেয়েছি। তাই এই সিরিজে ওদের খুব মিস করছি।''

এখানেই না থেমে রাহুল আরও বলেছেন, ''বিরাট-রোহিতহীন ড্রেসিংরুমে ঢুকলেই অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে। আসলে এটা একটা দীর্ঘদিনের অভ্যাস। তবে ওদের সিদ্ধান্তকে সম্মান করতেই হবে। দেশের হয়ে ওরা দু'জনেই নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিয়েছে। ওরা ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি হয়েই থাকবে। ওদের অনুপস্থিতিতে এবার বাকিদের এগিয়ে আসতে হবে। বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে।'' এদিকে, শুক্রবার থেকে হেডিংলে টেস্ট দিয়ে শুরু হচ্ছে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ। বিরাট-রোহিতের অনুপস্থিতি শুভমন গিলের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলের সবথেকে অভিজ্ঞ ব্যাটার রাহুল। যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে তিনিই ওপেন করবেন। চলতি সফরে দু'টি প্রস্তুতি ম্যাচে একটি সেঞ্চুরি ও একটি হাফ সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ফর্মে থাকার ইঙ্গিত দিয়েছেন ডানহাতি কর্নাটকি। এবার এই ফর্ম রাহুল টেস্ট সিরিজেও বজায় রাখতে পারেন কিনা, সেটাই দেখার।